পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 92 Tuesday, 3 March, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৯২ সংখ্যা ❋ ১৮ ফাল্গুন ১৪৩২, মঙ্গলবার, ৩ মার্চ ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

‘একটা ভোট থাকলেও আমিই জিতব’

ভবানীপুর নিয়ে আত্মবিশ্বাসী মমতা, ‘রণং দেহি’ কমিশনের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ মার্চঃ দোল ও হোলির আবহে যখন চারদিকে উৎসবের মেজাজ, ঠিক তখনই রাজনীতির ময়দানে সুর চড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে প্রাক-হোলি উৎসবের মঞ্চ থেকে একদিকে যেমন সম্প্রীতির বার্তা দিলেন, তেমনই ভোটার তালিকা সংশোধন এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে একযোগে বিঁধলেন তিনি। বললেন, ‘‘বিজেপি যত চক্রান্তই করুক, একটা ভোট থাকলেও ভবানীপুর থেকে আমিই জিতব।’’ এ দিন উৎসবের মেজাজেই ‘রণং দেহি’ তৃণমূল নেত্রী। সরাসরি নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গুলিহেলনে কমিশন বাংলার গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে।’’ মমতার কথায়, ‘‘নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণ পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করছে। যাঁরা প্রকৃত ভোটার, তাঁদের নাম তালিকা থেকে সরিয়ে দিয়ে তড়িঘড়ি ভোট করাতে চাইছে তারা।’’ তিনি আরও যোগ করেন যে, বাংলার মানুষ সচেতন এবং তাঁরা ব্যালটেই এই অন্যায়ের যোগ্য জবাব দেবেন। নিজের পুরনো এবং ঘরের কেন্দ্র ভবানীপুর নিয়ে কথা বলতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিসংখ্যানের খতিয়ান তুলে ধরেন। তিনি মনে করিয়ে দেন, ভবানীপুর একটি ছোট কেন্দ্র, যেখানে ভোটার সংখ্যা প্রায় ২ লক্ষ ৬০ হাজার। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, অতীতে প্রায় ৪৪ হাজার ভোটারের নাম বাদ গিয়েছিল এই কেন্দ্র থেকে। এবারও প্রায় দু’-হাজার নতুন ভোটারের নাম

তালিকাভুক্ত করা হয়নি। মমতার অভিযোগ, মৃত ভোটারদের তালিকা সংশোধন থেকে শুরু করে প্রতিটি আইনি প্রক্রিয়ায় তাঁর দল প্রশাসনকে সহযোগিতা করেছে। তা সত্ত্বেও কেন বারবার সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার হরণ করা হচ্ছে, সেই প্রশ্ন তুলে তিনি কেন্দ্রের ওপর দায় চাপিয়েছেন। বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় সরকার এখন সিবিআই-ইডির মতো এজেন্সি এবং নির্বাচন কমিশনের মতো সাংবিধানিক সংস্থাকে ব্যবহার করে বিরোধীদের কণ্ঠস্বর রোধ করতে চাইছে।’’ তবে দোল উসবের আবহে তিনি মনে করিয়ে দেন, বাংলার সংস্কৃতি এবং সাধারণ মানুষের আবেগই তাঁর প্রধান শক্তি। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার ঘটনায় তিনি যে বিন্দুমাত্র ভীত নন, তা বুঝিয়ে দিয়ে মমতা বলেন, ‘‘চক্রান্ত করে কাউকে হারানো যায় না।’’ এদিন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত অত্যাধুনিক কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন তিনি। একই মঞ্চ থেকে এসআইআর আতঙ্কে প্রাণ হারানো ৩৬ জন রাজ্যবাসীর পরিবারের সদস্যদের হাতে হোমগার্ডের চাকরির নিয়োগপত্র তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই উপস্থিত সকলকে দোলের প্রাক-শুভেচ্ছা জানিয়ে উৎসবে মেতে ওঠেন তিনি। কলকাতা ও কল্যাণীর মধ্যে সংযোগকারী এই অত্যাধুনিক এক্সপ্রেসওয়ে উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়া জেলার সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন যুগ সূচনা করল। ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তাটি ৪ থেকে ৬ লেনের এবং সম্পূর্ণ সিগন্যাল-ফ্রি। মোট ২১টি ফ্লাইওভার বিশিষ্ট এই হাইওয়ের এক প্রান্ত নিমতায় বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অন্য প্রান্ত সংযুক্ত হয়েছে গঙ্গার উপর নির্মীয়মাণ ঈশ্বর গুপ্ত সেতু এবং ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের বড় জাগুলির সঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গ হাইওয়ে ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের তত্ত্বাবধানে নির্মিত এই প্রকল্পে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকা। প্রশাসনের দাবি, এই এক্সপ্রেসওয়ে চালু হওয়ায় কলকাতা থেকে কল্যাণী যেতে এতদিন যে অন্তত দুই ঘণ্টা সময় লাগত, যানজট এড়িয়ে তা এখন কমে অর্ধেক হবে। এই এক্সপ্রেসওয়ে চালুর ফলে ওই অঞ্চলে শিল্প, বাণিজ্য ও কর্মসংস্থানের অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করছে রাজ্য সরকার। উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়া জেলার মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াতের চিত্র পুরোপুরি বদলে যাবে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি ঘটবে।

নজরে তফসিলি ভোট

ডবল ইঞ্জিন সরকারের ব্যর্থতা তুলে নিশানা অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ মার্চঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে জনসংযোগের নয়া মডেল নিয়ে ময়দানে নেমেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নজরুল মঞ্চে দলের এসসি, এসটি, ওবিসি সেলের নেতৃত্বকে নিয়ে আয়োজত ‘তফসিলির সংলাপ’ সম্মেলনে অভিষেক সরাসরি পরিসংখ্যান তুলে ধরে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে দলিত ও আদিবাসীদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। এদিন তাঁর নিশানায় ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের ‘ডবল ইঞ্জিন’, ‘উন্নয়নের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি’। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এ দিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ২০২৩ সালের একটি রিপোর্ট উদ্ধৃত করে দাবি করেন, দলিত বা তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষের ওপর আক্রমণের ঘটনায় দেশজুড়ে প্রথম স্থানে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ (১৫,১৩০টি ঘটনা)। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে রাজস্থান (৮,৪৪৯টি) এবং মধ্যপ্রদেশ (৮,২৩২টি)। এই পরিসংখ্যান তুলে ধরে অভিষেকের কটাক্ষ, তপশিলি জাতির ওপর নির্যাতনের ঘটনায় গোল্ড মেডেল উত্তরপ্রদেশ, সিলভার রাজস্থান আর ব্রোঞ্জ পেয়েছে মধ্যপ্রদেশ। আশ্চর্যের বিষয়, তিনটেই ডবল ইঞ্জিন সরকার! আদিবাসীদের ওপর নির্যাতনের পরিসংখ্যান তুলে ধরেও একই সুর শোনা যায় তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ডের গলায়। তিনি জানান, মণিপুরে উপজাতির ওপর আক্রমণের ঘটনা সবচেয়ে বেশি (৩,৩৯৯টি)। এরপরই রয়েছে মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান। এখানেও ডবল ইঞ্জিন সরকারের ব্যর্থতাই ফুটে উঠেছে বলে দাবি অভিষেকের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের একটি মন্তব্যের প্রসঙ্গ তুলে অভিষেক তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর দাবি, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন এখন আম্বেদকরের নাম জপ করা ফ্যাশন হয়ে গেছে। অথচ তাঁর নিজের মন্ত্রকের তথ্যই বলছে দলিত ও আদিবাসীদের নিরাপত্তা কোন তলানিতে। এরই পাশাপাশি, পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন অভিষেক। তিনি বলেন, রাজ্যে তপশিলি জাতি ও উপজাতির মা-বোনেরা এখন ‘লক্ষীর ভাণ্ডার’ প্রকল্পের মাধ্যমে মাসে ১০০০ থেকে ১২০০ টাকা (বর্তমানে বর্ধিত হারে ১৭০০ টাকা পর্যন্ত পাওয়ার প্রসঙ্গ) পাচ্ছেন। দলিত নিপীড়নের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তৃণমূলের এই উন্নয়নমূলক মডেলকেই যে দল হাতিয়ার করতে চাইছে, তা স্পষ্ট। ‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ বা ‘তৃণমূলের নবজোয়ার’-এর ধাঁচেই জনসংযোগ বাড়াতে এবার ‘তফসিলির সংলাপ’ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে তৃণমূল। জেলাভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টন করে নিবিড় জনসংযোগের যে মডেল দল আগেই তৈরি করেছিল, এই সম্মেলনেও সেই একই মডেল অনুসরণ করা হয়েছে। তারপরই নেতাকর্মীদের নতুন কর্মসূচির কথা জানিয়ে অভিষেক বলেন, ‘‘বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝাতে হবে, বিজেপিকে ভোট দেওয়া মানে খাল কেটে কুমির আনা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল সরকার তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিদের জন্য কী করেছে সেই তথ্য তুলে ধরতে হবে।’’ তবে কর্মী-নেতাদের সতর্ক করে তাঁর বার্তা, ‘‘আত্মতুষ্টিতে ভুগলে হবে না। বুথে ১০০ ভোটে জেতার কনফিডেন্স থাকলে সেটা ২০০ করার চেষ্টা করুন। বাড়ি বাড়ি যান। প্রচারের গাড়ি না এলে, অপেক্ষায় থাকার দরকার নেই। নিজে চলে যান।’’ পাশাপাশি বিজেপির রথযাত্রার কর্মসূচিকে কটাক্ষ করেছেন অভিষেক। বলেন, ‘‘আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে রথযাত্রা হয় বলে জানি। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসে রথযাত্রা আবার কী।’’ অভিষেকের হুঙ্কার, ‘‘চোর চিটিংবাজদের রথ। রথ যত্নে রাখুন। ওই রথেই গুজরাত ফিরে যেতে হবে। অন্তর্যামী আগামী দিনে ফল দেখিয়ে দেবে। বিজেপিকে ৫০-এর নিচে নামাতে হবে।’’

দোল উৎসব

আজ দোল উৎসব উপলক্ষে দুরন্ত বার্তা’র সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে। তাই আগামী কাল (০৪.০৩.২০২৬) পত্রিকার কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। বৃহস্পতিবার থেকে পুনরায় পত্রিকা প্রকাশিত হবে। দুরন্ত বার্তা পরিবারের তরফ থেকে সকলকে দোলের শুভেচ্ছা।
-সম্পাদক

নেতানিয়াহুকে ফোন মোদির, কথা হয় বাহারিনের রাজা ও সৌদির যুবরাজের সঙ্গেও

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২ মার্চঃ মধ্যপ্রাচ্যে তীব্র সংঘাতের আবহে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার মধ্যরাতে দুই দেশের প্রধানের মধ্যে কথা হয়। যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়েই দু’জনের মধ্যে আলোচনা হয়। একইসঙ্গে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীকে দ্রুত যুদ্ধ বন্ধ করার আবেদন জানিয়েছেন মোদি। শনিবার থেকেই জ্বলছে মধ্যপ্রাচ্য। ইরানের উপর হামলার তীব্রতা বাড়াচ্ছে ইজরায়েল-আমেরিকা। ইজরায়েলে প্রত্যাঘাত জারি রেখেছে ইরান। একের পর এক মার্কিন সেন ঘাঁটিতে হামলা চালাচ্ছে ইরান। পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে আগেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দিল্লিতে ফিরেই মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠকে বসেছিলেন মোদি। সূত্রের খবর বৈঠকের পরই নেতানিয়াহুকে ফোন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানান, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর ফোনে কথা হয়েছে। তিনি লেখেন, ‘সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে ভারতের উদ্বেগের কথা জানিয়েছি। সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তাকেও যাতে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, সেই নিয়েও কথা হয়েছে। তিনি আরও জানান, যত দ্রুত সম্ভব এই যুদ্ধ বন্ধ করার বিষয়েও বেঞ্জামিনকে জানিয়েছেন তিনি। এদিকে, ইজরায়েলের বিদেশমন্ত্রীর জিডিওন সারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। রবিবার রাতে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গেও কথা বলেছেন মোদি। হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লেখেন, ‘সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের সঙ্গে কথা বলেছি। আমিরশাহীর উপর হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। যারা প্রাণ হারিয়েছেন এই হামলায়, তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাই। তাঁর আশ্বাস, কঠিন সময়ে ভারত পাশে আছে। সম্প্রতি, ইজরায়েল সফরে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানের সংসদের সর্বোচ্চ পুরস্কারও দেওয়া হয় তাঁকে। নেতানিয়াহুর সঙ্গে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাও হয়। সেখান থেকে ভারতে ফেরার আগেই ইরানের উপর যৌথ হামলা চালায় আমেরিকা-ইজরায়েল। গোটা বিষয়টা নিয়ে বেশ চাপেই রয়েছে ভারত। এদিকে, হরমুজ প্রণালীও বন্ধ রয়েছে। তেল আমদানি কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এদিকে, গোটা পরিস্থিতি নিয়ে রবিবার দেশে ফিরেই মন্ত্রিসভার বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সূত্রের খবর, বৈঠকে আটকে পড়া ভারতীয়দের দেশে ফেরানো থেকে তেল আমদানি-সহ একাধিক বিষয়ে বৈঠক হয়।

মার্কিন দূতাবাসে সতর্কতা, বাহরিনে সাইরেন!

ইরানের নতুন ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় উত্তাল আরব দুনিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন

আরব দুনিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতি তৃতীয় দিনে পড়েছে। আর সোমবার ভোর থেকেই আবার নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে ইরান- এমনটাই জানিয়েছে ইজরায়েল সেনাবাহিনী বা আইডিএফ। তাদের দাবি, আকাশ

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সক্রিয় করে তাঁরা একের পর এক মিসাইল প্রতিহত করা হচ্ছে। সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বসবাসকারীদের মোবাইলে আগাম সতর্কবার্তাও পাঠানো হয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে উপসাগরীয় অঞ্চলে আতঙ্ক ছড়িয়েছে দ্রুত। কুয়েতে মার্কিন দূতাবাস জরুরি নিরাপত্তা সতর্কতা জারি করে দেশটিতে থাকা মার্কিন নাগরিকদের ঘরের ভিতরে আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। দূতাবাসের কর্মীরাও সাবধানতাবশত ভবনের ভিতরেই অবস্থান করছেন বলে জানানো হয়েছে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের ট্রাভেলগভ নির্দেশিকায় বলা হয়েছে - সাইরেন বা বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেলে দ্রুত গ্রাউন্ড ফ্লোরে জানালাবিহীন জায়গায় সরে যেতে হবে, বাইরে বেরনো এড়িয়ে চলতে হবে এবং আঘাতের পর ভেঙে পড়া ধ্বংসাবশেষ থেকে দূরে থাকতে হবে, কারণ ভূপাতিত ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোনের টুকরোও মারাত্মক হতে পারে। এদিকে বাহরিনেও সোমবার এয়ার-রেইড সাইরেন বাজানো হয়। সে দেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক নাগরিক ও বাসিন্দাদের শান্ত থাকার আবেদন জানিয়ে নিকটবর্তী নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। জরুরি পরিষেবার সুবিধার্থে অপ্রয়োজনীয়ভাবে প্রধান সড়ক ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ট্রাফিক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শেখ খলিফা বিন সালমান সেতু দু’দিক থেকেই সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে। এই বিস্ফোরক পরিস্থিতির পটভূমিতে রয়েছে সাম্প্রতিক যৌথ মার্কিন-ইজরায়েলি হামলা, যেখানে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই নিহত হন এবং সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের একাধিক শীর্ষ ব্যক্তি প্রাণ হারান। এরপর থেকেই তেহরান পাল্টা আঘাতের পথে হাঁটছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সতর্ক করে দিয়েছেন, আমেরিকা বা ইসরায়েলের স্বার্থে আঘাত এলে তার ফল হবে ‘অভূতপূর্ব’। ইতিমধ্যে মার্কিন বাহিনীর তিন সদস্য নিহত হওয়ার কথাও স্বীকার করেছে ওয়াশিংটন। অন্যদিকে, ইজরায়েল জানিয়েছে, তারা ইরানের উপর নতুন করে হামলা চালিয়েছে। দুবাই ও দোহা আকাশেও টানা দ্বিতীয় দিন বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। উপসাগর জুড়ে এখন অঘোষিত যুদ্ধাবস্থা - আর বিশ্ব তাকিয়ে আছে পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

‘দিদির নয়, ভাইপোর শাসন হবে!’

২৬-এ তৃণমূলকে ভোট না দেওয়ার অন্য যুক্তি খাড়া করলেন শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, রায়দিঘি, ২ মার্চঃ ডিএ, বেতন কমিশন নিয়ে রাজ্য সরকারি কর্মীদের একাংশের মনে যে ক্ষোভ রয়েছে তা নিরসন করার চেষ্টায় বড় ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজেপির ‘পরিবর্তন যাত্রা’র রায়দিঘির কর্মসূচিতে এদিন যোগদান করে সরকারি কর্মীদের বিরাট আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। হলফ করে বলা যায়, রাজ্য বিধানসভা ভোটের আগে শাহের এই ঘোষণা নিতান্তই ‘শাহী’। আসন্ন নির্বাচনে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনলে ৪৫ দিনের মধ্যেই সপ্তম বেতন কমিশনে বেতন দেওয়ার কাজ শুরু করে দেওয়া হবে। রাজ্যের সরকারি কর্মীদের আশ্বাস দিয়ে এমনটাই জানিয়েছেন অমিত শাহ। তাঁর অভিযোগ, গত ১৫ বছরে রাজ্য সরকার এখনও সপ্তম বেতন কমিশন বাস্তবায়ন করেনি। ফলে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগী আর্থিকভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি মনে করান, দেশজুড়ে সরকারি কর্মীরা সপ্তম বেতন কমিশনের ভিত্তিতে বেতন পান। কিছুদিনের মধ্যে অষ্টম বেতন কমিশনও চলে আসবে। কিন্তু বাংলার সরকারি কর্মচারীদের বঞ্চিত করে রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে। বকেয়া মহার্ঘভাতা (ডিএ) নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে যে অচলাবস্থা চলছে, সেটিকেও ইস্যু করেছেন অমিত শাহ। তাঁর দাবি, দেশের সর্বোচ্চ আদালত নির্দেশ দিলেও সেই অনুযায়ী ডিএ প্রদান হয়নি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি আঙুল তুলে শাহ বলেন, কর্মীদের ন্যায্য পাওনা দীর্ঘদিন ধরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যের কর্মচারীরা ন্যায়, মর্যাদা এবং আর্থিক সুরক্ষার দাবিদার কিন্তু তৃণমূল সরকার তাঁদের তা দিতে ব্যর্থ। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিষয়টি নিয়ে পোস্ট করেছেন কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতা অমিত মালব্যও। তিনি লিখেছেন, ‘সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের স্বার্থরক্ষায় তারা অঙ্গীকারবদ্ধ। ক্ষমতায় এলে স্বচ্ছ ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বেতন কাঠামো সংশোধন, বকেয়া পরিশোধ এবং সপ্তম বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করার প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করা হবে।’ বিধানসভা ভোটের আগে সরকারি কর্মীদের অসন্তোষ যে বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে, তা রাজনৈতিক মহল মানছে। শাহর এই প্রতিশ্রুতি সেই প্রেক্ষিতেই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। এমনিতেই বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে বেতন কমিশন এবং ডিএ ইস্যুতে ফের চাপ বেড়েছে রাজ্য সরকারের। কারণ ফের পথে নেমে আন্দোলন করছে বিক্ষোভকারীরা। তাই ভোটের আগে এই ইস্যু ছুঁয়ে অমিত শাহ বিক্ষোভকারীদেরই গলার জোর আরও বাড়িয়ে দিলেন। এদিনের সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট না দেওয়ার সম্পূর্ণ অন্য যুক্তি খাড়া করেছেন শাহ। এমন মন্তব্য করেছেন শাহ যা তৃণমূলের অন্দরেই জল্পনা বাড়িয়ে দিতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ‘দিদির নয়, ভাইপোর শাসন হবে!’ রায়দিঘির

সভায় দাঁড়িয়ে অমিত শাহর এই মন্তব্য এখন রাজ্য-রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে। দুর্নীতির প্রসঙ্গ থেকে নারী নিরাপত্তা, অনুপ্রবেশ থেকে এসআইআর ইস্যু - বাংলার শাসক দলকে আক্রমণ করতে কোনও কিছু বাকি রাখেননি অমিত শাহ। তবে এতকিছুর মধ্যে সবথেকে বেশি চর্চা শুরু হয়েছে তাঁর ‘ভাইপোর শাসন’ মন্তব্য নিয়েই। রাজ্যের আমজনতার উদ্দেশে অমিত শাহর বার্তা, ‘‘এবার তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিলে বড় ভুল করবেন। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নয়, ভাইপোর (পড়ুন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) শাসন হবে!’’ শাহের এও দাবি, বাংলার ভাল করা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যই নয়। তিনি আদতে অভিষেককে মুখ্যমন্ত্রী বানাতে চান। কিন্তু এই পারিবারিক-রাজনীতি বিজেপিতে হয় না বলেই স্পষ্ট করেন তিনি। বলেন, দলের সাধারণ কর্মীও একদিন মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন- এটা একমাত্র বিজেপিতেই সম্ভব। নাম না করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে শাহ এও বলেন, তাঁর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতি হয়েছে, এখনও চলছে। বাংলা তো বটেই, সারা দেশে যে পরিবারতন্ত্র চলছে তা থামাতে হবে- তাই বিজেপিকে ক্ষমতায় আনা প্রয়োজন। তৃণমূলের বহিস্কৃত বিধায়ক হুমায়ুন কবীর মুর্শিদাবাদে যে মসজিদ তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন তা কড়া সমালোচনা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এই ব্যাপারেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলোধনা করেন অমিত শাহ। তাঁর স্পষ্ট অভিযোগ, পরিকল্পনা করে রাজ্যে মসজিদ বানানোর ছক করেছেন মমতাই। তিনি শুধু হুমায়ুনকে ব্যবহার করছেন। অমিত শাহের দাবি, একেবার পরিকল্পনাকে হুমায়ুন কবীরকে দল থেকে বের করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাতে বাংলায় মসজিদ তৈরি করা যায় কিন্তু রাজ্যের মানুষ তাঁর ওপর রুষ্ঠ না হন। কিন্তু শাহের কটাক্ষ, ‘‘মমতাদি, বাংলার হিন্দু-মুসলমান দু-পক্ষই আপনাকে খুব ভাল করে চিনে গেছে। এবার আর তাঁদের বোকা বানানো যাবে না।’’ এই পরিবর্তন যাত্রার মূল উদ্দেশ্য কী, সেটাও ব্যাখ্যা করেন অমিত শাহ। তাঁর স্পষ্ট কথা, মুখ্যমন্ত্রীর পরিবর্তন করা তাঁদের আসল লক্ষ্য নয়, সেটা রাজ্যের জনগণই করবে। তাঁদের লক্ষ্য- দুর্নীতিমুক্ত, অনুপ্রবেশমুক্ত, নারী সুরক্ষায় মোড়া সোনার বাংলা তৈরি করা। ক্ষমতায় এলে সেটাই তাঁরা দ্রুত সম্ভব করবেন।

ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থীরাও অংশ নিয়েছেন এসএসসি গ্রুপ 'সি' পরীক্ষায়, জানালেন ব্রাত্য বসু

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ২ মার্চঃ ডবল ইঞ্জিনের সরকারের রাজ্য উত্তর প্রদেশ, বিহার থেকে তিন হাজারের উপর পরীক্ষার্থী এই রাজ্যে গ্রুপ সি পরীক্ষা দিতে এসেছেন। গ্রুপ সি-র পরীক্ষার পরে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এমনটাই লিখলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।তিনি লেখেন যে, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিশ্রুতি এবং অভিভাবকত্বে আজ ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন গ্রুপ 'সি' পদে ১ম SLST (NTS), ২০২৫-এর লিখিত পরীক্ষা সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করল। মোট ৮,০৯,৬১৯ জন আবেদনকারীর মধ্যে প্রায় ৮৪ শতাংশ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন।এই বৃহৎ পরিসরের পরীক্ষা সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে আয়োজনে স্কুল সার্ভিস কমিশন, সকল জেলা প্রশাসন এবং রাজ্য প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক আধিকারিক ও কর্মচারীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ।এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, ৪৮৯৩ জন ভিনরাজ্যের পরীক্ষার্থী-যাদের মধ্যে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের উত্তর প্রদেশ ও বিহার থেকে প্রায় ৩০০০-এরও বেশি পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন। অপপ্রচার সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতার প্রতি দলমত নির্বিশেষে পরীক্ষার্থীদের অটুট আস্থার এটি এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

হাওড়ায় বিক্ষোভের মুখে বিএলও

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া, ২ মার্চ : ৪৯৬ জনকে শমন ধরানো হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ৩২৩ জনকে রাখা হয়েছে বিবেচনাধীন তালিকায়। এর প্রতিবাদে বিএলও-কে কুকথা বলা ও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিবেচনাধীন তালিকায় থাকা একাংশের বিরুদ্ধে। হাওড়ার বাগনান বিধানসভা কেন্দ্রের ২৪৬ নম্বর বুথে ঘটনাটি ঘটেছে। আনসার আলি নামে ওই বিএলও একটি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক।অভিযোগ, সোমবার তাঁর স্কুলে গিয়েও বিক্ষোভ দেখানো হয়। বিবেচনাধীন তালিকাভুক্ত ওই ভোটারদের অভিযোগ, বিএলও-র হাতে তাঁরা প্রয়োজনীয় নথি জমা দিলেও তিনি তা ফেলে দিয়েছেন। আনসার এ দিন স্কুলে আসেননি। তিনি বলেন, আমি সব কাগজ জমা দিই। তারপরেও এতজন ভোটার বিচারাধীন তালিকায় চলে যাওয়ায় আমার ঘাড়ে সব দোষ পড়েছে। বিষয়টি তিনি থানায় জানিয়েছেন।

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনেই নিহত, ৪০-দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা

তেহরান, ২ মার্চঃ ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই নিহত হয়েছেন। আমেরিকা এবং ইজরায়েলের যৌথ হামলায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে তেহরানও। সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতার প্রয়াণে দেশ জুড়ে ৪০ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। এর আগে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু খামেনেইয়ের মৃত্যুর কথা জানিয়েছিলেন। তার পর আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও সমাজমাধ্যমে সেই ঘোষণা করেন।নিজের অফিসে বসে কাজ করছিলেন ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই। আচমকা সেখানেই বোমা এসে পড়ে। তাঁর সঙ্গে মৃত্যু হয় তাঁর কন্যা, জামাই এবং নাতনিরও। হামলার সময় খামেনেই নিজের কাজের জায়গায় ছিলেন এবং দায়িত্ব পালন করছিলেন। ইরানের বাহিনী রেভলিউশনারি গার্ড জানিয়েছে, খামেনেইয়ের মৃত্যুতে তারা শোকাহত। তবে প্রত্যাঘাত হবে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

পশ্চিম এশিয়ার উত্তপ্ত পরিস্থিতি, প্রধানমন্ত্রীর পৌরহিত্যে সিসিএস বৈঠকে নিরাপত্তা ও প্রবাসী ভারতীয়দের সুরক্ষায় কড়া বার্তা

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা),২মার্চঃ পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে গত রবিবার সন্ধ্যায় নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি (সিসিএস) বৈঠক করেছে। কমিটিকে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে হামলা ও পরবর্তী অশান্তি, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি উপসাগরীয় দেশে হামলাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, এই সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছিল।কমিটি এই অঞ্চলে বৃহৎ প্রবাসী ভারতীয়দের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সিসিএস এই অঞ্চলে যাতায়াতকারী ভারতীয় ভ্রমণকারী এবং নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের অসুবিধার পাশাপাশি আঞ্চলিক নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের উপর এর বিস্তৃত প্রভাব পর্যালোচনা করেছে।সিসিএস এই ঘটনাবলীর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয় নাগরিকদের সহায়তা করার জন্য প্রয়োজনীয় এবং সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছে। কমিটি দ্রুত শত্রুতা বন্ধ এবং সংলাপ ও কূটনীতিতে ফিরে আসার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছে। পৌরহিত্যে রবিবার সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি বা সিসিএস-এর গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। পশ্চিম এশিয়ার দ্রুত অবনতিশীল পরিস্থিতি, বিশেষত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে হামলা এবং তার পরবর্তী অশান্তিকে কেন্দ্র করে যে নতুন করে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করতেই এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের শীর্ষ নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক মহল থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, ইরানে হামলার পর পরিস্থিতি দ্রুত জটিল হয়ে ওঠে এবং কয়েকটি উপসাগরীয় দেশেও বিচ্ছিন্ন আক্রমণের খবর সামনে আসে। এই প্রেক্ষাপটে ভারতের কৌশলগত ও মানবিক স্বার্থ রক্ষায় তৎপরতা বাড়ানোই ছিল বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য।সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈঠকে উপস্থিত মন্ত্রীরা ও শীর্ষ আধিকারিকরা পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে বিশদ ব্রিফিং পান। হামলার প্রকৃতি, তার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া, আঞ্চলিক শক্তিগুলির অবস্থান এবং বৃহত্তর ভূরাজনৈতিক সমীকরণ-সব দিকই খতিয়ে দেখা হয়। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় ইরান-সংক্রান্ত উত্তেজনার বিস্তৃতি কতদূর যেতে পারে এবং তার সরাসরি বা পরোক্ষ প্রভাব ভারতের ওপর কতটা প।তে পারে, সেই প্রশ্নে। কারণ পশ্চিম এশিয়া কেবল একটি কৌশলগত অঞ্চলই নয়, বরং ভারতের জন্য তা অর্থনৈতিক, জ্বালানি ও মানবসম্পদ-তিন ক্ষেত্রেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।সিসিএস বৈঠকে সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠে এই অঞ্চলে বসবাসকারী বৃহ প্রবাসী ভারতীয় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা। উপসাগরীয় দেশগুলিতে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় কর্মরত, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ নির্মাণ, স্বাস্থ্য পরিষেবা, তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা ও জ্বালানি খাতে যুক্ত। সাম্প্রতিক অস্থিরতা তাঁদের দৈনন্দিন জীবন, কর্মস্থল এবং যাতায়াতে কতটা প্রভাব ফেলছে, তা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়। কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে, বিদেশে অবস্থানরত ভারতীয়দের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। প্রয়োজনে দূতাবাস ও কনস্যুলেটগুলিকে অতিরিক্ত নির্দেশ দেওয়া হবে, যাতে কোনও ভারতীয় নাগরিক বিপদে প।লে দ্রুত সহায়তা পৌঁছে দেওয়া যায়।এছাড়াও আলোচনায় উঠে আসে পশ্চিম এশিয়ায় যাতায়াতকারী ভারতীয় ভ্রমণকারীদের বিষয়টি। ব্যবসায়িক সফর, পর্যটন কিংবা পারিবারিক কারণে নিয়মিত বহু ভারতীয় ওই অঞ্চলে যাতায়াত করেন। সাম্প্রতিক উত্তেজনার কারণে বিমান চলাচল, ভিসা প্রক্রিয়া এবং স্থানীয় পরিবহণ ব্যবস্থায় যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে, তা ভ্রমণকারীদের জন্য ব। সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। একইসঙ্গে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও পেশাগত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে যেসব ভারতীয় শিক্ষার্থী ওই অঞ্চলে যাচ্ছেন বা সেখানেই অবস্থান করছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও বিশেষ নজরদারির প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়। পরীক্ষার সূচি, পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছনোর নিরাপত্তা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে বিকল্প ব্যবস্থা-সবই আলোচনায় স্থান পায়।বৈঠকে আঞ্চলিক নিরাপত্তার পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়েও গভীর পর্যালোচনা করা হয়। পশ্চিম এশিয়া ভারতের জ্বালানি আমদানির অন্যতম প্রধান উৎস। অপরিশোধিত তেল ও গ্যাস সরবরাহে বিঘ্ন ঘটলে তার প্রভাব সরাসরি দেশের অর্থনীতিতে প।তে পারে। পাশাপাশি বাণিজ্যপথ, বিশেষ করে সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহণে বাধা সৃষ্টি হলে আমদানি-রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই জটিলতা দেখা দিতে পারে। ফলে পরিস্থিতির ওপর নিবি। নজরদারি রাখা এবং প্রয়োজনে বিকল্প সরবরাহব্যবস্থা সক্রিয় করার প্রস্তুতি নেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয়।সরকারি সূত্রে আরও জানা যায়, সিসিএস সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছে যাতে পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ও সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রককে বলা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখতে এবং ভারতীয় নাগরিকদের সুরক্ষা সংক্রান্ত তথ্য দ্রুত আপডেট করতে। প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককেও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে, যাতে আঞ্চলিক অস্থিরতার কোনও প্রভাব দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় না পড়ে। বেসামরিক বিমান চলাচল, জাহাজ চলাচল এবং জ্বালানি মন্ত্রক-সব ক্ষেত্রেই সমন্বিত প্রস্তুতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।বৈঠকের শেষে কমিটি দ্রুত শত্রুতা বন্ধের আহ্বান জানায় এবং সংলাপ ও কূটনীতির পথে ফেরার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেয়। ভারত ঐতিহ্যগতভাবেই আন্তর্জাতিক সংঘাতের ক্ষেত্রে আলোচনাভিত্তিক সমাধানের পক্ষে। এই অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে সিসিএস জানায়, দীর্ঘস্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ হলো সংযম, পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং কূটনৈতিক আলোচনার মাধ্যমে মতভেদ দূর করা। বর্তমান পরিস্থিতিতে উত্তেজনা আরও বাড়লে তা কেবল সংশ্লিষ্ট দেশগুলির জন্য নয়, গোটা অঞ্চলের স্থিতিশীলতার জন্য ক্ষতিকর হতে পারে বলেই আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই বৈঠক ভারতের কূটনৈতিক সক্রিয়তারই ইঙ্গিত। পশ্চিম এশিয়ার ঘটনাবলি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপর্যায়ের আলোচনা প্রমাণ করে যে দিল্লি পরিস্থিতিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখছে। একদিকে প্রবাসী ভারতীয়দের নিরাপত্তা, অন্যদিকে জ্বালানি ও বাণিজ্যিক স্বার্থ-দুই ক্ষেত্রেই ভারসাম্য বজায় রেখে কূটনৈতিক পদক্ষেপ নেওয়া এখন সরকারের সামনে ব। চ্যালেঞ্জ। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক মহলের সঙ্গে সমন্বয় রেখে উত্তেজনা প্রশমনের প্রচেষ্টাতেও ভারতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।এই মুহূর্তে পরিস্থিতি কোন দিকে মো। নেবে, তা স্পষ্ট নয়। তবে কেন্দ্রীয় সরকার যে সক্রিয় নজরদারি চালাচ্ছে এবং সম্ভাব্য সব প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে, সিসিএস বৈঠক সেই বার্তাই স্পষ্ট করেছে। প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশে সরকার আশ্বাস দিয়েছে, কোনওরকম জরুরি পরিস্থিতিতে তাঁদের পাশে থাকবে ভারত। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মঞ্চে শান্তি ও সংলাপের পক্ষে ভারতের অবস্থানও পুনরায় জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে।পশ্চিম এশিয়ার অস্থির প্রেক্ষাপটে নয়াদিল্লির এই তৎপরতা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। বৈঠকের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে, আঞ্চলিক সংকটকে কেবল দূরবর্তী ভূরাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে দেখছে না ভারত বরং তা দেশের নিরাপত্তা, অর্থনীতি ও নাগরিকস্বার্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলেই বিবেচনা করা হচ্ছে। এখন নজর থাকবে, আগামী দিনগুলিতে পরিস্থিতি কীভাবে এগোয় এবং সেই অনুযায়ী ভারত তার কূটনৈতিক ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ কতটা দ্রুত ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে পারে।

এসআইআর প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ অভিষেকের

কলকাতা, ২ মার্চ ঃ আপনারা যাঁদের ' আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' রেখেছেন, তাঁরাই কেন্দ্রের সরকারকে ৬ মাসের মধ্যে 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেট করবে। রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা বলেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।তিনি বলেন যে, ৫০০ জুডিসিয়াল অফিসার কাজ করছেন। ৬০ লক্ষ ' আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' মামলা থাকলে এগুলি নিষ্পত্তি করতে তিন মাস লাগবে। তা হলে নির্বাচন হবে কী করে? প্রধানমন্ত্রিত্ব পদও 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' থাকা উচিত- এই মন্তব্য করে অভিষেক বলেন, এদের যা পরিণতি ২১-এর নির্বাচনে হয়েছিল, তার থেকে খারাপ পরিণতি ২৬-এর নির্বাচনে হবে।অভিষেকের কটাক্ষ, যাঁদের ' আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন'-এ রেখেছেন, তাঁদের ভোট তো বিজেপিও পেয়েছে। মানুষ অবৈধ, আপনি বৈধ। প্রধানমন্ত্রিত্ব পদও 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন' থাকা উচিত। অভিষেকের তোপ, ভোটার তালিকায় প্রথমে বাদ গিয়েছে ৫৮ লক্ষ ৬ লক্ষ বাদ (শুনানির পরে)। ৬০ লক্ষ ৬০ হাজার 'আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন'। তা হলে পুরো সংখ্যা হলো ১ কোটি ৬৪ লক্ষ। টার্গেট অনেক আগে সেট করে দেওয়া হয়েছে। বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-সহ বিজেপি নেতারা আগেই টার্গেট তৈরি করে দিয়েছিলেন।

ভেষজ আবির নিয়ে বসিরহাটে পড়ুয়াদের হাতেকলমে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি,বসিরহাট, ২ মার্চ ঃ কেমিক্যাল মেশানো আবিরের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে অভিনব উদ্যোগ পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ-র শহীদ দীনেশ মজুমদার কেন্দ্র এর। এর প্রেক্ষিতে আয়োজিত হল ভেষজ আবির তৈরির হাতেকলমে কর্মশালা।বসিরহাট ১ নম্বর ব্লকের গোটরা গ্রাম পঞ্চায়েতের জিরাকপুর তরুণ সংঘ হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত এই কর্মশালায় পড়ুয়াদের দেখানো হয় কীভাবে ফুল, গাজর, নানা শাকসবজি ও প্রাকৃতিক উৎপাদান থেকে নিরাপদ আবির তৈরি করা যায়। শুধু তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, নিজেরাই রং তৈরি করে দেখার

সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত ছাত্রছাত্রীরা। বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যরা জানিয়েছেন, বাজার চলতি অনেক আবিরে থাকা কৃত্রিম রং ও ধাতব উৎপাদান ত্বকের ক্ষতি, চর্মরোগ, শ্বাসকষ্ট এমনকি চোখের সমস্যার কারণ হতেই পারে। কিন্তু ভেষজ আবির নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব।

৪ তারিখে আমরা একটা হোলি খেলব আরেকটা হলি খেলব এই পশ্চিমবঙ্গ জেতার পর.. বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার ২মার্চঃএই পরিবর্তন যাত্রা মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছাবে আগে যেখানে শুধু প্রতিশ্রুতি পৌঁছেছিল এবার বিজেপির এই পরিবর্তন যাত্রা ও মানুষের কাছে পৌঁছবে। এই পরিবর্তন শুধু ব্যবস্থার পরিবর্তন এই পরিবর্তন চিন্তাভাবনার পরিবর্তন।। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই নতুন বাংলা তৈরি হবে। আমাদের সবাইকে তৈরি হতে হবে যাতে এই বাংলাকে আমরা অনুপ্রবেশকারীদের বাংলা থেকে বাঁচাতে পারি। আমাদের খুব দু ঃখ হয় যখন আমরা দেখি এই রাজ্যের সরকার মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে। এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটা নতুন বাংলা তৈরি হবে যেখানে নারীরা সুরক্ষিত থাকবে যেখানে যারা যুবক যুবতী তাদের কর্মসংস্থান হবে সিন্ডিকেট এবং দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের থেকে মুক্তি পাবে সাধারণ মানুষ। মমতা দিদি ক্ষমতায় আসার আগে বলেছিল মা মাটি মানুষ। কিন্তু এরা যে মহিলারা সুরক্ষিত নয় দিদি বলেন মেয়েদেরকে সন্ধ্যায় বাড়ি থেকে বেরোতে না আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যেখানে বাংলা ছাড়া দেশকে পথ দেখায় সেখানে আপনি মা-বোনেদের বাড়িতে থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন তাহলে কতটা সুরক্ষিত এ বাংলা ? এই মঞ্চ থেকে আমি বলে দিতে চাই যে সমস্ত অনুপ্রবেশকারী বাংলায় প্রবেশ করেছেন এবং এই সরকার যাদেরকে সাহায্য করেছে আমরা

তাদেরকে এখান থেকে বের করে দেব। তিনি আরো বলেন যুবকরা তৈরি হও আগামীদিনে বাংলাকে তুষ্টিকরণের রাজনীতি থেকে বের করে আনতে হবে। যখন বাংলার সীমান্তবর্তী এলাকায় আমরা জমি চাই ফেন্সিং দেওয়ার জন্য তখন মমতা দিদির কাছে জমি দেওয়ার ইচ্ছা থাকে না সেই ফাইলের কাজ আটকে থাকে। দিদি আপনি কাগজ দিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের ঢুকিয়েছেন আর তাদের হয়ে লড়াই করতে গভীর রাতে সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত চলে যাচ্ছেন। কিন্তু যখন এখানকার মা-বোনের অপমানিত হয় তখন আপনি ঘুমিয়ে থাকেন। ৫০ লাখ অনুপ্রবেশ কারীদের নাম বাদ গেছে, এরা কাদের খাবার খাচ্ছিল কাদের জন্য থাকছিল। এই পঞ্চাশ লাখ লোক এখানকার সুরক্ষা নিয়েও প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছিল। মমতা দিদি আপনি আপনার সরকারকে অনুপ্রবেশ কারীদের ভরসায় তৈরি করেছেন মানুষের ভরসায় নয়। যদি আপনি মানুষের উপর ভরসা রাখতেন তাহলে আজকে আপনাকে এই দিন দেখতে হতো না। এই সমস্ত অনুপ্রবেশকারীদের নাও কংগ্রেস না বাম কেউ বাইরে বের করতে পারবে না যদি কেউ করতে পারে তা শুধুমাত্র ভারতীয় ভারতীয় জনতা পার্টি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রজেক্টগুলো দিদি করতে দেয় না কিন্তু আমরা এর জন্য লড়াই করবো এবং তা করতে যদি বলিদান দিতে হয় আমরা তাও দেব। সরকার পুরো দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার। মমতা দিদির গুন্ডারা সব খান থেকে টাকা তুলেছে তা সেটা রাজ্য সরকারের প্রজেক্ট হোক কিংবা কেন্দ্রীয় সরকারের। দিদি আপনি মা-বোনেদের টাকা দেন আর আপনার গুন্ডারা পিছনে গিয়ে হাপ্তা তোলে। এখানে বাড়ি বানানোর জন্য টিএমসি গুন্ডাদের টাকা দিতে হয়। আপনি এমন ঘটনা করেছে যে আপনার সরকারের মন্ত্রী কে জেলে যেতে হয়। এই সমস্ত কিছুর হিসাব নিতেই এই পরিবর্তন যাত্রা। আগামী দিনে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে তার যথা উপযুক্ত সম্মান দেবে। চার তারিখ হোলি সেদিন আমরা হোলি খেলব আর আরেকবার হোলি খেলব যেদিন আমরা এই বাংলায় জিতবো। পাল্টানো দরকার চাই বিজেপি সরকার। পরিবর্তন যাত্রার সূচনা করতে এসে একথা জানালেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সৌমিক ভট্টাচার্য্য প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক সাংসদ মানোজ টিগ্গা ও অন্যান্য বিধায়কেরা। কোচবিহারের রাস মেলার মাঠে এই জনসভা নিয়ে রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছিল প্রশাসনের পক্ষ থেকে অনুমতি না পাওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হয় বিজেপি এবং শেষ পর্যন্ত আদালত রায় দেয় যদিও আজকের এই জনসভায় ভিড় কিছুটা হলেও কম ছিল। জনসভার পর পরিবর্তন যাত্রার রথের শুভ উদ্বোধন করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন

আসন্ন নির্বাচন এনডিএ বনাম তামিলনাড়ুর মধ্যে, মন্তব্য এম কে স্ট্যালিনের

চেন্নাই, ২ মার্চ ঃএনডিএ-র কঠোর সমালোচনা করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। তাঁর কথায়, তামিলনাড়ুতে আসন্ন নির্বাচন এনডিএ বনাম তামিলনাড়ুর মধ্যে। সোমবার চেন্নাইয়ে এক অনুষ্ঠানে স্ট্যালিন বলেন, এআইএডিএমকে-র মঞ্চে উপস্থিত থাকাকালীন, প্রধানমন্ত্রী মোদী এনডিএ সরকার গঠনের কথা বলেছিলেন। এটি এমন একটি জোট যারা কে কাকে নেতৃত্ব দিচ্ছে তাও জানে না।স্ট্যালিন আরও বলেন, সেই কারণেই, যখন আমি আমার নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিলাম, তখন আমি বলেছিলাম আসন্ন নির্বাচন হবে এনডিএ বনাম তামিলনাড়ু। প্রতিবার প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তামিলনাড়ু সফরে এলে, তাঁরা কেবল আমার কথাই বলে থাকেন। দ্রাবিড় মডেল ২.০-তে, আমরা আমাদের নিজস্ব রেকর্ড ভাঙব।

শান্তি বজায় রাখতে কাশ্মীরে লাগু বিধিনিষেধ, জারি উচ্চ সতর্কতা

শ্রীনগর, ২ মার্চ ঃ ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইয়ের মৃত্যুতে রবিবার জম্মু ও কাশ্মীরে ক্ষোভে ফেটে পড়েন শিয়া মুসলিমরা। বিক্ষোভ প্রদর্শনের পাশাপাশি নানা জায়গায় হয় শোকমিছিল। শান্তি বজায় রাখতে কাশ্মীরে লাগু হয়েছে বিধিনিষেধ, জারি করা হয়েছে উচ্চ সতর্কতাও।ইরানের সর্বোচ্চ নেতা খামেনেইয়ের হত্যার বিরুদ্ধে গত রবিবার ব্যাপক বিক্ষোভের পর, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে কাশ্মীরের সমস্ত জেলায় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা উচ্চ সতর্কতায় রয়েছে। এদিকে, খামেনেইয়ের মৃত্যুতে শোক পালনের জন্য কাশ্মীরের প্রধান ধর্মীয় নেতা মিরওয়াইজ ওমর ফারুক সোমবার বনধের ডাক দেন। শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরের নানা স্থানে বনধের প্রভাব দেখা গিয়েছে।

ফাল্গুন পূর্ণিমার আবেশে নবদ্বীপের গৌড়ীয় মঠে দোল উৎসব পালিত

কলকাতা, ২ মার্চ ঃ ফাল্গুন পূর্ণিমার আবেশে গঙ্গা নদীর তীরবর্তী নবদ্বীপ যেন রঙ ও ভক্তির দ্বৈত উল্লাসে মেতে উঠেছে। গৌড়ীয় মঠে পালিত হল দোলযাত্রা ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫৪০ তম আবির্ভাব মহোৎসব। ঐতিহ্য মেনে সোমবার ভোরবেলা থেকেই চলে মঙ্গলারতি, শঙ্খধ্বনি ও মহাসংকীর্তনে মুখর হয়ে ওঠে আশ্রম প্রাঙ্গণ। ফুল ও আলোক সজ্জিত মঠে রাজ্য ও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ঢল নামে ভক্তদের।উল্লেখ্য, ১৪৮৬ খ্রিস্টাব্দের ফাল্গুন পূর্ণিমায়, চন্দ্রগ্রহণের সন্ধ্যায় এই নবদ্বীপেই আবির্ভূত হন মহাপ্রভু - গঙ্গার ঘাটে হরিনাম সংকীর্তনের মধ্যেই। সেই স্মৃতিকে সামনে রেখে এ বছরও আয়োজন করা হয় ৫৪০টি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও বিশেষ প্রার্থনার। পাঁচদিন ব্যাপী ধাম পরিক্রমা ও নগরসংকীর্তনে অংশগ্রহণ করেন সাধু-সন্ন্যাসী ও ভক্তরা। কীর্তনের সুরে নবদ্বীপের অলিগলি এদিন হয়ে ওঠে ভক্তিময়।এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল - গৌড়ীয় মিশনের আচার্য ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ বলেন, - ''বিভাজন ও হিংসায় ক্ষতবিক্ষত বিশ্বে মহাপ্রভুর প্রেম ও ঐক্যের বাণী আজও প্রাসঙ্গিক।'' 'হরিবোল' ধ্বনিতে মুখরিত উৎসব শেষ হয় আবির খেলার মধ্যে দিয়েই।

২৫০-র বেশি আসন পাবে তৃণমূল, মন্তব্য অভিষেকের

কলকাতা, ২ মার্চ ঃএ বারের নির্বাচনে ২৫০-র বেশি আসন পাবে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের তফসিলি সংগঠনের নির্বাচনী প্রস্তুতি সভায় ফের এই দাবি করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার নজরুল মঞ্চের এই সভায় তিনি বলেন, ভোটার তালিকায় বাংলার ৬০ লক্ষ মানুষকে বিচারাধীন রেখে দিয়েছে। এই বিজেপিকে এ বার বিচারাধীন করে দিতে হবে। দোলের পর থেকে তফসিলি এলাকায় প্রচার কর্মসূচি সম্পর্কে এ দিনের সভায় একাধিক নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।নজরুল মঞ্চে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কে বাংলায় চিকেন প্যাটিস, এগ চাউমিন বিক্রি করবে তা দিল্লির জমিদাররা ঠিক করবে না। যতদিন আমরা আছি তা করতে দেবো না। বিজেপিকে ৫০-এর নীচে নামান, ২০২৯ পর্যন্ত কেন্দ্রে সরকার টিকবে না। ২৫০-এর বেশি আসনে এ বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেতান। আগামী দিনে এদের শূন্য করতে হবে। এদের জেতানো আর দুধকলা দিয়ে সাপ পোষা একই।

হায়দরাবাদ হাউসে মিলিত মোদী ও মার্ক, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক দুই প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা) , ২ মার্চ ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির সঙ্গে সাক্ষা করেন। এদিন সকালে হায়দরাবাদ হাউসে এসে পৌঁছলে কানাডার প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। পরে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন দুই প্রধানমন্ত্রী।দ্বিপাক্ষিক নানা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কথা হয়েছে। দুই দেশের সম্পর্ক আরও জোরদার করার ওপর তাঁরা জোর দিয়েছেন। এদিন প্রতিনিধি পর্যায়ের বৈঠকেও মিলিত হন নরেন্দ্র মোদী ও মার্ক কার্নি। ভারত ও কানাডার মধ্যে বেশ কিছু মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে জানা যায়।

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রভাবে নামলো শেয়ার বাজার, পড়লো টাকার দরও

মুম্বই, ২ মার্চ ঃপশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন শেয়ার বাজারের লগ্নিকারীরা। যে কারণে সোমবার প্রচুর পরিমাণে শেয়ার বিক্রি করেছেন তাঁরা। যার হাত ধরে সেনসেক্স নেমেছে ১০৪৮ পয়েন্ট। দিনের শেষে থেমেছে ৮০,২৩৮.৮৫ অঙ্কে। নিফ্‌টি৩১২.৯৫ পয়েঃট পড়ে নেমে এসেছে ২৪,৮৬৫.৭০-এ। সপ্তাহের শুরুতে ডলারের সাপেক্ষে প।ছে টাকার দরও। প্রতি ডলারের দাম ৪২ পয়সা বেড়ে পৌঁছে গিয়েছে ৯১.৫০ টাকায়। আন্তর্জাতিক বাজারে অশোধিত তেলের দাম ব্যারেলে ৮০ ডলারের কাছে পৌঁছনো, ডলারের চাহিদা বৃদ্ধিই টেনে নামিয়েছে

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ কিছু নিয়ে আসবে। এই দিন আপনি আপনার ভিতরে শক্তিঃ এবং উৎসাহের একটি নতুন উৎস অনুভব করবেন। কাজের সময় এই দিন আপনি আপনার ধারণাগুলি স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার সুযোগ পাবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে।

বৃষঃ এই দিনটি বৃষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য ইতিবাচকতা এবং শক্তিঃতে পূর্ণ হবে। আপনার সম্পর্কের মধ্যে মধুরতা এবং প্রেমের অনুভূতি বৃদ্ধি পাবে। পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানো মনকে খুশি রাখবে।

মিথুনঃ কিছু মানসিক চাপ থাকা সত্ত্বেও স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আর্থিকভাবে, আপনি সবল থাকবে। গ্রহ এবং নক্ষত্রের উপকারী স্থানের কারণে আপনি আজ অর্থ উপার্জনের অসংখ্য সুযোগ পেয়ে যাবেন। আপনার অসংযত জীবনযাত্রা বাড়িতে উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে তাই দেরী করে রাত্রে বাড়ি ফেরা এবং অন্যদের উপর খুব বেশী খরচ এড়ানোর চেষ্টা করুন।

কর্কট রাশি ঃ আপনার অসাধারণ মেধা ক্ষমতার আপনার অক্ষমতাকে জয় করতে সাহায্য করবে। শুধুমাত্র ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমেই আপনি আপনার এই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। আর্থিক উন্নতি।

সিংহঃরাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত দিন। আপনি পূর্ণ শক্তি এবং উৎসাহের সঙ্গে জীবনের মুখোমুখি হবেন। আপনার ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে।

কন্যা ঃএই দিনটি কন্যা রাশির জাতক জাতিকারা জন্য একটি ব্যস্ত দিন হতে পারে। কাজের দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে, তবে আপনার কঠোর পরিশ্রম ফলপ্রসূ হবে। সংসারে শান্তি হবে।

তুলাঃ আপনার আবেগপ্রবণ স্বভাব আপনার স্বাস্থ্যে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। আর্থিকভাবে, আপনি সবল থাকবে। গ্রহ এবং নক্ষত্রের উপকারী স্থানের কারণে আপনি আজ অর্থ উপার্জনের অসংখ্য সুযোগ পেয়ে যাবেন।

বৃশ্চিকঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিন আপনার পথে অনেক নতুন সুযোগ এবং চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। আপনার কঠোর পরিশ্রম এবং নিষ্ঠা এই সময়ে নির্ণায়ক প্রমাণিত হবে।

ধনুঃআপনার দয়ালু স্বভাব আজ অনেক খুশির মুহূর্ত বয়ে আনবে। আপনি আজকে কার্ড ভাল খেললে কিছু অতিরিক্তঃ নগদ উপার্জন করতে পারেন। সন্তান হতে পারে।

মকরঃআপনার উচ্চ ক্ষমতা আজ সদ্ব্যবহারে লাগানোর চেষ্টা করুন। আজ শুধু বসে থাকার পরিবর্তে- কেন এমন কিছুতে নিযুক্ত হচ্ছেন না- যা আপনার উপার্জন ক্ষমতা উন্নত করবে। আজ আপনার উচিত অন্যদের প্রয়োজনের প্রতি মনোনিবেশ করা কিন্তু বাচ্চাদের প্রতি অতিরিক্ত উদারতা শুধুমাত্র ঝামেলার দিকে নিয়ে যাবে। ভালবাসার উচ্ছ্বাসে আপনার স্বপ্ন এবং বাস্তবতা আজ মিশে যাবে।

কুম্ভঃজাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি ইতিবাচকতা এবং নতুন সূচনার ইঙ্গিত দেয়। আপনার চারপাশের জগতে পরিবর্তন আনার ইচ্ছা হবে। আপনার ধারণা প্রকাশ করার এবং দীর্ঘদিন ধরে আপনি যে বিষয়গুলিতে কাজ করছেন সে সম্পর্কে সচেতন থাকার সময় এটি।

মীনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি অনুকূল হবে। আপনি নতুন সম্ভাবনায় পূর্ণ থাকবেন। আপনি আপনার আবেগগত এবং সৃজনশীল দিকগুলিতে মনোনিবেশ করবেন। বিবাহের যোগ হতে পারে। কাজের সুযোগ আসতে পারে আজ

আবহাওয়া

শীতের বিদায়ের পর গরম এখনও সেভাবে পড়েনি। আবহাওয়া মোটামুটি স্বস্তিদায়ক রয়েছে। তবে, এই স্বস্তি সাময়িকের। মার্চের শুরুতেই কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় চড়বে তাপমাত্রার পারদ। তাপমাত্রা বাড়বে উত্তরবঙ্গের জেলা গুলিতেও। সোমবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকই।আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী দু-এক দিনে রাজ্যে তাপমাত্রার হেরফের হবে না। তার পরের তিন দিন তাপমাত্রা বাড়বে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মোটামুটিভাবে মার্চের শুরু থেকেই ধীরে ধীরে বাড়বে তাপমাত্রা। আপাতত দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের সর্বত্রই শুষ্ক থাকবে আবহাওয়া। কোথাও বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯১শত করা এবং সর্বনিম্ন ৩৫ শতকরা হতেপারে। বৃষ্টিপাত হয়নি।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫৫মিনিট এবং ০৯ রাত ৫০টা । **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫০মিনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ০১মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৪০মিনিটে হতে পারে।

কলকাতা

কলকাতার খবর

বাংলা বিধানসভা ভোটের আগে নজিরবিহীন প্রস্তুতি, ৪৮০ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনা নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২ মার্চ ঃ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করতে বড় পদক্ষেপ নিল নির্বাচন কমিশন। ভোটের আগেই বাংলায় পৌঁছে গিয়েছে ২৪০ কোম্পানি কেঃদ্রীয় বাহিনী। ইতিমধ্যে বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে রুট মার্চ, যাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা সম্পর্কে আস্থা তৈরি করা যায়। নির্বাচন কমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ১০ মার্চ আরও ২৪০ কোম্পানি কেঃদ্রীয় বাহিনী রাজ্যে আসার কথা রয়েছে। সব মিলিয়ে মোট ৪৮০ কোম্পানি বাহিনী ভোটের আগে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে নিরাপত্তার দায়িত্ব সামলাবে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে অঞ্চলভিত্তিক গুরুত্ব দিয়ে বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। সবচেয়ে বেশি বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। বারুইপুর, ডায়মন্ড হারবার এবং সু ঃদরবন অঞ্চলে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে। মোট ৪৮০ কোম্পানির মধ্যে এই জেলায় ৩৩ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন থাকবে। এর পাশাপাশি মহানগর কলকাতাতেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্ত করতে দু'দফায় মোট ৩০ কোম্পানি বাহিনী রাখা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। রাজ্যে বাহিনী পাঠানোর বিষয়ে সম্প্রতি কেঃদ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে রাজ্যের মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিব এবং রাজ্য পুলিশের ডিজিপির কাছে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল। সেই চিঠিতে ভোটের আগে প্রাথমিকভাবে ৪৮০ কোম্পানি কেঃদ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের পরিকল্পনার কথা জানানো হয়। ইতিমধ্যে প্রথম দফার ২৪০

কোম্পানি বাহিনী রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছে এবং তাঁদের দিয়ে রুট মার্চও শুরু করা হয়েছে। আগামী দফার বাহিনী কোথায় কত সংখ্যায় মোতায়েন হবে, সেই তালিকাও প্রকাশ করেছে কমিশন। নতুন তালিকা অনুযায়ী, দার্জিলিংয়ে মোতায়েন হচ্ছে ৫ কোম্পানি বাহিনী। শিলিগু।ি পুলিশ জেলায় ২ কোম্পানি, কালিম্পংয়ে ১ কোম্পানি, কোচবিহারে ৬ কোম্পানিও, আলিপুরদুয়ারে ২ কোম্পানি, জলপাইগু।ি ৩ কোম্পানি, ইসলামপুর পুলিশ জেলায় ৪ কোম্পানি, রায়গঞ্জ পুলিশ জেলায় ৪ কোম্পানি, মালদহে ৬ কোম্পানি, মুর্শিদাবাদে ১২, জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় ৭ কোম্পানি, কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলায় ৭ কোম্পানি, রানাঘাট ৩ কোম্পানি, হাও।া ৩ কোম্পানি, হাও।া রুরাল ৩ কোম্পানি, হুগলি(রুরাল) ১০ কোম্পানি, চঃদননগর ৩ কোম্পানি, কলকাতায় মোতায়েন হবে ১৮ কোম্পানি, বারাসত পুলিশ জেলা ৫ কোম্পানি, বনগাঁ ২ কোম্পানি, বসিরহাট ১০ কোম্পানি, বারাকপুর ১০ কোম্পানি, বিধাননগর ১ কোম্পানি, বারুইপুর ৮ কোম্পানি, ডায়মন্ড হারবার ৫ কোম্পানি, সু ঃদরবন ৫ কোম্পানি, পূর্ব মেদিনীপুর ১৪ কোম্পানি, পূর্ব বর্ধমান ১৭ কোম্পানি, আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ জেলায় ১০ কোম্পানি, পশ্চিম মেদিনীপুর ১৩ কোম্পানি, ঝা।গ্রাম ৬ কোম্পানি, বাঁকু।া ৬ কোম্পানি, পুরুলিয়া ১৫ কোম্পানি এবং বীরভূমে ১৪ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন করা হবে। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, রাজ্যে শান্তিপূর্ণ ভোট নিশ্চিত করাই প্রধান লক্ষ্য। তাই ভোট ঘোষণা হওয়ার আগেই বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাহিনীকে শুধুমাত্র ক্যাম্পে বসিয়ে না রেখে বিভিন্ন এলাকায় টহল এবং জনসংযোগমূলক নিরাপত্তা কার্যক্রম চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ভোটের দিন ঘোষণা হতে পারে বলে জল্পনা চলছে। তার আগে নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করতে দফায় দফায় বৈঠক চালাচ্ছে কমিশন। বাংলার ভোটপর্ব যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, সেই লক্ষ্যেই এই বিশেষ প্রস্তুতি।

পাটনায় এমএমডি দফতর উদ্বোধন, নাবিক কল্যাণ নিয়ে বৈঠক শিপিং মন্ত্রকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ বন্দর, নৌপরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রকের অধীন ডিরেক্টরেট জেনারেল অব শিপিং (ডিজিএস) বৃহস্পতিবার পাটনায মারক্যান্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট (এমএমডি) দফতর এবং একটি ' আউটরিচ সেন্টার'-এর উদ্বোধন করেছে। পাশাপাশি কলকাতার নাবিক গৃহ সমিতি ও মেরিন ক্লাবের পুনর্গঠন কাজেরও সূচনা করা হযেছে।কলকাতার হোটেল রাজকুটির - আইএইচসিএল সিলেকশন্সে দিনভর ' রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার' শীর্ষক এক সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌপরিবহণ ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রকের সচিব, ডিরেক্টর জেনারেল অব শিপিং এবং অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল অব শিপিং-সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। আধিকারিকদের বক্তব্য, পাটনায় নতুন এমএমডি দফতর এবং আউটরিচ সেঃটার চালু হওয়ায় পূর্ব ভারতের নাবিকদের জন্য নিয়ন্ত্রক পরিষেবা ও কল্যাণমূলক সহায়তা আরও সহজলভ্য হবে। বিশেষত বিহার ও আশপাশের রাজ্যের নাবিকেরা সনদ সংক্রান্ত পরিষেবা, নথিপত্রের সহায়তা, অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক পরিষেবা পাবেন।সিম্পোজিয়ামে প্রায় ২০০ জন অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কর্মরত নাবিক, ক্যাডেট এবং সামুদ্রিক ক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা। উপস্থিত ছিলেন জাহাজমালিকদের সংগঠন, শিপ ম্যানেজার, আরপিএসএল সংস্থা, সামুদ্রিক শ্রমিক সংগঠন, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি আধিকারিকেরা। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল দুটি প্যানেল আলোচনা।প্রথম অধিবেশন, ' ক্যাজুযালটি রাইটস, রিলিফ অ্যান্ড রেসপনসিবিলিটি', সমুদ্রে মৃত্যু, নিখোঁজ হওয়া বা গুরুতর আহত হওয়ার মতো ঘটনাগুলির উপর কেন্দ্রীভূত ছিল। বক্তারা ক্ষতিপূরণের কাঠামো, বিমা সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কাছে দ্রুত আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় ছিল ' অ্যাব্যান্ডনমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার'। সেখানে বেতন সুরক্ষা, আর্থিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি মানা, প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া এবং আরও শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মত বিনিময় হয়।আধিকারিকদের মতে, এই সিম্পোজিয়ামের উদ্দেশ্য ছিল নিয়ন্ত্রক সংস্থা, শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধি, শ্রমিক সংগঠন, আইনি বিশেষজ্ঞ এবং কল্যাণমূলক সংগঠনগুলির মধ্যে আলোচনা বাড়ানো।নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামুদ্রিক ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হয়।

এসএসসি দুর্নীতি মামলায় ফের তলবের মুখে পার্থ-অর্পিতা, দোলের পর জিজ্ঞাসাবাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২ মার্চ ঃ রাজ্যের বহুচর্চিত এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় আবারও নতুন মোড়। এবার প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়-কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করতে চলেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সূত্রের খবর অনুযায়ী, দোল উসবের পর দু'জনকেই নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হতে পারে। প্রাথমিকভাবে আগামী ১৬ থেকে ১৮ মার্চের মধ্যে তাঁদের হাজির হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে বলে তদন্তকারী মহল থেকে ইঙ্গিত মিলেছে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় দীর্ঘ সময় ধরে তদন্ত চালাচ্ছে কেঃদ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এই মামলায় এক সময় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং অর্পিতা মুখোপাধ্যায়। পরে দীর্ঘদিন জেলবঃিদ থাকার পর দু'জনেই জামিনে মুক্তি পান। যদিও মামলা এখনো চলমান রয়েছে এবং তদন্তকারীরা নতুন করে তথ্য সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

জানা গিয়েছে, এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তের সময় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের নাম উঠে এসেছে। সেই সূত্র ধরেই তাঁদের আবার জিজ্ঞাসাবাদের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তদন্তকারীরা পৃথকভাবে দু'জনের বক্তব্য রেকর্ড করতে চাইছেন, যাতে তথ্যের সামঞ্জস্য যাচাই করা যায় এবং নতুন কোনো সূত্র পাওয়া যায় কিনা তা বোঝা সম্ভব হয়। এর আগে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের একাধিক ফ্ল্যাট থেকে বিপুল

পরিমাণ নগদ অর্থ উদ্ধার হওয়ার অভিযোগ উঠেছিল, যা সেই সময় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, ওই অর্থের উস এবং দুর্নীতির সঙ্গে সম্ভাব্য যোগসূত্র খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। অন্যদিকে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়েও বিভিন্ন তথ্য যাচাই করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। মামলার তদন্ত দীর্ঘদিন ধরেই চলছে এবং ইতিমধ্যে চার্জশিটও জমা প।ছে বলে সূত্রের খবর। কেঃদ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এই মামলায় নতুন তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে তদন্তকে আরও এগিয়ে নিতে চাইছে। আদালতের নির্দেশ এবং আইনি প্রক্রিয়া মেনে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে তদন্তকারী আধিকারিকরা জানিয়েছেন।

এদিকে রাজনৈতিক মহলেও এই খবর নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। বিরোধী শিবির এই তদন্তকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করলেও শাসক শিবিরের তরফে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে তদন্তের স্বার্থে আইন অনুযায়ী সব পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে কেঃদ্রীয় সংস্থা সূত্রে জানানো হয়েছে। দোল উসবের পর তলবের সম্ভাবনা থাকায় চলতি সপ্তাহে ক।া নিরাপত্তা ও প্রশাসনিক ব্যস্ততার মধ্যেই এই জিজ্ঞাসাবাদ প্রক্রিয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তদন্তকারীদের লক্ষ্য, এই মামলায় জ।তি অর্থনৈতিক লেনদেন এবং সম্ভাব্য যোগাযোগের নেটওয়ার্ক সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া। এখন নজর থাকবে আগামী দিনের তলবের নোটিশ এবং জিজ্ঞাসাবাদের পরবর্তী ধাপের দিকে।

পুরী স্টেশনে প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন কাজ, একাধিক ট্রেন বাতিল

কলকাতা, ২ মার্চ ঃ পূর্ব উপকূল রেল-এর অন্তর্গত পুরী রেল স্টেশনে-এ প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন কাজের জন্য একাধিক ট্রেনের চলাচলে পরিবর্তন আনা হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নির্দিষ্ট কয়েকটি তারিখে কিছু ট্রেন সম্পূর্ণভাবে বাতিল থাকবে এবং বেশ কয়েকটি ট্রেন আংশিক পথ পর্যন্ত চলবে (শর্ট টার্মিনেশনশর্ট অরিজিনেশন)।

নিচে বিস্তারিত তালিকা দেওয়া হল- সম্পূর্ণ বাতিল- ১) ০২৮৩৯ শালিমার-পুরী স্পেশাল

১৫.০৩.২০২৬, ২২.০৩.২০২৬, ২৯.০৩.২০২৬, ০৫.০৪.২০২৬, ১২.০৪.২০২৬, ১৯.০৪.২০২৬, ২৬.০৪.২০২৬, ০৩.০৫.২০২৬ ও ১০.০৫.২০২৬ তারিখে বাতিল থাকবে। ২) ০২৮৪০ পুরী-শালিমার স্পেশাল

১৬.০৩.২০২৬, ২৩.০৩.২০২৬, ৩০.০৩.২০২৬, ০৬.০৪.২০২৬, ১৩.০৪.২০২৬, ২০.০৪.২০২৬, ২৭.০৪.২০২৬, ০৪.০৫.২০২৬ ও ১১.০৫.২০২৬ তারিখে বাতিল থাকবে।৩) ০৮০১২ পুরী-ভঞ্জপুর স্পেশাল

১৫.০৩.২০২৬ থেকে ১৫.০৫.২০২৬-এর মধ্যে মোট ১৮টি নির্দিষ্ট তারিখে (১৫, ২০, ২২, ২৭, ২৯ মার্চ ৩, ৫, ১০, ১২, ১৭, ১৯, ২৪, ২৬ এপ্রিল ১, ৩, ৮, ১০ ও ১৫ মে) বাতিল থাকবে।৪) ০৮০১১ ভঞ্জপুর-পুরী স্পেশাল

১৪.০৩.২০২৬ থেকে ১৬.০৫.২০২৬-এর মধ্যে নির্দিষ্ট ১৯টি দিনে (১৪, ১৯, ২১, ২৬, ২৮ মার্চ ২, ৪, ৯, ১১, ১৬, ১৮, ২৩, ২৫, ৩০ এপ্রিল ২, ৭, ৯, ১৪ ও ১৬ মে) বাতিল থাকবে। আংশিক পথ পর্যন্ত চলাচল-১) ১৫৬৪৩ পুরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেস,১৪ মার্চ থেকে ১৬ মে পর্যন্ত নির্দিষ্ট তারিখে যাত্রা শুরু করা ট্রেনগুলি সাক্ষী গোপাল রেল স্টেশন থেকে ছাড়বে (শর্ট অরিজিনেশন)। ২) ১৫৬৪৪ কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেস

১৯ মার্চ থেকে ১৪ মে পর্যন্ত নির্দিষ্ট দিনে ট্রেনটি সাখী গোপাল পর্যন্ত এসে শেষ হবে (শর্ট টার্মিনেশন)। ৩) ২২২০১ শিয়ালদহ-পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস-১৬ মার্চ থেকে ১৫ মে ২০২৬ পর্যন্ত নির্দিষ্ট ২৭টি দিনে ট্রেনটি সাক্ষী গোপাল পর্যন্ত চলবে। ৪) ২২২০২ পুরী-শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস-১৭ মার্চ থেকে ১৪ মে ২০২৬ পর্যন্ত নির্দিষ্ট দিনে সাখী গোপাল থেকে যাত্রা শুরু করবে।৫) ১৫৬৪০ কামাখ্যা-পুরী এক্সপ্রেস-১৫ মার্চ থেকে ১০ মে পর্যন্ত নির্দিষ্ট দিনে ট্রেনটি বীরপুরুষত্তমপুর পর্যন্ত চলবে। ৬) ১৫৬৩৯ পুরী-কামাখ্যা এক্সপ্রেস-১৭ মার্চ থেকে ১২ মে পর্যন্ত নির্দিষ্ট দিনে বির পুরুষোত্তমপুর থেকে যাত্রা শুরু করবে।

বিজ্ঞান চর্চায় নারীর ভূমিকা

কলকাতাঃ বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপন করল কলকাতা নিবেদিতা শক্তি (কে.এন.এস.) এর সহযোগিতায়। ২০২৬ এ বিজ্ঞান দিবসের ভাবনা ছিল উইমেন ইন সায়েন্সঃ ক্যাটালাইসিং বিক্সিত ভারত অর্থা ভারতে নারীঃ বিকশিত ভারতের অনুঘটক , যা জাতি গঠন ও টেকসই উন্নয়নে নারী বিজ্ঞানীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানকে বিশেষভাবে তুলে ধরে। দিনের সূচনা হয় আশেপাশের সাতটি বিদ্যালয়ের নবম ও একাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের আগমন ও নিবন্ধনের মাধ্যমে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ ড. ভাস্কর মহানায়ক কে.এন.এস. এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও জাতীয় সহ-সভাপতি ড. রীতা ভট্টাচার্য আই.কিউ.এ.সি সমন্বয়ক ড. অরবিন্দ পান টিচার কাউন্সিলের সম্পাদক ড. অমল কুমার পাত্র। সমগ্র অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা ও সমন্বয়ের দায়িত্বে ছিলেন ড. মালবিকা ভট্টাচার্য।অনুষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য আকর্ষণ ছিল মিট দ্যা সায়েন্টিস্ট শীর্ষক ইন্টায়াক্টিভ পর্ব। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন ড. রীতা ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা শম্পা দাস (সভানেত্রী, কে.এন.এস আই.এন.এস.এ অনারারি সায়েন্টিস্ট অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বোস ইনস্টিটিউট), ড. রাখী রায় এবং ড. পৃথা ভট্টাচার্য (পরিবেশ বিজ্ঞানী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিবেকানন্দ কলেজের প্রাক্তনী)। তাঁরা জাতীয়

বিজ্ঞান দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন, বিশিষ্ট নারী বিজ্ঞানীদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং উন্নত ভারত গঠনে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভূমিকা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা কলেজের চৌদ্দটি বিজ্ঞান বিভাগ পরিদর্শন করে। বিভাগীয় ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মডেল, পরীক্ষাগার যন্ত্রপাতি এবং গবেষণা ভিত্তিক প্রদর্শন উপস্থাপন করে। এই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা স্কুলের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক কৌতূহল ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে।এছাড়াও, জাতিসংঘের ১৭ টি টেকসই উন্নযন লক্ষ্যমাত্রা -কে কেন্দ্র করে একটি আন্ত ঃ বিভাগীয় পোস্টার ও মডেল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অংশগ্রহণকারী বিদ্যালয়গুলির মধ্যে ছিল বড়িশা পূর্বপাড়া হাই স্কুল, বড়িশা বিবেকানন্দ গার্লস হাই স্কুল, বড়িশা জনকল্যাণ বিদ্যাপীঠ ফর গার্লস , বড়িশা বিবেকানন্দ হাই স্কুল, ব্রতচারী বিদ্যাশ্রম , সেন্ট অ্যান্ড্রুজ হাই স্কুল এবং গৌরনগর হাই স্কুল।দিনব্যাপী এই উদযাপন বৈজ্ঞানিক সচেতনতা বৃদ্ধি, বিজ্ঞানে নারীর নেতৃত্বকে সম্মান জানানো এবং কলেজ ও পার্শ্ববর্তী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একাডেমিক সংযোগ আরও সুদৃঢ় করতে সফল হয়েছে। সারা দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সমাপ্তি হয় বিবেকানন্দ সভা ঘরে কুইজ প্রতিযোগিতা ও সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনা , দমদমসহ একাধিক বিমানবন্দরে উড়ান বাতিল

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২ মার্চ ঃ আমেরিকা-ইরান সংঘাতের উত্তেজনা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে পশ্চিম এশিয়ার আকাশসীমায়। সাম্প্রতিক সামরিক পরিস্থিতির জেরে আন্তর্জাতিক বিমান

চলাচলেও বড়সড় প্রভাব পড়েছে। বিশেষ করে কলকাতার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবঃদর সহ দেশের একাধিক বিমানবঃদরে বিমান পরিষেবা ব্যাহত হয়েছে। সোমবারও দমদম বিমানবন্দর থেকে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন গন্তব্যের মোট ২০টি উড়ান বাতিল করা হয়েছে বলে বিমানবন্দর সূত্রে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতির অনিশ্চয়তার কারণে যাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। জানা গিয়েছে, পাঁচটি আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার উড়ান বাতিল হয়েছে এই পরিস্থিতিতে। এর মধ্যে রয়েছে এমিরেট্সের আটটি, কাতার এয়ারওয়েজের চারটি, ইতিহাদ এয়ারওয়েজের চারটি, এয়ার আরাবিয়ার দু'টি এবং ফ্লাই দুবাইয়ের দু'টি বিমান। আসা-যাওয়া মিলিয়ে মোট ২০টি আন্তর্জাতিক উড়ান বাতিল হওয়ায় দুবাই, দোহা ও আবু ধাবিগামী যাত্রীরা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় প।ছেন। পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি দীর্ঘদিন ধরেই আন্তর্জাতিক বিমান পরিবহণের গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিট হাব হিসেবে পরিচিত। ইউরোপ এবং আমেরিকাগামী বহু যাত্রী এই অঞ্চলের বিমানবন্দরগুলি ব্যবহার করে থাকেন। বিশেষ করে দুবাই, দোহা এবং আবু ধাবির মতো শহরের বিমানবঃদরগুলি বিশ্বব্যাপী বিমান যোগাযোগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। ভারতের বিভিন্ন শহর, বিশেষ করে কলকাতা, দিল্লি, বেঙ্গালুরু ও চেন্নাই থেকে নিয়মিত এই অঞ্চলগুলিতে সরাসরি বা সংযোগকারী বিমান চলাচল করে। তবে সাম্প্রতিক সামরিক উত্তেজনার কারণে আকাশপথের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সূত্রের খবর, দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবঃদর সহ পশ্চিম এশিয়ার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিমানবঃদরে পরিষেবা সাময়িকভাবে সীমিত করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত বিমান সংস্থাগুলি উড়ান পরিচালনায় সতর্কতা অবলম্বন করছে। ফলে ভারত থেকে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করতে ইচ্ছুক যাত্রীরা চরম সমস্যার মধ্যে প।ছেন। অন্যদিকে, পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কর্মরত ভারতীয় নাগরিকরাও উদ্বেগে রয়েছেন। অনেকেই ভিসা সংক্রান্ত জটিলতা এবং যাতায়াত সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। বিদেশে আটকে থাকা ভারতীয়দের নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়েছে। দিল্লিতে অনুষ্ঠিত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নরে ঃদ্র মোদী। ক্যাবিনেট কমিটি অন সিকিউরিটি বৈঠকে বিদেশে আটকে থাকা নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভারত সরকার জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ভারতে থাকা বিদেশি নাগরিকদেরও আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধি বা আপাতত ভারতে থাকার প্রয়োজন হলে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেওয়া হবে। ভারতের বিদেশমন্ত্রক পরিস্থিতি সামাল দিতে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবার ভবিষ্য নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। বিমান সংস্থাগুলি যাত্রী নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে উড়ান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, পশ্চিম এশিয়ার সামরিক উত্তেজনা দীর্ঘস্থায়ী হলে বৈশ্বিক বিমান পরিবহণ ব্যবস্থায় আরও প্রভাব প।তে পারে।

নবনির্মিত মেট্রো স্টেশনে চাঙড় খসে পড়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য, নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২ মার্চ ঃ আবারও সমস্যার মুখে কলকাতা মেট্রো পরিষেবা। এবার নবনির্মিত মেট্রো স্টেশন এলাকাতেও চাঙড় খসে পড়ার ঘটনা সামনে এল। সোমবার সকালে কলকাতার সেঃট্রাল পার্ক মেট্রো স্টেশন এলাকার বাইরে থেকে চাঙড় ভেঙে রাস্তার উপর পড়ে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে স্থানীয় বাসিন্দা ও যাত্রীমহলে। যদিও এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

সূত্রের খবর অনুযায়ী, সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। সেই সময় স্টেশনের উপর দিয়ে গ্রিন লাইনের আপ ও ডাউন মেট্রো চলাচল করছিল। নিচের রাস্তা দিয়ে যানবাহনও চলছিল। হঠা করেই স্টেশনের নীচের অংশ থেকে চাঙড় খসে পড়ে। বিষয়টি নজরে আসার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ দ্রুত ওই এলাকা ঘিরে ফেলে এবং যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে মেট্রো কর্তৃপক্ষের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার সহ প্রকৌশলী দল ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। কী কারণে এই চাঙড় খসে পড়ার ঘটনা ঘটল, তা জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে নির্মাণগত কোনও ত্রুটি রয়েছে কিনা বা কাঠামোগত ক্ষয় হয়েছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে কিছুটা আতঙ্ক তৈরি হয়েছে, কারণ আগেও মেট্রো স্টেশনের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। বিশেষ করে গত বছরের একটি ঘটনার কথা অনেকের মনে ফিরে এসেছে, যখন ব্লু লাইনের কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনে পিলারে ফাটল দেখা গিয়েছিল। সেই সময় স্টেশনের চারটি পিলারে বড় ধরনের ফাটলের চিহ্ন পাওয়া যায়। পরবর্তীতে নিরাপত্তার স্বার্থে পুরো স্টেশনটি বন্ধ করে সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়। ওই স্টেশনটি প্রায় ২১টি পিলারের উপর নির্মিত এবং কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ পর্যবেক্ষণ চালানো হয়। বর্তমান ঘটনায় যদিও মেট্রো কর্তৃপক্ষ পরিষেবায় কোনও প্রভাব পড়বে না বলে আশ্বাস দিয়েছে। আধিকারিকরা জানিয়েছেন, গ্রিন লাইনের ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক থাকবে। যাত্রীদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই বলেও জানানো হয়েছে। তবে ঘটনাস্থলে ইঞ্জিনিয়ারদের দিয়ে পরিদর্শন চালানো হচ্ছে এবং দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে। সোমবার বিকেল থেকেই ওই অংশে সংস্কারের কাজ শুরু হতে পারে। দ্রুত সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষ টিম কাজ করছে। নবনির্মিত স্টেশনে এমন ঘটনা ঘটায় নির্মাণের গুণমান এবং পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যাত্রী সুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গণপরিবহণ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে মেট্রো পরিষেবার উপর নির্ভর করেন বহু মানুষ। তাই এই ধরনের ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবি উঠেছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

বে আইনি ভাবে দেশি মদ বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার এক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২ মার্চঃ দোলের আগে বড়সড়সাফল্য পেল পুলিশ।এবার বেআইনি ভাবে দেশি মদ বিক্রির অভিযোগে গ্রেপ্তার এক জয়নগরে।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়নগর থানার আই সি সুব্রত মালাকারের নির্দেশে জয়নগর থানার পুলিশের বিশেষ টিম রবিবার রাতে জয়নগর থানার গোয়ালবেড়িয়া থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃতের নাম শ্যামল হালদার (৫৩),বাড়ি জয়নগর থানার গোয়ালবেড়িয়া এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে ৩০ বোতল দেশী মদের বোতল বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতকে সোমবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়।

ইডেনে ম্যাচের টিকিট কালোবাজারি চক্রের পর্দাফাঁস, গ্রেফতার ৩, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ২ মার্চ ঃ কলকাতার ইডেনে অনুষ্ঠিত ভারত বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচ ঘিরে টিকিট কালোবাজারির অভিযোগে বড়সড় পদক্ষেপ নিল পুলিশ। বিশ্বকাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ এবং ভারতীয় দলের খেলা থাকায় এই ম্যাচ নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে একটি চক্র চ।া দামে টিকিট বিক্রির অভিযোগ উঠেছিল, যার ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম মায়াঙ্ক ধমনিয়া (৩১), আশিস বাগ (৫৮) এবং বিকাশ শেঠ (৩৫)। অভিযোগ, তাঁরা ইডেন গার্ডেন্সে অনুষ্ঠিত ম্যাচের টিকিট নির্ধারিত দামের থেকে বেশি দামে বিক্রি করছিলেন। তাঁদের কাছ থেকে মোট পাঁচটি ম্যাচের টিকিট উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতদের মযদান থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে এবং সোমবার তাঁদের আদালতে পেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ম্যাচের আগে আরও একজন অভিযুক্তকে পুলিশ হাতেনাতে আটক করেছিল।

গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে হাও।ার শিবপুরের মঃদরতলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে ধরা হয়। তাঁর কাছ থেকে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের ছয়টি ম্যাচের টিকিট উদ্ধার করা হয়েছিল। বর্তমানে তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, কত সংখ্যক টিকিট তিনি বাজারে বিক্রি করেছেন এবং এর পিছনে কোনও বৃহ চক্র জ।তি আছে কিনা। ক্রিকেট ম্যাচের টিকিট নিয়ে কালোবাজারি নতুন কোনও ঘটনা নয়। তবে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ম্যাচের ক্ষেত্রে এই ধরনের অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশ বিশেষ নজর দিচ্ছে। ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে যাতে অসন্তোষ তৈরি না হয় এবং সুষ্ঠুভাবে দর্শকরা মাঠে প্রবেশ করতে পারেন, সেই লক্ষ্যে প্রশাসন কঠোর নজরদারি চালাচ্ছে। তদন্তকারী আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হচ্ছে। টিকিট কালোবাজারির সঙ্গে আরও কেউ জড়িত আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শহরে খেলাধুলার পরিবেশ সুষ্ঠু রাখতে ভবিষ্যতে আরও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে।

স্থানঃ কলকাতা তারিখঃ ২৮.০২.২০২৬। অনুমোদিত কর্মকর্তা- ইউনিটি স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেডের জন্য

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৯১ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৮ ফাল্গুন ১৪৩২

বসন্তের রঙ ও প্রেমের পরম্পর, দোল-হোলি উৎসবের ভৌগোলিক ও ভাবগাম্ভীর্য

তন্ময় মুখার্জী

ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণস্পন্দন হলো বসন্তকালীন দোল বা হোলি উৎসব। এই উৎসব শুধু রঙের খেলা বা আনন্দ-আনন্দের মিলন ঘটায় না, বরং এর গভীরে রয়েছে বহুস্তরীয় পৌরাণিক বিশ্বাস, ভক্তিসংগীত, আধ্যাত্মিক অনুভূতি এবং সমাজজীবনের ঐক্যবোধ। হোলি বা দোল যদিও প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে বিদ্যমান, তার ভৌগোলিক বিস্তার ও উৎসবের ভাবধারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। বিশেষ করে উত্তর ও পূর্ব ভারতের দোল-হোলি পালনের ঐতিহ্য বেশ গভীরভাবে বৈষ্ণবীয় বিশ্বাস ও রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথার সাথে জড়িত, যা ধর্মীয় ভাবধারাকে জীবন্ত করে তোলে। প্রাচীনকাল থেকেই বসন্তের আগমনীদিনে পূর্ণিমার ওই বিশেষ সময়ে রঙ, গান, নৃত্য ও মিলন-মিলাপের মাধ্যমেই এই উৎসব পালিত হয়েছে। হোলি উৎসবের অন্যতম প্রচলিত পৌরাণিক গল্প হলো ভগবান কৃষ্ণ ও রাধার প্রেমের চিরন্তন ঐশ্বরিক কাহিনি। গল্পের মতে, কৃষ্ণ যখন ছোট ছিলেন, তখন তিনি রাধার সান্নিধ্যে আনন্দ-উল্লাস করতে রঙের খেলা করতেন এবং সেই আনন্দের রঙই পরবর্তীকালে দোল-হোলি উৎসবে রূপান্তরিত হয়। ওরফে কৃষ্ণ ও রাধা যখন একে অপরের মুখে রঙ মাখাতেন, তখনই রঙের উৎসবের ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়। এই দোল-হোলি উৎসবের ভৌগোলিক পরিসর অত্যন্ত বিস্তৃত। উত্তর ও পূর্ব ভারতের মতো বাংলায় দোল-হোলি উৎসব বিশেষ বৈষ্ণবীয় রঙে রাঙা। বাংলায় দোলযাত্রা উৎসবের সময় ভগবান রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকেন্দ্রিক উপস্থিতি বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়। এই উৎসবের সূচনা ঘটে দোলের আগের দিন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, যেখানে অশুভ শক্তির বিনাশের উদ্দেশ্যে আগুন জ্বালানো হয়। পরের দিন দোলের দিনে রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহে রঙ ও আবির মাখিয়ে উৎসবের মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা, অসম ও ওড়িশার মতো পূর্ব ভারতীয় অঞ্চলে দোল-হোলি উৎসবের পেছনের ভাব ও আচার যেন আরও প্রাচীন এবং সম্প্রদায়ভিত্তিক। বাংলায় বসন্ত উৎসব বা দোলযাত্রা কেবল রঙ খেলার আনন্দ নয়, বরং এক সামাজিক ঐক্য, ভক্তি ও সংস্কৃতির মিলনও বটে। এই অঞ্চলে দোল উৎসবের সঙ্গে ভগবান রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকেন্দ্রিক আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধারার সম্পর্ক বহু পুরোনো। অনেকের মতে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শ ও ভক্তিবাদের জাগরণও দোল উৎসবকে একটি সার্বজনীন বৈষ্ণব ভাবধারায় পরিণত করতে সাহায্য করেছে। বাংলার নবদ্বীপ ও মায়াপুরে দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে বিশেষ ভক্তিসম্মিলিত অনুষ্ঠান হয় এবং এটি চৈতন্য দার্শনিক বিশ্বাস ও কৃষ্ণভক্তির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। ভারতের উত্তরাঞ্চলে, বিশেষ করে বৃন্দাবন, নন্দগাঁও, বারসানা অঞ্চলে দোল-হোলি উৎসব আরও আলাদা রূপে ধরা দেয়। এখানে রাধা-কৃষ্ণের ঐশ্বরিক লীলা ও বনভূমির রসায়নে রঙের খেলাগুলো ধারাবাহিক আনন্দের রূপ পায়। বারসানার লাঠমার হোলি যেমন রাধা-কৃষ্ণের খেলাধুলার স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে পুরুষ ও নারীর মধ্যকার রসাত্মক খেলা ও রীতিনীতির মিলন ঘটায়। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের মতো অঞ্চলে যদিও হোলি বা দোলের রঙ-আনন্দ পালিত হয়, তবুও সেখানে উৎসবটি কখনও কখনও শৈব বা শাক্ত ধারার আচার ও পৌরাণিক গল্পের সঙ্গে বেশি জড়িয়ে থাকে। যেমন অনেক দক্ষিণ ভারতীয় অঞ্চলে হোলির সংশ্লিষ্ট গল্পটি ভগবান শিব ও পার্বতীর মিথ বা কামদেবের ধ্যান ভঙ্গ ও পুনর্জীবনের কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত। এমন পাইকারি পৌরাণিকতা দক্ষিণ ভারতের উৎসব উদযাপনে ভিন্ন রূপ দেয়। উত্তর ও পূর্ব ভারতের মতো রাধা-কৃষ্ণের প্রেমকথা এখানে প্রধান কেন্দ্র নয় বরং শক্তি-ভাব, কামদেব ও শিব-পূজা ইত্যাদি স্থানীয় আচারগুলোও মিলিত হয়ে উৎসবকে অন্যরকম রূপ দেয়। ভারতের দোল-হোলি উৎসবের ইতিহাস পুরাতন। বহু বছর আগে থেকেই বসন্তকালে এই উৎসব পালিত হয়েছে এবং কালের বিবর্তনে এর অর্থ ও রূপ কিছুটা বদলেছে। প্রাচীনকালেও এই উৎসবটি বিশেষ করে নারীদের মধ্যেও ঘরোয়া ও সামাজিক বিশেষ আচার হিসেবে উপলক্ষিত হতো। বোনেরা পারিবারিক সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় পূর্ণিমার রাতে আগুন জ্বালিয়ে সে অশুভ শক্তিকে বিদায় জানাতে দোল উৎসবকে বরণ করতেন। দোল-হোলি উৎসব শুধু আনন্দ ও রঙের খেলা নয়, বরং একটি সামাজিক পুনর্মিলনের ক্ষেত্রও বটে। লোকেরা একে অপরের মুখে রঙ মাখিয়ে পুরনো অভিমান, বৈরিতা ভুলে যান, ভাতৃদ্বেষ, সামাজিক বিভেদ দূর করে সমতা ও মিলনের প্রতীক হিসেবে এটি উপলক্ষ করেন। বসন্তের আগমন ও অশুভ শক্তির বিনাশের এই ভাববাদই দোল-হোলি উৎসবকে শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান থেকে সমাজজীবনের অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলা, অসম ও ওড়িশার মতো পূর্ব ভারতীয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলোতে দোল-হোলির প্রচলন কেবল পৌরাণিক রূপেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি এক জীবন্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এখানে উৎসবটি নিজস্ব লোকসংগীত, নৃত্য, রঙের খেলা ও ভক্তিসংগীতের মাধ্যমে সমাজে আনন্দ ও সমর্থন সৃষ্টি করে। দোল পূর্ণিমার দিন বহু অঞ্চলে রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহে রঙ মাখিয়ে পালন করা হয়, যা প্রেম-ভোর ভক্তি ও একে অপরের মিলনের প্রতীক। এইভাবে দেখা যায়, ভারতের দোল-হোলি উৎসবের ভৌগোলিক পরিসর ও এর ভাব-ধারার ভিত্তি প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয় মনোভাব এবং ভক্তিমূলক বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উত্তর ও পূর্ব ভারতের মতো অঞ্চলগুলোতে এই উৎসব রাধা-কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব ভাবধারায় গভীরভাবে নাকচিহ্নিত, যেখানে প্রেম, মিলন, বাগ্মিতা ও বসন্তের রঙের মেলবন্ধন অনুভূত হয়। ফলে দোল-হোলির আনন্দ কেবল রঙের খেলা নয় এটি মানুষের অন্তরের মিলন, দোষ-দূরীকরণ ও সমাজজীবনের মিলনের এক পূর্ণাঙ্গ প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। দোল উৎসবের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামাজিক ঐক্য। রঙের উৎসব মানুষকে পার্থক্যের ঊর্ধ্বে তুলে আনে। সমাজে যখন বিভাজনের প্রবণতা বাড়ে, তখন উৎসব মানুষকে একত্রিত করার ভূমিকা পালন করে। ঐতিহ্যবাহী সংগীত, নৃত্য এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। ভারতীয় সংস্কৃতিতে প্রকৃতি ও ধর্মের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। বসন্ত ঋতু নতুন জীবনের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। গাছপালা নতুন পাতা ধারণ করে, ফুল ফোটে এবং প্রকৃতি যেন নতুনভাবে জেগে ওঠে। এই পরিবর্তন মানুষের মনেও আশার সঞ্চার করে। দোল উৎসব সেই প্রকৃতির পরিবর্তনের আনন্দ উদযাপন করে। তবে আধুনিক সময়ে দোল উৎসবের চরিত্র কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। রাসায়নিক রঙের ব্যবহার, পরিবেশ দূষণ এবং সামাজিক নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলি এখন আলোচনায় আসছে। বিশেষজ্ঞরা প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহারের উপর জোর দিচ্ছেন। কারণ উৎসবের আনন্দ যেন পরিবেশের ক্ষতি না করে। শহরায়নের প্রভাবে উৎসবের গ্রামীণ চরিত্র অনেক সময় বদলে যাচ্ছে। বড় শহরগুলোতে উৎসব এখন সামাজিক অনুষ্ঠান এবং সাংস্কৃতিক প্রদর্শনীর রূপ নিচ্ছে। তরুণ প্রজন্ম নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছে। সামাজিক মাধ্যম উৎসব সংস্কৃতিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।

দড়ির উপর দিল্লি

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের শিঙা ফুঁকে ইজরায়েল, ইরান এবং আমেরিকা যে নতুন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে, তা কেবল আঞ্চলিক সংঘর্ষের সীমায় আটকে নেই বরং তা বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতির অক্ষকেই নাড়িয়ে দিয়েছে। এই সংঘাতের অভিঘাত সরাসরি এসে পড়ছে ভারতের দরজায়। নয়াদিল্লির কূটনৈতিক অবস্থান আজ যেন দড়ির উপর দিয়ে হাঁটা এক শিল্পীর মতো-এক পা এদিক-ওদিক হলেই ভারসাম্য হারানোর আশঙ্কা। কারণ এই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে ভারতের এমন তিন 'রাষ্ট্র, যাদের সঙ্গে দিল্লির সম্পর্ক কেবল কৌশলগত নয়, অর্থনৈতিক ও জ্বালানি নিরাপত্তার দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারত ঐতিহ্যগত ভাবে 'স্বায়ত্তশাসন'-এর নীতি অনুসরণ করে এসেছে। শীতল যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ আন্দোলনের উত্তরাধিকার থেকে শুরু করে আজকের বহুমুখী কূটনীতির যুগে, দিল্লি চেষ্টা করেছে কোনও একটি শক্তি-শিবিরে পুরোপুরি নিজেকে বেঁধে না ফেলতে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি সেই নীতির সামনে কঠিন পরীক্ষার মুহূর্ত এনে দিয়েছে। ইজরায়েল ভারতের প্রতিরক্ষা সহযোগিতার অন্যতম প্রধান অংশীদার ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা, নজরদারি প্রযুক্তি-বহু ক্ষেত্রে দিল্লি তেল আভিভের উপর নির্ভরশীল। আবার ইরান ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, পাশাপাশি চাবাহার বন্দর প্রকল্পের মাধ্যমে মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তানে পৌঁছনোর কৌশলগত দরজা। আর আমেরিকা আজ ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্য অংশীদারদের অন্যতম এবং ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলে এক প্রধান সহযোগী শক্তি। এই তিন দেশের মধ্যে সরাসরি বা পরোক্ষ সংঘর্ষ মানে দিল্লির জন্য এক বহুমাত্রিক সংকট। যুদ্ধের প্রতিটি পর্বে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামের ওঠানামা ভারতের অর্থনীতিকে নাড়িয়ে দেয়। ভারত তার প্রায় ৮৫ শতাংশ অপরিশোধিত তেল আমদানি করে, যার বড় অংশ আসে পশ্চিম এশিয়া থেকে। যদি ইরান-ইজরায়েল সংঘর্ষ আরও তীব্র হয় এবং হরমুজ প্রণালীতে অস্থিরতা দেখা দেয়, তবে জ্বালানি সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তেলের দাম বাড়লে সরাসরি প্রভাব পড়বে মূল্যবৃদ্ধিতে, চলতি হিসাবের ঘাটতিতে এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায়। এই বাস্তবতা ভারতের কূটনৈতিক পদক্ষেপকে আরও সতর্ক ও পরিমিত করে তুলছে। কিন্তু অর্থনীতির বাইরে রয়েছে প্রবাসী ভারতীয়দের প্রশ্ন। উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রায় এক কোটির বেশি ভারতীয় কর্মরত। তাঁদের সুরক্ষা, উপার্জন এবং দেশে পাঠানো রেমিট্যান্স ভারতের অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যদি সংঘাত বিস্তৃত আকার নেয়, তবে তাঁদের নিরাপত্তা ও প্রত্যাবর্তনের প্রশ্ন সামনে আসবে। অতীত অভিজ্ঞতা বলছে, ইয়েমেন বা কুয়েত সংকটের সময় যেমন দ্রুত উদ্ধার অভিযান চালাতে হয়েছিল, তেমন পরিস্থিতি আবার তৈরি হলে দিল্লিকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই মানবিক ও অর্থনৈতিক দায় একসঙ্গে কূটনৈতিক সমীকরণকে জটিল করে তোলে। এমন পরিস্থিতিতে ভারতের অবস্থান কী হওয়া উচিত? একদিকে ইজরায়েলের সঙ্গে গভীর প্রতিরক্ষা সহযোগিতা, অন্যদিকে ইরানের সঙ্গে ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ও কৌশলগত প্রকল্প, আর তৃতীয়দিকে আমেরিকার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতা-এই ত্রিভুজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ নয়। তবু ভারতের কূটনৈতিক ঐতিহ্য বলছে, সরাসরি কোনও পক্ষ না নিয়ে সংলাপ ও শান্তির পক্ষে সওয়াল করাই দিল্লির স্বার্থরক্ষার পথ। প্রকাশ্যে নিরপেক্ষতা বজায় রেখে নেপথ্যে সক্রিয় কূটনৈতিক যোগাযোগ-সম্ভবত এটাই হতে পারে কার্যকর কৌশল। ভারতের সামনে আরেকটি সূক্ষ্ম প্রশ্ন হলো আন্তর্জাতিক মঞ্চে তার ভাবমূর্তি। উদীয়মান শক্তি হিসেবে দিল্লি এখন কেবল আঞ্চলিক খেলোয়াড় নয় বরং বৈশ্বিক পরিসরে এক দায়িত্বশীল অংশীদার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। জি-২০ সভাপতিত্বের সময় ভারত 'পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ'-এর মতো স্লোগান তুলে ধরেছিল। সেই দর্শনের আলোকে পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতে শান্তিপূর্ণ সমাধানের পক্ষে জোরালো ভূমিকা নেওয়া ভারতের নৈতিক অবস্থানকে মজবুত করতে পারে। কিন্তু সেই অবস্থান যেন বাস্তব স্বার্থের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়, সেদিকেও নজর রাখতে হবে। এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো চাপের রাজনীতি। আমেরিকা যদি ইরানের বিরুদ্ধে আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে বা ইজরায়েলের পক্ষে প্রকাশ্য সমর্থন চায়, তবে দিল্লির উপরও চাপ আসতে পারে। অতীতে ইরান থেকে তেল আমদানি বন্ধের প্রশ্নে ভারতকে আমেরিকার নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হয়েছিল। আবার ইজরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোর সময়ও পশ্চিম এশিয়ার আরব বিশ্বের সংবেদনশীলতা বিবেচনায় রাখতে হয়েছে। ফলে প্রতিটি পদক্ষেপ হবে সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশের ফল। কূটনীতির পাশাপাশি প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিও গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতা ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও প্রভাব ফেলতে পারে। সমুদ্রপথে বাণিজ্য সুরক্ষা, জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় ভারতের নৌবাহিনীর ভূমিকা বাড়তে পারে। একই সঙ্গে সন্ত্রাসবাদের ঝুঁকিও অস্বীকার করা যায় না, কারণ পশ্চিম এশিয়ার সংঘর্ষ বহু সময় চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলিকে উসকে দেয়। সুতরাং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা নজরদারিও জোরদার রাখা প্রয়োজন। তবে সংকটের মধ্যেও সুযোগ থাকে। যদি ভারত সফলভাবে এই জটিল পরিস্থিতিতে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারে, তবে তার কূটনৈতিক সক্ষমতা আরও সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। বহুমুখী সম্পর্ক বজায় রেখে সংঘাত-পরবর্তী পুনর্গঠনে ভূমিকা নেওয়া, মানবিক সহায়তা প্রদান, এমনকি মধ্যস্থতার ক্ষেত্রেও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার সুযোগ তৈরি হতে পারে।

অনুকুল ঠাকুরের বাণী

অনুকুল ঠাকুর-এর বাণী মানুষের আত্মশুদ্ধি, দায়িত্ববোধ এবং নৈতিক জীবনের ওপর গভীর গুরুত্ব আরোপ করে। তিনি মানুষের ভুলকে অস্বীকার না করে বরং তা স্বীকার করে সংশোধনের পথ দেখিয়েছেন। উপরের বাণীতে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, তোমার ভুলের জন্য তুমিই দায়ী, অন্য নয়। এই কথার মধ্যে আত্মসমালোচনার এক কঠিন কিন্তু প্রয়োজনীয় সত্য লুকিয়ে আছে। মানুষ অনেক সময় নিজের ব্যর্থতা বা ভুলের দায় অন্যের ওপর চাপাতে চায়। কিন্তু তাঁর দর্শন অনুযায়ী, প্রকৃত উন্নতি শুরু হয় তখনই, যখন ব্যক্তি নিজের ভুলকে নিজের বলে মেনে নেয়। এই বাণীতে আরও বলা হয়েছে, তোমার ভুল যেন অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে, যদি করে থাকে, তাহলে পরিপূরণ কর। এখানে শুধু আত্মদায়িত্ব নয়, সামাজিক দায়বদ্ধতার কথাও উঠে এসেছে। মানুষের কাজকর্ম কখনও একা তার নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না তার প্রভাব পরিবার, সমাজ ও বৃহত্তর পরিবেশের ওপর পড়ে। তাই ভুল হয়ে গেলে তা ঢাকার চেষ্টা না করে, সংশোধন ও ক্ষতিপূরণের মানসিকতা গড়ে তোলাই শ্রেয়। এই মনোভাবই একজন মানুষকে নৈতিকভাবে পরিপক্ক করে তোলে। বাণীর শেষাংশে সতর্কবার্তা রয়েছে-নইলে স্বভাবের অভিশাপ তোমাকে রেহাই দেবে না নিশ্চয়ই। এখানে 'অভিশাপ' বলতে বোঝানো হয়েছে সেই খারাপ প্রবণতা, যা বারবার একই ভুল করায়। যদি কেউ নিজের দোষ স্বীকার না করে, সংশোধনের চেষ্টা না করে, তবে সেই দোষ তার চরিত্রের অংশ হয়ে যায়। তখন তা কেবল ব্যক্তিগত ক্ষতি নয়, জীবনের বৃহত্তর অগ্রগতির পথও রুদ্ধ করে। অনুকূল ঠাকুরের শিক্ষা ছিল মানুষকে ভিতর থেকে বদলে দেওয়া, যাতে সে নিজের দুর্বলতাকে জয় করে উন্নত চরিত্র গড়ে তুলতে পারে। তাঁর সমগ্র দর্শনেই দেখা যায় আত্মশুদ্ধি, শৃঙ্খলা, দায়িত্ব ও মানবিকতার মেলবন্ধন। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমাজ পরিবর্তনের আগে ব্যক্তিকে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে। এই বাণী সেই মূল দর্শনেরই প্রতিফলন। নিজের ভুলের দায় নেওয়া মানে নিজেকে ছোট করা নয় বরং এটি সাহস ও সততার পরিচয়। যে ব্যক্তি নিজের ত্রুটি চিনতে পারে এবং তা সংশোধনের চেষ্টা করে, সে-ই প্রকৃত অর্থে উন্নতির পথে এগিয়ে যায়। এই শিক্ষা আজও সমান প্রাসঙ্গিক, কারণ ব্যক্তিগত সততা ও দায়বদ্ধতাই সুস্থ সমাজ গঠনের ভিত্তি।

বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা', রাজনীতির নতুন সুর না পুরনো কৌশলের পুনরাবৃত্তি

সুশোভন সরকার

রাজ্যে আবার শুরু হয়েছে বিজেপির 'যাত্রা'। এই কর্মসূচি নিছক একটি রাজনৈতিক রোড শো নয়, বরং আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে নিজেদের অবস্থান শক্ত করার এক সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টা। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে যাত্রা, পদযাত্রা, রথযাত্রা নতুন কিছু নয়। এক সময় বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস যে পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিল, আজ সেই পরিবর্তনের স্লোগানই নতুন আঙ্গিকে তুলে ধরছে ভারতীয় জনতা পার্টি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই 'যাত্রা' আদৌ কি জনমানসে নতুন প্রত্যাশা জাগাতে পারবে, নাকি এটি শুধুই রাজনৈতিক মেরুকরণের আরেক অধ্যায় হয়ে থাকবে। ভারতীয় জনতা পার্টি বহুদিন ধরেই বাংলায় নিজেদের শক্ত ঘাঁটি গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তারা উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছিল, যা বাংলার রাজনীতিতে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিল। কিন্তু ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সেই সাফল্য পূর্ণতা পায়নি। তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও ক্ষমতায় ফিরেছেন। এরপর থেকে বিজেপির সংগঠনগত ভাঙন, নেতৃত্বের টানাপোড়েন এবং কর্মীদের মনোবল হ্রাসের মতো নানা সমস্যা সামনে এসেছে। এই প্রেক্ষাপটে 'যাত্রা' বিজেপির কাছে শুধু একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি নয়, বরং সংগঠনকে চাঙ্গা করার এক প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা। এই যাত্রার মাধ্যমে বিজেপি মূলত তিনটি বার্তা দিতে চাইছে। প্রথমত, তারা এখনও বাংলায় প্রধান বিরোধী শক্তি এবং বিকল্প সরকার গঠনের দাবিদার। দ্বিতীয়ত, রাজ্যে দুর্নীতি, বেকারত্ব ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তারা সরব। তৃতীয়ত, কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের রাজনীতি তুলে ধরে তারা নিজেদের উন্নয়নমুখী ভাবমূর্তি জোরদার করতে চাইছে। কিন্তু রাজনীতির বাস্তবতা এত সরল নয়। বাংলার ভোটাররা শুধু স্লোগানে বিশ্বাস করে না, তারা ফলাফল দেখতে চায়। তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যেই এই যাত্রাকে কটাক্ষ করতে শুরু করেছে। তাদের দাবি, বিজেপি উন্নয়নের বদলে বিভাজনের রাজনীতি করে। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ, কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত, তদন্ত সংস্থার ব্যবহার-এই সব ইস্যুতে তৃণমূল বিজেপিকে আক্রমণ করছে। অন্যদিকে বিজেপি বলছে, দুর্নীতিতে জর্জরিত রাজ্য সরকারকে হটাতে হলে জনতার ঐক্য প্রয়োজন। এই পাল্টাপাল্টি অভিযোগের মাঝেই সাধারণ মানুষ খুঁজছে তাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার সমাধান। বাংলার রাজনীতি বরাবরই আবেগপ্রবণ। ভাষা, সংস্কৃতি, আঞ্চলিক গর্ব-এই সব বিষয় এখানে ভোটের অঙ্ককে প্রভাবিত করে। বিজেপি যখন শব্দটি ব্যবহার করছে, তখন সেই শব্দের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক ধরনের রাজনৈতিক স্মৃতি। ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে পরিবর্তনের ডাক দিয়েছিল। সেই পরিবর্তনের ফলেই দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটে। এখন প্রশ্ন উঠছে, বিজেপির ডাকা পরিবর্তন কি তৃণমূলের বিরুদ্ধে সেই একই আবেগ সৃষ্টি করতে পারবে? এই যাত্রার সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে এর বার্তার গ্রহণযোগ্যতার উপর। শুধু দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরলেই হবে না, বিকল্প উন্নয়ন মডেলও দেখাতে হবে। কর্মসংস্থান, শিল্পায়ন, কৃষকদের ন্যায্য মূল্য, শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি-এই সব বিষয়ে স্পষ্ট রূপরেখা না থাকলে যাত্রা শুধুই প্রতীকী হয়ে থাকবে। বাংলার মানুষ এখন অনেক বেশি সচেতন এবং রাজনৈতিকভাবে পরিণত। তারা কেন্দ্র ও রাজ্যের দ্বন্দ্বের রাজনীতি থেকে সরে এসে বাস্তব ফলাফল চায়। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বিজেপির অভ্যন্তরীণ ঐক্য। গত কয়েক বছরে দলে একাধিক নেতৃত্বের পরিবর্তন হয়েছে। অনেক পুরনো নেতা দল ছেড়েছেন বা সক্রিয়তা কমিয়েছেন। নতুন নেতৃত্বের সামনে চ্যালেঞ্জ হল কর্মীদের আস্থা ফিরিয়ে আনা। 'যাত্রা' সেই দিক থেকে সংগঠনকে মাঠে নামানোর একটি সুযোগ। কিন্তু এই সুযোগকে কাজে লাগাতে গেলে দলীয় কোন্দল ভুলে ঐক্যবদ্ধ বার্তা পৌঁছে দিতে হবে। এখানে জাতীয় রাজনীতির প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। কেন্দ্রের নেতৃত্বে নরেন্দ্র মোদির জনপ্রিয়তা এখনও দেশের বহু রাজ্যে বিজেপির বড় শক্তি। কিন্তু বাংলায় আঞ্চলিক আবেগ অনেক সময় জাতীয় ইস্যুকে ছাপিয়ে যায়। বিজেপি যদি শুধুমাত্র কেন্দ্রের উন্নয়নের গল্প শোনায়, তবে তা কতটা বাংলার বাস্তবতার সঙ্গে মেলে, সেটাই বড় প্রশ্ন। বাংলার মানুষ তাদের নিজস্ব সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে সিদ্ধান্ত নেয়। তৃণমূল কংগ্রেসও নিশ্চুপ নেই। তারা নিজেদের জনমুখী প্রকল্প, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি এবং মহিলা ভোটব্যাঙ্কের উপর ভরসা করছে। বিজেপির 'যাত্রা' তাই একতরফা প্রচার নয়, বরং এক রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচনা। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যত বাড়বে, ততই তীক্ষ্ণ হবে ভাষা ও কৌশল। তবে গণতন্ত্রের স্বার্থে প্রয়োজন সুস্থ রাজনৈতিক আলোচনা, যেখানে ব্যক্তিগত আক্রমণের বদলে নীতিগত বিতর্ক প্রাধান্য পাবে। সবশেষে বলা যায়, 'যাত্রা' শুধুমাত্র একটি রথ বা মিছিল নয়, এটি বাংলার রাজনৈতিক ভবিষ্যতের এক পরীক্ষার মঞ্চ। বিজেপি কি এই যাত্রার মাধ্যমে জনমানসে আস্থা তৈরি করতে পারবে? তারা কি নিজেদের বিকল্প শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে? নাকি এটি শুধুই নির্বাচনের আগে আরেকটি রাজনৈতিক আয়োজন হয়ে থাকবে? উত্তর দেবে সময় এবং সর্বোপরি বাংলার ভোটাররা। গণতন্ত্রে শেষ কথা বলে জনগণই, আর তাদের রায়ই নির্ধারণ করবে এই পরিবর্তনের ডাক কতটা বাস্তব আর কতটা কৌশল।

মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ ও ভারতের কূটনৈতিক পথচলা শুরু

অনিকেত নস্কর, নয়াদিল্লি

বর্তমান বিশ্ব এক অস্থির সময়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। মানবসভ্যতার ইতিহাসে যুদ্ধ নতুন নয়, কিন্তু আধুনিক যুগে সংঘাতের রূপ এবং প্রভাব আরও ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের সাম্প্রতিক যুদ্ধ পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। এই অঞ্চলের সংঘাত কেবল আঞ্চলিক সমস্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং তা বৈশ্বিক শান্তি, অর্থনীতি এবং মানবিক নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলছে। যুদ্ধ মানে শুধু সামরিক শক্তির প্রদর্শন নয়, বরং অসংখ্য নিরপরাধ মানুষের স্বপ্ন, ভবিষ্যৎ এবং জীবনের উপর অন্ধকার নেমে আসা। তাই বিশ্ববাসী আজ নতুন করে শান্তির পথ খোঁজার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। ভারত সবসময় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভারসাম্যপূর্ণ ও শান্তিপূর্ণ অবস্থান বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ঐতিহ্যগতভাবে সংলাপ, সমঝোতা এবং বহুপাক্ষিক সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান সংঘাতের সময় ভারত সরাসরি কোনো সামরিক জোটের দিকে না গিয়ে মানবিক সহায়তা এবং কূটনৈতিক সমাধানের পথে হাঁটছে। ভারতীয় নেতৃত্ব মনে করে, যুদ্ধ কখনোই সমস্যার স্থায়ী সমাধান দিতে পারে না, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আরও জটিল সংকট সৃষ্টি করে। মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনীতি অত্যন্ত জটিল। ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ এখানে একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এই অঞ্চলে তেল ও প্রাকৃতিক সম্পদের গুরুত্ব বিশ্ব অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজার অনেক সময় এই অঞ্চলের স্থিতিশীলতার উপর নির্ভর করে। যুদ্ধ পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা বাড়তে পারে। উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশেষভাবে এই সংকটের প্রভাব অনুভব করে। ভারতের ক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সম্পর্ক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ লক্ষ ভারতীয় নাগরিক এই অঞ্চলে কর্মরত। তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ভারতের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে প্রবাসী নাগরিকদের দেশে ফিরিয়ে আনার বিষয়টি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। অতীতে ভারত বিভিন্ন উদ্ধার অভিযানের মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে সংকটময় পরিস্থিতিতে নাগরিক নিরাপত্তা তার প্রধান অগ্রাধিকার। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখা সহজ কাজ নয়। বড় শক্তিগুলোর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হলে কূটনৈতিক দক্ষতা প্রয়োজন। ভারত দীর্ঘদিন ধরে বৈশ্বিক দক্ষিণের দেশগুলোর স্বার্থের কথা তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোর কণ্ঠস্বর আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। জাতিসংঘ বারবার যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানালেও বাস্তব পরিস্থিতি সবসময় নিযন্ত্রণে থাকে না। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা অনেক সময় শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করে। মানবাধিকার লঙ্ঘন, শরণার্থী সমস্যা এবং অবকাঠামো ধ্বংসের ঘটনা বিশ্ব বিবেককে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ শুধু সামরিক সংঘর্ষ নয়, এটি একটি মানবিক বিপর্যয়। লক্ষ লক্ষ মানুষ বাস্তুচ্যুত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যুদ্ধের ফলে সমাজে দীর্ঘমেয়াদি মানসিক প্রভাবও পড়ে। মানুষ নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। ভারতের কূটনৈতিক নীতির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখা। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ ভারতের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার। তেল আমদানি, বাণিজ্য এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যুদ্ধ পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যাহত হতে পারে। ভারত সবসময় সংলাপের মাধ্যমে সমস্যার সমাধানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। বর্তমান বিশ্বে সামরিক শক্তির চেয়ে কূটনৈতিক শক্তির গুরুত্ব বাড়ছে। প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের ধরণও পরিবর্তিত হচ্ছে। সাইবার নিরাপত্তা, তথ্য যুদ্ধ এবং কৌশলগত প্রতিযোগিতা নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মতে, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত সমাধানের জন্য বহুপাক্ষিক উদ্যোগ প্রয়োজন।

গোবিন্দভোগ চালের ইতিহাস! ৬.৫ মিলিমিটারে শচীমাতার কোলে নিমাই-নবদ্বীপে শিল্পির বিস্ময় আবিষ্কার

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ২ মার্চ ঃ ৫৪০তম আবির্ভাব তিথি ও দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে অনবদ্য সৃষ্টি নবদ্বীপের শিল্পীর! জন্মস্থান মন্দিরে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন! শ্রীচৈতন্যদেব-এর ৫৪০ তম আবির্ভাব তিথি ও দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে এক অভিনব নজির গড়লেন নবদ্বীপের অঙ্কন শিল্পী গৌতম সাহা। একটি মাত্র গোবিন্দ ভোগ চালের ওপর মাত্র সাড়ে ৬ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যে তিনি নির্মাণ করেছেন শচীমাতার কোলে নিমাইয়ের ক্ষুদ্র মূর্তি-যা ইতিমধ্যেই ভক্তমহল ও শিল্পমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। নবদ্বীপ শহরের উত্তরাংশে প্রাচীন মায়াপুরে অবস্থিত শ্রীচৈতন্য জন্মস্থান মন্দির প্রাঙ্গণে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ক্ষুদ্র মূর্তির উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন জন্মস্থান মন্দিরের অধ্যক্ষ অদ্বৈত দাস মহারাজ এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন-এর সহ- সংখ্যাধ্যক্ষ সুহিতা নন্দজি মহারাজ। পেশায় অঙ্কন শিল্পী এবং নবদ্বীপের প্রতাপনগর এলাকার বাসিন্দা গৌতম সাহা এর আগেও একাধিক ক্ষুদ্র ও অতি ক্ষুদ্র দেবদেবীর মূর্তি নির্মাণ করে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। তবে এবার তিনি যেন নিজেকেই ছাড়িয়ে গেলেন। মাত্র সাড়ে ৬ মিলিমিটার দৈর্ঘ্যের এই সূক্ষ্ম মূর্তিটি তৈরি করতে তাঁর সময় লেগেছে টানা ১৫ দিন। মাটি, রং ও আঠা ব্যবহার করে অত্যন্ত ধৈর্য্য ও নিখুঁত কারিগরিতে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন শচীমাতার কোলে শ্রীনিমাইয়ের রূপ। শিল্পী জানান, ধামেশ্বর যুগাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর রাতুল চরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেই এই অনবদ্য সৃষ্টি। জন্মভূমি নবদ্বীপের একজন শিল্পী মানুষ হিসেবে তাঁর এই ক্ষুদ্র শিল্পকর্মের মাধ্যমে প্রভুকে শ্রদ্ধা জানাতে পেরে তিনি আপ্লুত। অন্যদিকে, এই ব্যতিক্রমী শিল্পসৃষ্টির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন জন্মস্থান মন্দিরের অধ্যক্ষ অদ্বৈত দাস মহারাজ সহ উপস্থিত ভক্ত ও বিশিষ্টজনেরা। দোল পূর্ণিমার পবিত্র আবহে একটি চালের দানায় ফুটে উঠল ভক্তি, নিষ্ঠা ও শিল্পের অপূর্ব মেলবন্ধন-যা নবদ্বীপের গৌরবকে আরও একধাপ উজ্জ্বল করল।

তিন কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিক ডবল ফার্নেস ইলেকট্রিক চুল্লি প্রকল্পের শিলান্যাস

অভিজিত হাজরা, হাওড়া, ২ মার্চ ঃ ভোটের মুখে উন্নয়নের বড় বার্তা দিল গ্রামীণ হাওড়া জেলার উদয়নারায়নপুর। উদয়নারায়ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা-র উদ্যোগে গ্রামীণ হাওড়া জেলার জয়নগরে আধুনিক ডবল ফার্নেস ইলেকট্রিক চুল্লি প্রকল্পের শিলান্যাস সম্পন্ন হল। প্রায় ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে উঠতে চলেছে এই আধুনিক পরিকাঠামো। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে উন্নয়নকে সামনে রেখে এই পদক্ষেপকে রাজনৈতিক মহলের একাংশ 'মাস্টারস্ট্রোক' বলেই মনে করছে। বিরোধী দলের নেতা - নেত্রীদের কথায় নির্বাচন বৈতরণী পার হতেই জনগণের মন জয় করতে এই প্রকল্পের শিলান্যাস। নির্বাচন শেষ হবে। কাজ আর হবে না। মানুষকে দেখানোর জন্যই এটার শিলান্যাস করা হল । তবে বিধায়কের দাবি, এর সঙ্গে ভোটের সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই। বরং দীর্ঘদিনের জনদাবি পূরণ করাই মূল লক্ষ্য। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়- এর অনুপ্রেরণা ও পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম- এর সহযোগিতায় এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে উদয়নারায়নপুর ও সংলগ্ন হাওড়া- হুগলি সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা পরিবেশবান্ধব ও আধুনিক পদ্ধতিতে দাহকার্য করার ব্যবস্থার দাবি জানিয়ে আসছিলেন। সেই দাবির বাস্তব রূপ পেতে চলেছে এই শিলান্যাসের মাধ্যমে। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা, হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সুলেখা পাঁজা, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্যাণ গায়েন, সহ-সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত দাস, কেএমডি-র অ্যাডভাইজার সুপ্রিয় মাইতি, চিফ ইঞ্জিনিয়ার দীপঙ্কর রায়-সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই প্রকল্পের জন্য যে জমির প্রয়োজন ছিল সেই ৮ শতক জমি দান করেছেন কার্তিক মালিক।

তাঁর কথায়, কাঠের চুল্লিতে প্রচুর দূষণ হতো। এলাকার গরিব-বড়লোক সকলেই যাতে কম খরচে ও পরিবেশবান্ধব উপায়ে দাহকাজ করতে পারেন, সেই কারণেই জমি দান করেছি। বিধায়ক সমীর কুমার পাঁজা বলেন, সমগ্র হাওড়া জেলায় মাত্র দুটি ইলেকট্রিক চুল্লি রয়েছে, একটি হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় এবং অন্যটি উলুবেড়িয়া মিউনিসিপ্যালিটি এলাকার বাউরিয়ায়। বাকি কোথাও এই ব্যবস্থা ছিল না। উদয়নারায়নপুরের মানুষের দীর্ঘদিনের চাহিদা পূরণ হওয়ায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আগামী ৭-৮ মাসের মধ্যে কাজ সম্পন্ন হবে। উন্নয়নের জন্য আমরা সবসময় মানুষের পাশে আছি। এই প্রকল্প ঘিরে সম্ভাব্য আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নের দিকটিও উল্লেখযোগ্য। নিমাণপর্বে স্থানীয় শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। ভবিষ্যতে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও স্থায়ী চাকরির সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। জয়নগরের এই উন্নয়ন প্রকল্প স্বাভাবিকভাবেই এখন এলাকার রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে।

বকেয়া ডি এ, পে কমিশন, নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২ মার্চ ঃ ২০২৬- সুপ্রিম কোর্টের রায় মেনে অবিলম্বে রোপা -২০০৯ এর বকেয়া ডি এ প্রদান, এপ্রিল মাস থেকে মাত্র ৪ শতাংশ নয়, এ আই সি পি আই অনুযায়ী প্রাপ্য দিন থেকে বকেয়া সহ ৪০ শতাংশ ডি এ প্রদান, ৭ ম রাজ্য বেতন কমিশন গঠন, রাজ্যের সমস্ত ধরণের শূন্য পদে স্থায়ী নিয়োগ, সমস্ত দপ্তরের অন্তর্ভুক্ত অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী-শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের দাবিতে আজ সরকারী, আধা সরকারি কর্মচারী, পঞ্চায়েত কর্মী, শিক্ষক শিক্ষাকর্মী, ডাক্তার নার্সদের যুক্ত মঞ্চ 'জয়েন্ট মুভমেন্ট ফোরাম'-এর পক্ষ থেকে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন শরিক সংগঠন গুলির ব্যাপক জমায়েত লক্ষ্য করা যায়। পুলিশ মিছিলকে হগ স্ট্রিটে আটকে দিলে সেখানে দীর্ঘক্ষণ ধরে বিক্ষোভ সভা চলে। সেই সভায় নীলকান্ত ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক, মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি(STEA) শামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক , ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারী টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (WBPTA) মলয় মুখোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীজ (INTUC) ডা. সজল বিশ্বাস, সম্পাদক, সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম (SDF) ভাস্বতি মুখার্জি, সম্পাদক, নার্সেস ইউনিটি (NU) আনন্দ হাণ্ডা, সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি(BPTA) মনোরঞ্জন রায়, সভাপতি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পেনশনার্স ফেডারেশন কনক কুমার সর্দার, সম্পাদক, অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি(RPTA) শুভাশীষ দাস, সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়ন (PSKU) শম্পা পাল, সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতি সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন। যোগাযোগঃ- নীলকান্ত ঘোষ (সাধারণ সম্পাদক, মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতি (STEA)-৯৮৩১৭১০৭৫০ শামসুল আলম, সাধারণ সম্পাদক, ওয়েস্ট বেঙ্গল প্রাইমারী টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন(WBPTA)- ৯৭৩২৪৫০৮৮১ মলয় মুখোপাধ্যায়, সাধারণ সম্পাদক কনফেডারেশন অফ স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ীজ (INTUC)- ৯৪৩২৩৩৮০০৪ ডা. সজল বিশ্বাস, সম্পাদক, সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম (SDF)- ৯৪৩৩৪৫৬৮৩৫ ভাস্বতি মুখার্জি, সম্পাদক, নার্সেস ইউনিটি (NU)- ৮৬৯৭২৩৮৪৩৫ আনন্দ হাণ্ডা, সাধারণ সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি(BPTA)- ৯০৮৩৪৮০৫৭০ মনোরঞ্জন রায়, সভাপতি, ওয়েস্ট বেঙ্গল পেনশনার্স ফেডারেশন-৯৪৩২৩১৮৪৩০ কনক কুমার সর্দার, সম্পাদক, অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি (RPTA)-৯৮৩০৮৪৪০৮৭ শুভাশীষ দাস, সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ সরকারী কর্মচারী ইউনিয়ন (PSKU)- ৮৯০২৪২৭৫২৪ শম্পা পাল, সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতি-৯৭৩৩৬৭৯৮২৯।

বারুইপুর প্রধান ডাকঘরে আধার কার্ডের কাজ বন্ধ থাকায় সমস্যায় সাধারণ মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বারুইপুর, ২ মার্চ ঃ বারুইপুর প্রধান ডাকঘরে আধার কার্ডের কাজ বন্ধ থাকায় সমস্যায় সাধারণ মানুষ। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্যতম শহর বারুইপুর। আর বারুইপুর শহরের সাব ডিভিশনের প্রধান ডাকঘরে আধার কার্ড আপডেট থেকে শুরু করে সংশোধন-সব কাজই বন্ধ। কারণ হিসেবে ডাকঘর কর্তৃপক্ষ পোস্টার সেঁটে জানিয়েছে, তীব্র কর্মী সংকটের কারণেই কাজ বন্ধ। এই বিষয়ে বারুইপুর প্রধান ডাকঘরের পোস্টমাস্টার বলেন, পোস্টারের মাধ্যমে যা জানানো হয়েছে, সেটাই সমস্যা। আর কিছু বলবো না। পাশাপাশি, বারুইপুরের স্থানীয় কিছু ব্যাংক এবং বিএসএনএল এর টেলিফোন কেন্দ্রেও এই কাজ বন্ধ কম্পিউটারে লিংক না থাকায় ফিরে যেতে হচ্ছে মানুষজনকে। সব মিলিয়ে তীব্র ভোগান্তিতে দূর থেকে আসা মানুষজন। বারুইপুর প্রধান ডাকঘরের উপর নির্ভরশীল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার একটি বড় অংশের বাসিন্দারা। সুদূর সুন্দরবনের মৈপীঠ কুলতলি জয়নগরের মানুষজনকে আসতে হয় এই ডাকঘরে। কিন্তু সেখানে পোস্টার সেঁটে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তীব্র কর্মী সংকটের কারণে ৭ জানুয়ারি থেকে আধার কার্ডের সব কাজ সাময়িক বন্ধ। যাঁদের তারিখ দেওয়া হয়েছে, তাঁদের ১-২ মাস পরে আসার জন্য বলা হচ্ছে। মার্চ পর্যন্ত কোনো তারিখ দেওয়া হবে না। কুলতলি থেকে আসা এক গ্রাহক রমেন হালদার বলেন, একটা প্রধান ডাকঘরে যদি এই সমস্যা হয়, তবে মানুষ কোথায় যাবে কবে সমস্যার সমাধান হবে তাও জানা নেই। বারুইপুরের বাসিন্দা ইন্দ্রজিত সেনগুপ্ত বলেন, বারুইপুরের স্থানীয় ব্যাংকগুলিতেও নানা কারণে আধার কার্ডের যাবতীয় কাজ বন্ধ। আবার বিএসএনএলের টেলিফোন কেন্দ্রে দু'দিন আধার কার্ডের কাজ হয়। কিন্তু সেখানেও কম্পিউটারে লিংক থাকছে না। ফলে বেশ কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করে মানুষজনকে ফিরে যেতে হচ্ছে। প্রধান ডাকঘরে কবে সমস্যা মিটবে তাও বলতে পারছেন না কর্মীরা।

শোধিত জল প্রকল্পের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেদিনীপুর, ২ মার্চ ঃ দেশপ্রাণ ব্লকের সরদা পঞ্চায়েতের কাজলা জনকল্যাণ সমিতি প্রাঙ্গণে সরদা শোধিত জল প্রকল্পের উদ্বোধন হয় রবিবার। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফিতা কাটার মাধ্যমে এই কর্মসূচীর সূচনা করেন মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি বিধায়ক উত্তম পূর্ব বারিক। উপস্থিত ছিলেন কাজলা জনকল্যাণ সমিতির সম্পাদক স্বপন পন্ডা, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য স্নেহাশিষ পাহাড়ী, আকবর আলি খান, তপন সাউ, দীপ্তি দাস, জব্বর উদ্দিন, পরমানন্দ কামিলা, স্বপন বারিক, যাদব কামিলা, কাজলা জনকল্যাণ সমিতির সভাপতি অসীম দাস, বন্দন দাস, দেবানন্দ দেব, প্রণয় পাল, স্বপন ভট্টাচার্য্য প্রমুখ। পৌরোহিত্য করেন পঞ্চায়েত প্রধান ভবানী কর। পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের আর্থিক সহায়তায় এই প্রকল্পের ব্যয় ১,৫০,৫০১৩০ টাকা। উন্নতমানের যন্ত্র দিয়ে জল শোধন করে ৬টি ওয়াটার এটিএম কাউন্টারে জল সরবরাহ করা হবে। যেখান থেকে পার্শ্ববর্তী এলাকার ৫ হাজার জন সুলভে স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জল পাবে। সঞ্চালক উপপ্রধান সমীর পান্ডব জানান কাজলা জনকল্যাণ সমিতির দান করা ভূমিতে এই প্রকল্প উদ্বোধন হয়। রক্ষণাবেক্ষণ করবে এই সংগঠন।

ভোট বয়কটের ডাক কংগ্রেস নেত্রী তথা রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ মৌসম নুরের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২ মার্চ ঃ সংখ্যালঘু প্রধান মালদা বিচরাধীনের তালিকায় রয়েছে ৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৮০জন ভোটার। সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়াতে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিলেন কংগ্রেস নেত্রী মৌসম নুর। সোমবার দুপুরে মালদা জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে দক্ষিণ মালদার সাংসদের পাশে বসে এমনটাই দাবি জানান মৌসম। তৃণমূল, বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনের মধ্যে সেটিং চলছে বলেও তোপ দাগেন মৌসম। তিনি বলেন, মালদা এবং মুর্শিদাবাদে বিচারাধীনের তালিকায় রাজ্যের মধ্যে সব থেকে বেশি রয়েছে। তৃণমূল, বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের মধ্যে সেটিং করে চক্রান্ত করা হচ্ছে। তাই বিচারাধীনদের নাম তালিকায় যোগ না হলে ভোট বয়কট করা উচিত। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে সে প্রস্তাব জানাব। মৌসমকে সমর্থন করে দোল উৎসবের পরে জেলা জুড়ে পথে নামার হুঁশিয়ারি দেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সাংসদ ইশা খান চৌধুরী।

চুঁচুড়াতে সদর হাসপাতালে শিলান্যাস ও উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ২ মার্চ ঃ হুগলির সদর শহর চুঁচুড়ার ইমামবাড়া সদর হাসপাতালে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন হলো সোমবার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় এবং হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গত দু'বছর ধরে হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছিল। উদ্বোধিত প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে হাসপাতাল চত্বরের সৌন্দর্যায়ন, আধুনিক পার্কিং ব্যবস্থা, নিকাশি পরিশোধন কেন্দ্র ও জল পরিশোধন ব্যবস্থার উন্নতি। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে দানবীর হাজী মহম্মদ মহসিনের মূর্তিতে মাল্যদান করেন সাংসদ। পরে তিনি বলেন, দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীদের যাতে কোনো অসুবিধা না হয়, সেই লক্ষ্যেই পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার, সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত, হুগলি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. মৃগাঙ্ক মল্লিক এবং হাসপাতালের সুপার ডা. অমৃতেন্দু পাল- সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি, এই প্রকল্পগুলির ফলে চিকিৎসা পরিষেবা আরও উন্নত ও সুসংহত হবে।

বাংলাকে পশ্চিম বাংলাদেশ কেউ বানাতে পারবে না আমার চ্যালেঞ্জ বললেন মিঠুন চক্রবর্তী, আর কত মিথ্যা বলবেন প্রশ্ন মাননীয়াকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তারাপীঠ, ২ মার্চ ঃ তারাপীঠ মন্দিরে পূজো দিয়ে তারাপুরে পরিবর্তন যাত্রা শুরু করলেন রুপালি পর্দার মহাগুরু মিঠুন চক্রবর্তী। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়ণবীশ, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার সহ অন্যান্যরা। তার স্বভাব সিদ্ধ সংলাপ কে অতিক্রম করে একজন তুখো। রাজনীতিবিদের মত রাজ্যের শাসক দলকে এবং মুখ্যমন্ত্রী কে আক্রমণ করে গেলেন বাংলার ভূমি পুত্র মিঠুন চক্রবর্তী। নাম না করে তিনি বলেন, আর কত মিথ্যা কথা বলবেন। কেউ যদি মনে করে, এই বাংলাকে পশ্চিম বাংলাদেশ বানাবে তা হতে দেব না। কোন মাইকা লাল এটা পারবে না। দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে প্রতিরোধ করব। আজকে রাজ্যের শিক্ষার হাল দেখুন। পঞ্চাশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। কিন্তু কোথাও শিক্ষক আছে আবার কোথাও নেই। কোথাও একজন শিক্ষক সমস্ত বিষয় পড়াচ্ছেন। মাদ্রাসার জন্য উনার ৫০০০ কোটির বেশি টাকা দেওয়ার সামর্থ্য আছে। কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালযের জন্য কোন অর্থ নেই। দুর্গা পূজার জন্য টাকা আছে। পাড়ায় সমাধান না কী করছেন। জানি না, কী সমাধান হয়। আদিবাসী মহিলাদের প্রতি উনার খুব দরদ। অথচ এই রামপুরহাটে এক আদিবাসী মহিলাকে ধর্ষণ করে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। আমি বলবৎ এখন পরিবর্তন দরকার। আমাদের এই একটাই জায়গা। আমাদের আর কোন দেশ আছে? নেই। আমাদের এখানকার দুজন জঙ্গি ধরা পড়লো। তারা কি করছিল? এ বি সি পড়ছিল? তাই আমাদের পরিবর্তন করতে হবে। ভোটটা আপনারা করান। বাদবাকি মন্ত্রী ওসব আমরা দেখে নেব। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজকে বাংলার মানুষ বাংলায় কাজ পায় না। তাদের অন্য রাজ্যে যেতে হয়।

আমরা ভেবেছিলাম, মমতা দিদি কমিউনিস্টদের সরিয়ে ভালো কিছু দেবেন। কিন্তু তিনি আরো ভয়ংকর রূপে দেখা দিলেন। বাংলাকে শেষ করে দিলেন।

নাম বাদ গেল বিজেপি করা মতুয়া নেত্রীর, পাশে থাকার আশ্বাস তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাগদা, ২ মার্চঃ সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর আগেই হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় যেভাবে মতুয়াদের অধিকাংশের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে তাতে তিনি আন্দোলনে নামবেন। এবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ল বিজেপির মতুয়া পঞ্চায়েত সদস্য কবিতা বাইনের নাম। পাশে থাকার বার্তা তৃণমূলের গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান সঞ্জীত সর্দারের। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েতের দিয়ালদহ গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যা কবিতা বাইন। মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত কবিতা বাইন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা। ২৮ শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত এসআইআর-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নাম বাদ গেল সেই কবিতা বাইনের। বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান কবিতা বাইনের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। রোহিঙ্গাদের নাম বাদ দেওয়ার নামে বিজেপির এসআইআর নামক মারণ ফাঁদ বুমেরাং হয়ে গিয়ে নাম বাদ পড়েছে তাঁদেরই মতুয়া পঞ্চায়েত সদস্যার। দাবি করেছেন বাগদা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জিত সরদার। সঞ্জিত বলেন, ''আমরা দল না দেখেই কবিতার পাশে থাকব।'' বৈধ কাগজপত্র থাকা সত্ত্বেও অনেকের ভোট কাটা গিয়েছে বলে দাবি করেন সঞ্জিত। পঞ্চায়েত সদস্য সহ সকলের পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন তিনি। কবিতার দাবি, তিনি সমস্ত বৈধক কাগজপত্র দেখিয়েছেন, তাঁর মা বাবার বৈধ কাগজপত্র দেখানো সত্ত্বেও তার ভোট কাটা গিয়েছে। এইভোট কাটা যাওয়া নিয়ে তিনি তৃণমূল এবং সিপিএমকে দায়ী করেছেন। কবিতা নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন। মতুয়া নেত্রী বলেন, ''আমার বাদ দিয়ে বাকি সকলের নাম আছে। বিডিও বলেছিলেন হয়েও যাবে। এখন কেন কাটা গেল বুঝতে পারছি না।''

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, শিবানী হাঁসদা, বয়স ৩৩ বৎসর পিতা- মৃত কানাই হাঁসাদ, জাতি- সাঁওতাল, পেশা- গৃহকর্ম, সাকিম- আদিবাসী পাড়া, রামপুরহাট ওয়ার্ড নং- ১৭. পোঃ + থানা- রামপুরহাট, জেলা- বীরভূম এর স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছি। আমার মক্কেলের নামীয় নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক উপযুক্ত ক্রেতাগন মোবাইলে যোগাযোগ করুন দাম আলোচনা সাপেক্ষ।

তপশীল

জেলা- বীরভূম খতিয়ান- ২২৫৭১, দাগ নং- খানা রামপুরহাট, মৌজা- রামপুরহাট, জে.এল.নং- ৭৭সাবেক ১৭৩১ হাল ৩১১৭, পরিমান ১৭৩ শতক মধ্যে নিজ অংশ ১৪ শতক।

নিবেদন ইতি-
মো-৭৬০২৪২৪৬৪৪ / ৯৯০৭১৬১০০৪

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/সিওএন/গার্ডেন রিচ, কলকাতা-৪৩, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। টেন্ডার বন্ধ হবে নির্ধারিত তারিখে ১৫:০০ টায় : **ই-টেন্ডার নোটিশ নং: ০১-ডিসিই-সি-জিআরসি-০২-২০২৬; কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** ডেপুটি সিই/কন/গার্ডেন রিচ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের এখতিয়ারাধীন বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্যকলাপের জন্য শালিমারে ট্রিপ রক্ষণাবেক্ষণ/অগ্রিম পরিদর্শন কেন্দ্র তৈরি করা, এস্টিমেট নং. ২০৪৩ডব্লিউ/২০ ২৫; **আনুমানিক খরচ:** ₹ ২,৭৭,৬৪,৫৯৩.৮৭; **বিড সিকিউরিটি:** ₹ ২,৮৮,৮০০.০০; **সমাপ্তির সময়কাল:** ০৯ মাস; **বন্ধের তারিখ:** ২৫.০৩.২০২৬; আগ্রহী দরদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/নির্দিষ্টকরণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা দিতে পারেন। এই আইটেমগুলির জন্য কোনও পরিস্থিতিতে ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রহণ করা হবে না। দ্রষ্টব্য: "সম্ভাব্য দরদাতারা অন্যান্য সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন"। (PR-1249)

অ্যাসিস্ট্যান্ট সিগন্যাল এবং টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/ টিএম/গার্ডেন রিচ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করেছেন: **টেন্ডার নং: টিএম-জিআরসি-এসএনটি-এনইডব্লিউ-সিএইচ-এইচকিউ-২০২৬; কাজের বিবরণ:** অফিসারদের জোনাল সদর দপ্তর, দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জন্য নতুন সম্মেলন হলে টেলিকম সুবিধা সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদন; **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ₹ ১,২৪,৫০,৪৮৩.৪৬; **বায়না মূল্য:** ₹ ২,১২,৩০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ:** ২৪/০৩/২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়; **সমাপ্তির সময়কাল:** ০৯ মাস; **বন্ধের তারিখ/সময়:** ২৪/০৩/২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে। (PR-1257)

NOTICE INVITING TENDER

Online tender is invited by the undersigned for the works: "Annual Maintenance of Electrical Installation of Whole System of Bidhannagar Govt. College (Old Building + New Building), Salt Lake, Kolkata Repairing and replacement of campus lighting, LED sign board, electrical LT panel and allied E.I work.". **Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-173/2025-26 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_1017564_1.** Document Download Closing Date: **13.03.2026 up to 11:00 Hrs.** Details may be downloaded from **etender.wb.nic.in.**

SD/-Executive Engineer, PWD
Bidhannagar Electrical Division

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-৩৯-২৫, তারিখ ২৫.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ টেন্ডার নং ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-৩৯-২৫-এর প্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিশনে ২৫ কেভি এসি ওএইচই-এর নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করার জন্য অ্যান্টি-ক্লাইম্বিং ডিভাইসের ব্যবস্থা, ইনসুলেটরের ওপর অ্যান্টি-বার্ড ডিস্ক, পোর্টাল বুমের ভিতরে ইউভি সুরক্ষিত এইচডিপিই মেশ এবং ওভারল্যাপে উভয় পাশে জি-জাম্পার ফিক্স করা। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৩,৫৭,৮৮,৯৫৫.২০ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ** ৩,২৯,০০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ** এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ সময় ঃ** ২০.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা। **টেন্ডার খোলা ঃ** টেন্ডার বন্ধের পর যে কোনও সময়ে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বর্ণনা/মাপকাঠির জন্য এবং অনলাইনে বিড জমা করতে টেন্ডারদাতারা ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে গ্রাহ্য না করে তৎক্ষণাৎ বাতিল করা হবে। (HWH-655/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Notice Inviting e-Tender

1. Open Tenders are being invited by The Chairman, North Barrackpore Municipality from Manufacturer/ bonafied suppliers for the followings:

Tender Reference No.: 7856/NBM/Store (2026_MAD_1017317_1) Date: 27/02/2026
Supply of 350Nos LED Street Lights & Flood Lights. Last date of submission of tender: **12/03/2026 within 5 pm.**

Tender Reference No.: 7852/NBM/Store (2026_MAD_1017327_1) Date: 27/02/2026
Supply of 65 Nos Stationary Item as Per Annexure - I, Last date of submission of tender: **13/03/2026 within 5 pm.**

Tender Reference No.: 7851/NBM/Store (2026_MAD_1017302_1) Date: 27/02/2026
Supply of 22 nos. Conservancy Items as per Annexure-I, Last date of submission of tender: **13/03/2026 within 5 pm.** For details see **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
North Barrackpore Municipality

NOTICE
In the Court of Ld. Civil Judge (Senior Division), at Jalpaiguri

Misc. Judl (Succ) Case No. 47/25
1. Smt. Suniti Oraon,
2. Smt. Jayanti Oraon,
both of M/O. Lt. Piyari Oraon, D/O. Lt. Bifai Oraon, of Hai Hai Pather, P.S. Malbazar, Dist. Jalpaiguri, and Kalabari Bagan, Purbangsha, Hridaypur, P.S. Banarhat, Dist. Jalpaiguri

...Petitioners

Whereas the above named Petitioners filed petition for grant succession certificate in respect of deceased Piyari Oraon, W/O. Lt. Bifai Oraon of Hai Hai Pather, P.S. Malbazar, Dist. Jalpaiguri amount lying at Pen. IX/CH3/P/24/11/625203/1124358611/452345, dt. 17/10/2024 Divisional Forest Office (W.B.) in the name of deceased Piyari Oraon of Rs.5,80,880/- otherwise Any one has any interest in the above said matter may appear before the Ld. Court on or before it will be heard exparte.

By order
SHARISTADAR
CIVIL JUDGE, SENIOR DIVISION
JALPAIGURI

DOGACHIA gram PanchayAt
DOGACHIA::Purba Bardhaman

1. E-Tender No-13/2025-26, Memo no : 563 /SGP/ NIT/ 15CFC (Tied) / 2026 , dt: 02/03/2026,
Last Date of Bid Submission as on 10/03/2026 upto 11:55 A.M.
Prodhan
Dogachia Gram Panchayat

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.

1. Name of Work: "Provision for temporary High Speed Internet service during the programme to be attended by VVIP at Metro Channel, Esplanade, Kolkata on 06-03-2026." **[Job No. KIT/RW/149 of 25-26] SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-114/KIT/ Q of 25-26)**

Bid Submission Closing : **05.03.2026 up to 03.00 PM**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer,
PWD
Kolkata IT Division

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, রানী হাঁসদা, বয়স ৩০ বৎসর পিতা- মৃত কানাই হাঁসাদ, জাতি-সাঁওতাল, পেশা- গৃহকর্ম, সাকিম- আদিবাসী পাড়া, রামপুরহাট ওয়ার্ড নং- ১৭, পোঃ + থানা- রামপুরহাট, জেলা- বীরভূম এর স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছি। আমার মক্কেলের নামীয় নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক উপযুক্ত ক্রেতাগন মোবাইলে যোগাযোগ করুন দাম আলোচনা সাপেক্ষ।

তপশীল

জেলা- বীরভূম, খতিয়ান- ২২৫৭১
থানা রামপুরহাট, দাগ নং-সাবেক ১৭৩১ হাল ৩১১৭ মৌজা- রামপুরহাট, জে.এল.নং- ৭৭পরিমান ১৭৩ শতক মধ্যে নিজ অংশ ১৪ শতক।

নিবেদন ইতি-
মো- ৭৬০২৪২৪৬৪৪ / ৯৯০৭১৬১০০৪

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নম্বর ঃ ডব্লু২_৬২৩_সেফটি- ফেন্সিং_এএসএন, তারিখ ২৫.০২.২০২৬। প্রিন্সিপ্যাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, এন. এস. রোড, কলকাতা-৭০০০০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য নামী এবং যোগ্য কন্ট্রাক্টরদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** আসানসোল বিভাগ - সিনিয়র ডিইএন/১/এএসএন এবং সিনিয়র ডিইএন/২/এএসএন-এর আওতাধীনে সীতারামপুর- ঝাঝা সেকশনে বিদ্যমান নিউ দিল্লি-হাওড়া রুটের ১৩০ কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা গতিতে ইস্পাতের ডব্লিউ-বিম/ক্র্যাশ ব্যারিয়ার, ওয়েল্ডেড মেশ প্যানেলের নিরাপত্তাজনক বেড়া নির্মাণ, মোট ১৬৮ কিলোমিটার [চেইনেজ ঃ (i) জসিডি-ঝাঝা সেকশন ৩২০ কিলোমিটার থেকে ৩৬৪ কিলোমিটার (৪৪ কিলোমিটার আপ এবং ডাউন সাইডে) এবং (ii) সীতারামপুর-মধুপুর সেকশন ২৩০ কিলোমিটার থেকে ২৫৭ কিলোমিটার (২৭ কিলোমিটার আপ এবং ডাউন সাইডে) এবং সীতারামপুর-মধুপুর সেকশন ২৭৬ কিলোমিটার থেকে ২৯২ কিলোমিটার (১৬ কিলোমিটার আপ এবং ডাউন সাইডে)]। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৬৪,৮৬,৮৯,৫৯৮.৬০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৩৩,৯৩,৫০০ টাকা। **সম্পাদনের সময়সীমা ঃ** ১৮ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০২.০৪.২০২৬-এ দুপুর ২টা পর্যন্ত। টেন্ডার নথিপত্রের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইন অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MISC-411/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

NOTICE INVITING e-TENDER

e-NIT-22 of 2025-26/P0/BCW/JAL for execution of 11 (eleven) nos. of community development schemes within Jalpaiguri. For further details like bid start date, bid end date, eligibility criteria etc., please log-on to **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
P.O-cum-D.W.O.
BCW & TD, Jalpaiguri

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

NOTICE INVITING SHORT NIQ No. 09 OF 2025-2026 OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.

Erection of 01(One) no. temporary kitchen Shed cum 01(One) no. Dining Hall for the uses of CAPF to be installed at **Rajbalhat Flood Center under Jangipara P.S.** of Chandannagar Police Commissioneratre for upcoming West Bengal Legislative Assembly Election 2026 under Serampore Sub Division (PWD) of Hooghly Division (PWD) during the year 2025-26.
Bid submission start date: 03.03.2026
Bid Submission Closing Date: 05.03.2026
Details may be downloaded from the office of the u/s in working hours or from the Departmental website **http://pwdwb.in**
Corrigendum, if any will be published in website only

Assistant Engineer, P.W.D.
Serampore Sub Division

Office of the Executive Officer
e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: 207/EO, Singur dt. 27.02.26 for Construction of 5 nos. Civil & Electrical works under BEUP within Singur Panchayet Samity, Hooghly, WB. **Last date for the online Bid submission is 05/03/26**, detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in (tender ID: 2026_ZPHD_1016530_1 to 5)**

Sd/-
Executive Officer
Singur Panchayet Samity

Office of the councilor
Dhuliyan Municipality
P.O Dhuliyan, Dist Murshidabad

Notice Inviting E- Quotation

Ref: 1 DHLYN/Various/51/2025-2026
2. DHLYN/Relief/52/2025-2026

The Chairman, Dhuliyan Municipality invites e-Tender from the eligible and bonafied resourceful contractors. Last date of Bid submission: **10.03.2026 at 6.00 PM.** For further details please visit WB Tenders .Gov.in & Dhuliyan Municipality website**www.dhuliyanmunicipality.org** and Office Notice Board

Chairman/EO
Dhuliyan Municipality

ফ্যাসন ও রূপ চর্চা

শুধু খাবেন না, মুখেও মাখুন! গাজরের ম্যাজিকেই ফিরবে ত্বকের জেল্লা ও তারুণ্য

গাজর মানেই চোখের যত্ন-এমন ধারণাই আমাদের অনেকের মনে গেঁথে আছে। কিন্তু এই পরিচিত সবজিটির উপকারিতা কেবল দৃষ্টিশক্তি বাড়ানোতেই সীমাবদ্ধ নয়। পুষ্টিবিদদের মতে, ভিটামিন এ, বিটা-ক্যারোটিন, পটাশিয়াম এবং শক্তিশালী অ্যান্টি অক্সিডেন্টে ভরপুর গাজর ত্বকের যত্নেও অসাধারণ কার্যকর। নিয়মিত খাদ্যতালিকায় গাজর রাখলে যেমন শরীর সুস্থ থাকে, তেমনি সরাসরি ত্বকে ব্যবহার করলেও মেলে উজ্জ্বল, মসৃণ ও প্রাণবন্ত ত্বক। প্রাকৃতিক উপাদান দিয়ে ত্বকের যত্নের প্রবণতা এখন বেড়েছে। রাসায়নিকসমৃদ্ধ প্রসাধনীর বদলে অনেকেই ভরসা রাখছেন ঘরোয়া টোটকায়। সেই তালিকায় গাজর একটি অনন্য সংযোজন। চলুন জেনে নেওয়া যাক, কীভাবে গাজর ত্বকের জন্য কাজ করে এবং কীভাবে এটিকে রূপচর্চার অংশ করে তুলবেন।

ত্বকের জন্য গাজর কেন উপকারী?

১) ইউভি রশ্মি থেকে সুরক্ষা- গাজরে প্রচুর পরিমাণে বিটা-ক্যারোটিন ও ক্যারোটিনয়েড রয়েছে, যা শরীরে গিয়ে ভিটামিন এ-তে রূপান্তরিত হয়। এই উপাদানগুলো ত্বককে ক্ষতিকর ইউভি রশ্মির প্রভাব থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ত্বকে পিগমেন্টেশন, বলিরেখা এবং অকাল বার্ধক্যের কারণ হতে পারে। গাজরের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এই ক্ষতি অনেকটাই কমাতে সক্ষম।

২) শুষ্ক ত্বকের সমাধান- যাদের ত্বক অত্যন্ত শুষ্ক, তাদের জন্য গাজর হতে পারে প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার। এতে থাকা পটাশিয়াম ত্বকের গভীরে আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। ফলে ত্বক ফাটা, রুক্ষ বা খসখসে হয়ে যাওয়ার প্রবণতা কমে। নিয়মিত গাজরের প্যাক ব্যবহার করলে ত্বক হয় নরম ও কোমল।

৩) তৈলাক্ত ত্বকে ভারসাম্য বজায় রাখা-শুধু শুষ্ক ত্বক নয়, তৈলাক্ত ত্বকের ক্ষেত্রেও গাজর সমান কার্যকর। এটি ত্বকের অতিরিক্ত সেবাম উপাদন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ফলে ব্রণ, ব্ল্যাকহেডস ও অতিরিক্ত তেলতেলে ভাব কমে যায়। ত্বক থাকে সতেজ ও পরিষ্কার।

৪) উজ্জ্বলতা ও জেল্লা বৃদ্ধিঃ গাজরে থাকা ভিটামিন সি ত্বকের কোলাজেন উৎপাদন বাড়াতে সহায়তা করে। কোলাজেন ত্বককে টানটান ও মসৃণ রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি ভিটামিন সি ত্বকের নিস্তেজ ভাব দূর করে প্রাকৃতিক জেল্লা ফিরিয়ে আনে।

কীভাবে ত্বকে ব্যবহার করবেন গাজর? গাজর দিয়ে ফেসপ্যাক, টোনার কিংবা মিশ্র প্যাক তৈরি করা খুবই সহজ। কয়েকটি সাধারণ উপাদানেই বাড়িতে বসে বানিয়ে নিতে পারেন কার্যকর স্কিন কেয়ার সমাধান।

১) গাজরের ফেসপ্যাক - উজ্জ্বল ত্বকের জন্য-প্রথমে একটি মাঝারি আকারের গাজর অল্প জলে ভাপিয়ে নরম করে নিন। এরপর তা ভালো করে চটকে মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন। এর সঙ্গে অর্ধেক পাতিলেবুর রস মিশিয়ে ঘন মিশ্রণ বানান। এবার পরিষ্কার মুখে প্যাকটি লাগিয়ে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করুন। শুকিয়ে এলে কুসুম গরম জলে ধুয়ে ফেলুন। এই প্যাক ত্বকের দাগছোপ কমাতে ও উজ্জ্বলতা বাড়াতে সাহায্য করে। লেবুর রস প্রাকৃতিক ব্লিচের কাজ করে, আর গাজর ত্বককে পুষ্টি জোগায়।

২) গাজর, মধু ও টকদই - শুষ্ক ত্বকের যত্নে-শুষ্ক ত্বকের জন্য এই প্যাক অত্যন্ত উপকারী। গাজরের পেস্টের সঙ্গে এক চামচ মধু এবং এক চামচ টকদই মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি মুখে ও গলায় লাগিয়ে ১৫-২০ মিনিট রেখে দিন। এরপর হালকা ম্যাসাজ করে ধুয়ে ফেলুন। এই প্যাক মৃত কোষ দূর করে, ত্বককে গভীরভাবে আর্দ্র রাখে এবং ত্বকের টেক্সচার উন্নত করে। মধু প্রাকৃতিক হিউমেক্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করে, আর দই ত্বককে কোমল ও উজ্জ্বল করে তোলে।

৩) গাজরের টোনার - সতেজতার স্পর্শ-প্রাকৃতিক টোনার হিসেবে গাজরের রস দারুণ কার্যকর। আধা কাপ তাজা গাজরের রসের সঙ্গে আধা কাপ গোলাপ জল মিশিয়ে নিন। এর মধ্যে একটি ভিটামিন ই ক্যাপসুলের নির্যাস যোগ করুন। মিশ্রণটি একটি স্প্রে বোতলে ভরে ফ্রিজে সংরক্ষণ করুন। প্রতিদিন মুখ ধোয়ার পর এই টোনার ব্যবহার করলে ত্বক থাকে সতেজ ও প্রাণবন্ত। এটি রোমছিদ্র টাইট করতে সাহায্য করে এবং ত্বকের ক্লান্ত ভাব দূর করে।

কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ-যেকোনো প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহারের আগে প্যাচ টেস্ট করা জরুরি। ত্বকের একটি ছোট অংশে প্যাক লাগিয়ে ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন। কোনো অ্যালার্জি বা জ্বালা না হলে তবেই মুখে ব্যবহার করুন। এছাড়া সপ্তাহে ২-৩ বার ব্যবহার করাই যথেষ্ট। অতিরিক্ত ব্যবহার করলে ত্বকে সংবেদনশীলতা তৈরি হতে পারে।

৬০ কোটি বছর আগের একচোখো আদ্যপ্রাণী !

গ্রিক পুরাণে 'সাইক্লপস মানেই একচোখো দৈত্য-ওডিসি-তে

যার বর্ণনা দিয়েছেন কবি হোমার। কিন্তু কল্পকাহিনির সেই একচোখো চরিত্র যেন এবার বাস্তব বিজ্ঞানের আলোচনায় নতুন অর্থ পেল। সাম্প্রতিক এক যুগান্তকারী গবেষণায় দাবি করা হয়েছে, মানুষের চোখ-সহ সমস্ত মেরুদণ্ডী প্রাণীর দৃষ্টিশক্তির উস খুঁজে পাওয়া যায় প্রায় ৬০ কোটি বছর আগের এক আদ্যপ্রাণীর মধ্যে-যার ছিল মাত্র একটি চোখসদৃশ আলোকসংবেদনশীল অঙ্গ। এই গবেষণা পরিচালনা করেছেন সুইডেনের লুন্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রিটেনের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়-এর বিজ্ঞানীরা। তাঁদের গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী Current Biol-ogy-তে। গবেষণাটি চোখ ও মস্তিষ্কের বিবর্তন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে। গবেষকদের মতে, আধুনিক মেরুদণ্ডী প্রাণীর পূর্বপুরুষ ছিল সমুদ্রবাসী এক অতি প্রাচীন জীব, যার শরীরে ছিল একটি মাত্র আলোকসংবেদনশীল অঙ্গ। সেটি আধুনিক চোখের মতো জটিল গঠনবিশিষ্ট ছিল না। বরং তা ছিল আলো শনাক্ত করার এক প্রাথমিক জৈব কাঠামো-যার কাজ ছিল কেবল আলো-আঁধারের পার্থক্য বোঝা। লুন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এমেরিটাস ড্যান-ই নিলসন বলেন, গবেষণার ফলাফল সত্যিই বিস্ময়কর। আমাদের চোখ ও মস্তিষ্কের বিবর্তন সম্পর্কে যে ধারণা এতদিন ছিল, তা যেন আমূল বদলে গেল। তাঁর মতে, এই আদিম আলোকসংবেদনশীল অঙ্গ থেকেই ধাপে ধাপে জটিল দৃষ্টিশক্তির বিবর্তন হয়েছে। প্রায় ৬০ কোটি বছর আগে পৃথিবীতে জীবনের রূপ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সেই সময়কার সমুদ্রবাসী অণুজীব বা আদ্যপ্রাণীদের দেহে যে আলোকসংবেদনশীল অংশ তৈরি হয়েছিল, সেটিই ছিল চোখের বিবর্তনের সূচনা। প্রথমে সেই অঙ্গ কেবল আলো প্রতিফলন বা আলোর উপস্থিতি বুঝতে পারত। ধীরে ধীরে জিনগত পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে তা আরও জটিল রূপ নেয়। গবেষণা বলছে, সেই একচোখো কাঠামোর নির্দিষ্ট কোষগুচ্ছ থেকেই পরে দুটি পৃথক চোখের বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ মানুষের দুই চোখ আসলে বিবর্তনের পথে একটি একক আলোকসংবেদনশীল অঙ্গের দ্বিখণ্ডিত ও উন্নত সংস্করণ। বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরেই জানতেন যে মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখের গঠন পোকামাকড় বা স্কুইডের চোখ থেকে মূলগতভাবে ভিন্ন। এই গবেষণা সেই পার্থক্যের ব্যাখ্যা দিয়েছে। মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখ এক স্বতন্ত্র বিবর্তনীয় ধারা অনুসরণ করেছে, যার শিক। সেই একচোখো আদ্যপ্রাণীর মধ্যে নিহিত। অন্য প্রাণীগোষ্ঠীর চোখ আলাদা পথে বিবর্তিত হয়েছে। ফলে মানুষের চোখের রেটিনা, স্নায়ু সংযোগ ও মস্তিষ্কের সঙ্গে সমন্বয় এক বিশেষ জৈব ইতিহাসের ফল। গবেষকরা মনে করছেন, এই প্রাচীন একচোখো পর্যায় অতিক্রম না করলে মানুষের চোখের বর্তমান গঠন ও কার্যকারিতা সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে পারত। গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই আদিম জীবের জিনগত বৈশিষ্ট্যই পরবর্তীকালে মেরুদণ্ডী প্রাণীদের শরীরে বহন করা হয়েছে। বহু প্রজন্ম ধরে জিনের ক্ষুদ্র পরিবর্তন, সংযোজন ও পরিবর্ধনের মাধ্যমে চোখের জটিলতা বৃদ্ধি পায়। মানুষের ক্ষেত্রে এই বিবর্তন চূ।ান্তভাবে এমন এক দৃষ্টিশক্তি তৈরি করেছে, যা রঙ, গভীরতা ও সূক্ষ্ম ন।াচ।া শনাক্ত করতে সক্ষম। বিজ্ঞানীদের মতে, মানুষের দৃষ্টিশক্তি কেবল চোখের ফল নয় এটি চোখ ও মস্তিষ্কের জটিল সমন্বয়ের ফলাফল। আর সেই সমন্বয়ের প্রাথমিক কাঠামো তৈরি হয়েছিল কোটি কোটি বছর আগে

NAME CHANGE
I, Sairabanu Beya (Old Name) W/o Arif Sekh Residing at Madhya Sitakundu, P.o - Sitakundu, Baruipur - 743387, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Srirabanu Bibi (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-02-2026. Sairabanu Beya (Old Name) and Srirabanu Bibi (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sahajahan Molla (Old Name) S/o Late Ahammad Hamid Residing at Vill - Sulut Molla Para, P.o - Patul, P.s - Khanakul, District - Hooghly, Pin - 712406, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Sajahan Molla (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 02-03-2026. Sahajahan Molla (Old Name) and Sajahan Molla (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Rakesh Rajak S/o Late Raghu Rajak Residing at 15/1C, Lokenath Bose Garden Lane, P.o - Gobinda Khatik Road, P.s - Topsia, District - Kolkata, Pin- 700046, West Bengal India, that my deceased father who previously known as Ragu Chandra Rajak (Old Name) shall henceforth be known as Raghu Rajak (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 02-03-2026. I declare that my deceased father Ragu Chandra Rajak (Old Name) and Raghu Rajak (New Name) is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Ishita Vora, Ishita Pankaj Vora (Old Name) D/o Pankaj J Vora Residing at 24/1C, Girish Mukherjee Road, Near Purna Cinema, Bhawanipore, Vtc - Kolkata, District - Kolkata, Pin - 700025, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Ishita P Vora (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 27-02-2026. Ishita Vora, Ishita Pankaj Vora (Old Name) and Ishita P Vora (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, NITAI BAIDYA S/o GOURANGO BAIDYA residing at Chandkhali, P.O.-Kumarhat, P.S.-Baruipur, Dist.-South 24 Parganas, Pin-743387 West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name GOURANGO BAIDYA instead of RADHAKANTA as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore, Kolkata-27 dated 26/02/26. GOURANGO BAIDYA and RADHAKANTA both are the same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Harsha Vora, Harsha Pankaj Vora (Old Name) W/o Pankaj J Vora Residing at 24/1C, Girish Mukherjee Road, Bhawanipore,District - Kolkata, Pin - 700025, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Harsha P Vora (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 27-02-2026. Harsha Vora, Harsha Pankaj Vora (Old Name) and Harsha P Vora (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Mala Mondal D/o Satya Mondal residing at Chandkhali, P.O.-Kumarhat, P.S.-Baruipur, Dist.-South 24 Parganas, Pin-743387 West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name SATYA MONDAL instead of SATYAPADA MONDAL and my actual name MALA MONDAL instead of SOURJAHAN BIBI alias SAKURJAN BIBI LASKAR as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore, Kolkata-27 dated 26/02/26. SATYA MONDAL and SATYAPADA MONDAL along with MALA MONDAL, SOURJAHAN BIBI and SAKURJAN BIBI LASKAR all are the same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sarfuddin Siddiqui (Old Name) S/o Late Md Kashim Residing at No302, Near Wahabi Masjid Chak, Banshberia Bauri Para, Hooghly Rural- 712502, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Sarfuddin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-02-2026. Sarfuddin Siddiqui (Old Name) and Sarfuddin (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, PALLAVI SARDAR D/o GOUR SARDAR residing at Chandkhali, P.O.-Kumarhat, P.S.-Baruipur, Dist.-South 24 Parganas, Pin-743387 West Bengal, do hereby solemnly affirm and declare my father's actual name GOUR SARDAR instead of GOURHARI SARDAR, as declared before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore, Kolkata-27 dated 26/02/26. GOUR SARDAR and GOURHARI SARDAR both are the same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Samsuddin Siddique (Old Name) S/o Sarfuddin Residing at No302, Near Wahabi Masjid Chak, Banshberia Bauri Para, Hooghly Rural-712502, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Samsuddin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 26-02-2026. Samsuddin Siddique (Old Name) and Md Samsuddin (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Lalita Rajak (Old Name) W/o Late Raghu Rajak Residing at 15/1C, Lokenath Bose Garden Lane, P.o - Gobinda Khatik Road, P.s - Topsia, District - Kolkata, Pin - 700046, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Lalita Bebi Rajak (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 02-03-2026. Lalita Rajak (Old Name) and Lalita Bebi Rajak (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Madhusudan Mandal (Old Name) S/O–Anil Mandal residing at Vill-Madhupur , PO-Pipragachi , PS-Chapra , Nadia, West Bengal 741123 do hereby declare that I have changed my name from Madhusudan Mandal to Madhu Mondal and henceforth I shall be known as Madhu Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/03/2026. My name Madhu Mondal & Madhusudan Mandal both are same and one identical person.

সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তি
এই মর্মে সাধারণ জনগণকে অবগত করা যাচ্ছে যে MATUA LEAGUE দলের নামে একটি রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। কার্যালয়ের ঠিকানাঃ ডাঃ সি. এস. মীড মতুয়া নগর, পোস্ট অফিস বেয়াড়া, থানা- বাগদা, জেলা -উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪৩২৫১উক্ত দলটি গণপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ধারা ২৯-এ অনুযায়ী রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন, নয়াদিল্লিতে আবেদন জমা দিয়েছে। দলের পদাধিকারীদের নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপ ঃ
সভাপতি - অনুপ বিশ্বাস
সাধারণ সম্পাদক কৃশানু দাশ
কোষাধ্যক্ষ-তাপস কুমার বাগচী
যদি কারও MATUA LEAGUE-এর নিবন্ধন সম্পর্কেকোনো আপত্তি থাকে, তবে তিনি। তাহারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তির কারণসহ লিখিতভাবে সচিব (রাজনৈতিক দল), নির্বাচন কমিশন অব ইন্ডিয়া, নির্বচন সদন, অশোকা রোড, নয়াদিল্লি ১১০০০১ ঠিকানায় প্রেরণ করতে পারেন।

NAME CHANGE
I, Suparna Bhattachargee (Old Name) D/o Subhash Bhattacharjee Residing at Palita Road, Katwa (M),Bardhaman District - Purba Bardhaman, Pin - 713130, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Suparna Saha Bhattacharjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 02-03-2026. Suparna Bhattachargee (Old Name) and Suparna Saha Bhattacharjee (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Utsav Vora, Utsav Pankaj Vora (Old Name) S/o Pankaj J Vora Residing at 24/1C, Girish Mukherjee Road, Near Purna Cinema, Bhawanipore, Vtc - Kolkata, District - Kolkata, Pin - 700025, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Utsav P Vora (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 27-02-2026. Utsav Vora, Utsav Pankaj Vora (Old Name) and Utsav P Vora (New Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Ariful Alam Biswas (Old Name) S/O–Abdul Kader Biswas resident of Lakshmipur , Chapra , Nadia , West Bengal, Pin-741123 do hereby declared that I have changed my name from Ariful Alam Biswas to Areful Alam Biswas and henceforth I shall be known as Areful Alam Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/03/2026. My name Areful Alam Biswas & Ariful Alam Biswas both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Mostak Hossen (Old Name) S/O–Jasimaddin Ahammed resident of Rasulpur , Shibkrishnapur , Kushmondi , South Dinajpur , West Bengal, Pin-733132 do hereby declared that I have changed my name from Mostak Hossen to Mostak Hossain and henceforth I shall be known as Mostak Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 02/03/2026. My name Mostak Hossain & Mostak Hossen both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Rasid khan পিতা Rahaman Khan (পুরাতন নাম), গ্রাম পোঃ - দক্ষিন রসুলপুর, থানা -আরামবাগ , জেলা-হুগলী, পিন নং- ৭১২৪১৩, পশ্চিমবঙ্গ। এলডি, এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, আরামবাগ, হুগলী কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা, Rasid Khan, পিতা Golam Rahaman Khan (নতুন নাম) পরিচিত হইল। গত ২৩.০২.২০২৬ তারিখে (SL-NO-3666) এফিডেভিট বলে Rasid khan পিতা Rahaman khan (পুরাতন নাম) এবং, Rasid khan পিতা Golam Rahaman Khan (নতুন নাম) উভয়েই একই ব্যক্তি হইলাম।

NAME CHANGE
I, ANOWAR HOSSIN (old name) S/O ABDUL SATTAR residing at GURUDASPUR PO - BEUCHITALA PS - DAULATABAD DIST - MURSHIDABAD PIN -742302. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from ANOWAR HOSSIN (old name) to ANOWAR HOSSAIN MONDAL (new name) and henceforth, I shall be Known as ANOWAR HOSSAIN MONDAL (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public at Berhampore court dated on 02/03/2026. ANOWAR HOSSAIN MONDAL (new name) & ANOWAR HOSSIN (old name) both name are same and one identical person.

NAME CHANGE
I SAHAR ALI MONDAL S/o-Late Abdul Khalek, Residing at Shuripukur,P.O-Noapara,P.S-Duttapukur,Old Barasat, Dist- North 24 Parganas, Kolkata.125,do hereby Solemnly affirm and declare as follows:- That my actual name is SAHAR ALI MONDAL.That SAHAR ALI & SAHAR ALI MONDAL is the same and one identical person.Vide Affidavit In the court of the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Barasat,Date-15/12/25

NAME CHANGE
I NISIKTA BANERJEE CHOWDHURY W/O TUHIN KUMAR CHOWDHURY residing at 107, B. B. Street, Hooghly-712232, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as NISIKTA BANERJEE as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit Dated 02/03/2026. NISIKTA BANERJEE CHOWDHURY and NISIKTA BANERJEE both are same and identical person.

NAME CHANGE
I, Mili Bhattacharya (old name) wife of Palash Das, residing at 269, Bankim Pally, P.O – Sodepur, Dist: North 24 Parganas, Pin: 700110, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Mily Das (new name) as declared before the Notary Public City Civil Court at Kolkata, vide affidavit no. 7 dated 25/02/2026. Mili Bhattacharya (old name) and Mily Das (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sekh Abdul Rahim (old name) son of Sk Rafik, residing at Vill: Dighasipur, P.O –Chakdwipa, P.S – Bhabanipur, Dist: Purba Medinipur, Pin: 721645, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Abdul Rahim (new name) as declared before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Haldia, vide affidavit no. 5014, dated 24/02/2026. Sekh Abdul Rahim (old name) and Sk Abdul Rahim (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, MAMON DUTTA (old name) D/o MAHADEV DUTTA residing at 166/A Khetra Hazra Lane P.O.& P.S. Berhampore, Dist Murshidabad, Pin-742101 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MAMONI DUTTA (New Name) as declared before the Ld. S.D.E.M.(S) 1st Class at Berhampore, Murshidabad dated 02/03/26. MAMONI DUTTA and MAMON DUTTA all are the same and one identical person.

NAME CHANGE
I,Monorama Munshi W/o Basudeb Munsi Residing at Abdulpur Karandighi islampur, Uttar Dinajpur,WB-733209. India have change my name and Shall henceforth be known as Manorama Munsi declared before the Notary Public at Kolkata.date-02.03.2026.Affidavit No.18.That Monorama Munshi and Manorama Munsi both are the same and one identical person.

NAME CHANGE
I,Kamal Munshi S/o Basudeb Munsi Residing at Abdulpur Karandighi islampur,Uttar Dinajpur,WB-733209.India have change my name and Shall henceforth be known as Kamal Munsi declared before the Notary Public at Kolkata.date-02.03.2026.Affidavit No.19.That Kamal Munshi and Kamal Munsi both are the same and one identical person.

NAME CHANGE
I,Ajifa Begum W/o Seherul Islam Residing at Sonakhali Sakoha Jora Sajnapara Dhupguri, Jalpaiguri, WB-735212.India have change my name and Shall henceforth be known as Ajifa as declared before the Notary Public at Kolkata.date-02.03.2026.Affidavit No.14.That Ajifa Begum and Ajifa both are the same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sahirul Islam S/o Abdul Rahaman Residing at Sonakhali Sakoha Jora Sajnapara Dhupguri,Jalpaiguri,WB-735212.India have change my name and Shall henceforth be known as Saherul Islam as declared before the Notary Public at Kolkata. date- 02.03.2026. Affidavit No.16.That Sahirul Islam and Saherul Islam both are the same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Basudeb Munshi S/o Purnacharan Munsi Residing at Abdulpur Karandighi islampur,Uttar Dinajpur,WB-733209.India have change my name and Shall henceforth be known as Basudeb Munsi declared before the Notary Public at Kolkata.date-02.03.2026.Affidavit No.17.That Basudeb Munshi and Basudeb Munsi both are the same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Abdul Rohoman Islam @ Md.Abdul Rahaman S/o Chutum Residing at Sonakhali Sakoha Jora Sajnapara Dhupguri,Jalpaiguri,WB-735212.India have change my name and Shall henceforth be known as Abdul Rahaman as declared before the Notary Public at Kolkata.date-02.03.2026.Affidavit No.15.That Abdul Rohoman Islam @ Md.Abdul Rahaman and Abdul Rahaman both are the same and one identical person.

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা ডেমু ট্রেনের উপলব্ধতা এবং যাত্রী সুবিধা উন্নীতকরণ

মালিগাঁও, ২ মার্চঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে উত্তর-পূর্ব এবং সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে রেন সংযোগ বৃদ্ধি, যাত্রীদের সুবিধা উন্নত করা এবং পরিচালনগত পরিকাঠামো শক্তিশালী করার প্রতি তার প্রতিশ্রুতি মজবুত করে চলেছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং ডেমু রেক বৃদ্ধি সহ সাম্প্রতিক পদক্ষেপের একটি সিরিজ এই অঞ্চলে বৃহত্তর আর্থ-সামাজিক সুবিধা প্রদানের জন্য প্রস্তুত।একটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়নে, নিউ বঙাইগাঁও ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপে নবনির্মিত ডেমু শেডে একটি লোড বক্স টেস্টিং সুবিধা চালু করা হয়েছে। ওয়ার্কশপটি প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক পরিবর্তনগুলি সফলভাবে সম্পন্ন করেছে, যার মধ্যে কেবল এক্সটেনশনের ব্যবস্থা এবং নতুন শেডের মধ্যেই লোড বক্স টেস্টিঙের জন্য একটি অতিরিক্ত প্যানেল স্থাপন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই আধুনিকীকরণ ব্যবস্থা পরীক্ষার কার্যক্রমের জন্য সুরক্ষামূলক এবং নির্ভরযোগ্য বিদ্যু সরবরাহ নিশ্চিত করে।এই সুবিধা চালু হওয়ার সাথে সাথে, ডেমু রেকের ড্রাইভিং পাওয়ার কার (ডিপিসি) এখন একই শেডে পরীক্ষা করা হবে, যার ফলে লোড' বক্স টেস্টিঙের জন্য অন্য স্থানে স্থানান্তরের পূর্বের প্রক্রিয়াটি বাতিল হবে। এর ফলে অপ্রয়োজনীয় শাঃ টং অপারেশন হ্রাস পেয়েছে, চলাচলে সময়ের অপচয় কম হয়েছে এবং শ্রমশক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার

হয়েছে। এই পদক্ষেপের দ্বারা কাজের প্রক্রিয়াকে উল্লেখযোগ্যভাবে সহজ করেছে, যার ফলে ডেমু রেকগুলির দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে এবং পরিচালন দক্ষতা উন্নত হয়েছে।একই সাথে, ক্রমবর্ধমান যাত্রী চাহিদা পূরণের জন্য, বিশেষ করে কম-দূরত্ব এবং সাব-আরবান অংশগুলিতে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ডেমু রেকগুলি বৃদ্ধি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ নিয়েছে। উন্নত রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষমতা এবং পরীক্ষার পরিকাঠামো ডেমু পরিষেবার উচ্চতর প্রাপ্যতা, বর্ধিত নির্ভরযোগ্যতা এবং আরও ভাল সময়ানুবর্তিতা নিশ্চিত করবে।এই পদক্ষেপগুলির বৃহত্তর সুবিধাগুলি রেলওয়ে কার্যক্রমের বাইরেও বিস্তৃত। বর্ধিত ডেমুর উপলব্ধতা অসম এবং অন্যান্য উত্তর-পূর্ব রাজ্য জুড়ে প্রতিদিনের যাত্রী, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী এবং অফিসগামীদের সরাসরি সহায়তা করে। উন্নত সংযোগ আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখে, বাজার, স্বাস্থ্যসেবা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুনিতে প্রবেশাধিকার সহজতর করে এবং প্রধান সংযোগস্থলগুলির সাথে দূরবর্তী ও সেমি-আরবান এলাকার একত্রীকরণকে শক্তিশালী করে।নিরাপদ, দক্ষ এবং যাত্রী-বান্ধব পরিবহন প্রদানের জন্য ভারতীয় রেলওয়ের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণ, কর্মশালার সক্ষমতা উন্নত করা এবং যাত্রী পরিষেবা আপগ্রেড করার জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ক্রমাগত পরিকাঠামোগত উন্নয়ন এবং পরিষেবা বৃদ্ধির মাধ্যমে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে আঞ্চলিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে এবং উত্তর-পূর্ব জুড়ে বাধাহীন চলাচল নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ভারতে স্তন ক্যান্সারের প্রাথমিক সনাক্তকরণের ফলে পরিবর্তন আসছে

কলকাতা, ১ মার্চ ঃ আরজি হসপিটালস, কলকাতা জোর দিয়ে বলছে যে, প্রাথমিকভাবে শনাক্তকরণের ফলে অনেকের জন্য স্তন ক্যান্সার একটি নীরব ঘাতক থেকে একটি পরিচালনাযোগ্য রোগে পরিণত হয়েছে। ভারতে, যেখানে ২০২৫ সালে প্রায ২.৪ লক্ষ নতুন কেস আবির্ভূত হয়েছিল, সেখানে একসময় দেরিতে রোগ নির্ণয়ের অর্থ ছিল ভয়াবহ পূর্বাভাস, ৫৭ এরও বেশি রোগী উন্নত পর্যায়ে উপস্থিত হন, বেঁচে থাকার হার ৪০ এর নিচে নেমে আসে। আজ, পরিবর্তনশীল প্রবণতাগুলি আশাব্যঞ্জকঃসচেতনতা এবং অ্যাক্সেসযোগ্য স্ক্রিনিংযের মাধ্যমে আরও বেশি মহিলা প্রাথমিক পর্যাযে এটি সনাক্ত করে, প্রথম ধাপের ক্ষেত্রে পাঁচ বছরের বেঁচে থাকার হার ৯০ বা তার বেশি করে। উদ্বেগজনকভাবে, ২০২২ সালে বিশ্বব্যাপী স্তন ক্যান্সার প্রায় ৬৭০,০০০ মানুষের জীবন কেড়ে নিয়েছে, ১৮৫টি দেশের মধ্যে ১৫৭টিতে মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ ক্যান্সার হিসাবে তালিকার শীর্ষে রয়েছে। ২০৫০ সালের মধ্যে, বিশ্বব্যাপী প্রতি বছর স্তন ক্যান্সারের ঘটনা ৩.২ মিলিযন নতুন রোগ নির্ণযে পৌঁছানোর সম্ভাবনা রয়েছে, যার মধ্যে প্রতি বছর ১.১ মিলিয়ন সম্পর্কিত মৃত্যু, মামলার সংখ্যা ৩৮ বৃদ্ধি এবং ২০২২ স্তরের তুলনায় মৃত্যু ৬৮।প্রাথমিক স্ক্রিনিংয়ের গুরুত্ব

ভারত এবং অন্যান্য এশীয দেশগুলিতে, স্তন ক্যান্সার প্রাযশই পশ্চিমা বিশ্বের তুলনায় এক দশক আগে মহিলাদের আক্রমণ করে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ৪৫ বছর বযসের কাছাকাছি, যা জেনেটিক্স, দৈনন্দিন অভ্যাস এবং বিলম্বিত চেক-আপের কারণে ঘটে। শহুরে জনসংখ্যার ম্যামোগ্রামের সহজলভ্যতা রয়েছে, তবে গ্রামীণ এলাকায, বিলম্বের অর্থ হল ৭০ রোগ নিণয় তৃতীয় বা চতুর্থ পর্যায়ে আসে, যখন চিকিৎসা আরও জটিল হয়ে ওঠে। NFHS-5 এর মতো জাতীয় জরিপগুলি দেখায় যে স্ক্রিনিং এখনও কম, মাত্র ১ এর কম ম্যামোগ্রাম এবং ০.৯ ক্লিনিকাল স্তন পরীক্ষা করান, তবে আয়ুষ্মান ভারতের মতো প্রোগ্রামগুলি ৩০ বছরের বেশি বয়সী মহিলাদের জন্য ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে, সুবিধাজনক দোরগোড়ায় স্ক্রিনিংয়ের জন্য কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মী ব্যবহার করছে। ভারতীয় মহিলাদের জন্য স্মার্ট স্ক্রিনিং ভারতে স্তন ক্যান্সার স্ক্রিনিংয়ের জন্য কোনও এক-আকার-ফিট-সব কাজ করে না, আমাদের বাস্তবতা খুব বৈচিত্র্যময়। সহজ মাসিক স্ব-স্তন পরীক্ষা আপনাকে নিযন্ত্রণ দেয়, আপনাকে আলতো করে তাড়াতাড়ি পিণ্ড সনাক্ত করতে দেয, প্রয়োজনে সময়োপযোগী চিকিৎসা হস্তক্ষেপ সক্ষম করে। প্রশিক্ষিত নার্সদের দ্বারা বার্ষিক ক্লিনিক্যাল ব্রেস্ট পরীক্ষা নির্ভরযোগ্য, বাজেট-বান্ধব সনাক্তকরণ প্রদান করে যা বেশিরভাগের জন্যই সহজলভ্য।

পূর্বোত্তর রেলের উদ্যোগ, হোলি উপলক্ষে ১১০টি বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর, ২ মার্চ ঃ হোলি উৎসবকে সামনে রেখে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভি। সামাল দিতে রেকর্ড সংখ্যক বিশেষ ট্রেন চালাচ্ছে নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে। পূর্বোত্তর রেলের বিভিন্ন স্টেশন থেকে এবং বিভিন্ন স্টেশন হয়ে মোট ১১০টি হোলি স্পেশাল ট্রেন ৭০৬টি ফেরা দেবে। প্রতিবছর হোলির সময় দেশজুড়ে যাত্রীসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে মহানগর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরে কর্মরত যাত্রীরা উৎসবের সময় নিজ গন্তব্যে যাতায়াত করেন। সেই বা।তি চাহিদা মেটাতে পূর্বোত্তর রেল বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। হোলির আগে ও পরে বিশেষ ট্রেন-হোলি উপলক্ষে যাত্রীদের বাড়তি চাপের কথা মাথায় রেখে ৭৬টি হোলি স্পেশাল ট্রেন ৪১৬টি ফেরায় চালানো হচ্ছে। এছাড়া পূর্বোত্তর রেলের বিভিন্ন স্টেশন হয়ে দেশের গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির উদ্দেশে আরও ৩৪টি বিশেষ ট্রেন ২৯০টি ফেরায় চলবে। সব মিলিয়ে মোট ১১০টি হোলি স্পেশাল ট্রেন ৭০৬টি ফেরা দেবে। যাত্রীরা এই বিশেষ ট্রেনগুলির সুবিধা নিয়ে সহজ ও আরামদায়ক ভ্রমণ করতে পারবেন।

পরিবারের সকলের নাম 'বিচারাধীন' ভোটার তালিকায় আতঙ্কে মৃত্যু প্রৌঢ়ের, ফরাক্কায় আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা অপর এক ব্যক্তির

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ২ মার্চঃ নিজের সহ পরিবারের দশজনের নাম নির্বাচন কমিশনের ভোটার তালিকায় 'বিচারাধীন' থাকায় দেশ ছাড়তে হবে এই আতঙ্কে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক প্রৌঢ়ের। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদ থানার অন্তর্গত গুধিয়া গ্রামে। মৃত ওই ব্যক্তির নাম আব্দুল শেখ (৭০)। মৃত আব্দুল সহ তাঁর পরিবারের ১০ জন সদস্যের নাম 'বিচারাধীন' তালিকায় রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় সকলের নাম না উঠলে পরিবারের সমস্ত সদস্যকে দেশ ছাড়তে হতে পারে এই আতঙ্কে ওই প্রৌঢ়ের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি তাঁর পরিবারের। সূত্রের খবর নামের বানানে কিছু ভুল থাকায় আব্দুল এবং তাঁর পরিবারের ১০ জন সদস্য এসআইআর -এর শুনানিতে ডাক পেয়েছিলেন। সমস্ত নথি জমা করার পরও ওই পরিবারের সকলের নাম 'বিচারাধীন' তালিকায় রয়ে যায়। আব্দুল এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা ২৪৪ নম্বর বুথের ভোটার ছিলেন। এসআইআর আতঙ্কে আব্দুলের মৃত্যুর প্রতিবাদে সোমবার সকাল থেকে গুধিয়া বকুলতলা মোড়ে হরিরামপুর-বহরমপুর রাজ্য সড়কের ওপর পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল নেতৃত্ব সহ স্থানীয় বাসিন্দারা। ফলে প্রায় এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে অবরুদ্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে মুর্শিদাবাদ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। কিন্তু অবরোধকারীরা অবরোধ তুলতে নারাজ। ফলে যানবাহনের পথ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয় পুলিশ। এদিনের অবরোধে নেতৃত্ব দিতে দেখা গেছে তৃণমূল নেত্রী তথা মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের কোমেন্টর শাওনী সিংহ রায় সহ ব্লকের অন্যান্য তৃণমূল নেতানেত্রীদের। শাওনী সিংহ রায় জানান, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে। সেখানে দেখা গেছে আমাদের মুর্শিদাবাদ নির্বাচনী কেন্দ্রে ২,৪১০০০ ভোটারের মধ্যে ২০,৪৬৯ জনের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে এবং বিচারাধীন রয়েছে ২১,১৫০ জনের নাম। তিনি আরও বলেন, ''বিচারাধীন ভোটার তালিকায় ছিল ২৪৪ নম্বর বুথের ভোটার আব্দুল শেখের নাম। নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের নাম চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় না থাকায় গত দু'দিন ধরেই তিনি আতঙ্কে ভুগছিলেন। হঠাৎ গতকাল রাতে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন। তারপর তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।'' স্বরও অভিযোগ জানিয়ে তিনি বলেন, ''এই ভাবে গত তিন মাস ধরে রাজ্য জুড়ে এসআইআর আতঙ্কে মারা গেছেন বহু মানুষ। তাই স্থানীয় বাসিন্দারা বাধ্য হয়েই আজ রাস্তায় নেমেছে।'' যতক্ষণ না এর কোনও সুরাহা হচ্ছে ততক্ষন এই অবরোধ কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন শাওনী সিংহ রায়। অন্যদিকে অপর একটি ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের 'বিচারাধীন' তালিকায় নাম থাকায় বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করলেন এক ব্যক্তি। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ফরাক্কা থানার বিন্দু গ্রাম লুথার কলোনী এলাকায়। অসুস্থ ওই ব্যক্তির নাম বাবলু হালদার (৬০)বর্তমানে ওই ব্যক্তি জঙ্গিপুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বলেন, ''নির্বাচন কমিশনের ভুল সিদ্ধান্তের জন্য মানুষ এখন আত্মহত্যার চেষ্টার মতো চরম পথ বেছে নিতে চাইছেন। কী কারণে এত সংখ্যক লোকের নাম 'বিচারাধীন' রেখে নির্বাচন কমিশন তালিকা ঘোষণা করলো তা আমরা বুঝতে পারছি না। আমরা নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ দাবি করছি। পূর্ণাঙ্গ ভোটার তালিকা প্রকাশের পরই যেন নির্বাচনের দিন ঘোষণা করা হয়- আমরা এই দাবিও রাখছি।''

গ্রেফতার তিন বাংলাদেশি মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২ মার্চ ঃ অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের অভিযোগে তিনজন বাংলাদেশি মহিলাকে গ্রেফতার করল রেলপুলিশ। সোমবার গুয়াহাটি-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে তাঁদের আটক করা হয় বলে জানা গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার পর। ধৃত তিন মহিলার কাছে কোনো বৈধ ভিসা বা প্রয়োজনীয় নথিপত্র ছিল না বলে প্রাথমিক তদন্তে নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ। রেল ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত তিন মহিলা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলার বাসিন্দা। অভিযোগ, তাঁরা দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে সীমান্ত পার হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। অসম-বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে এ দেশে ঢোকার পর কর্নাটকে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁদের। কাজের খোঁজেই তাঁরা বেঙ্গালুরু যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন বলে জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছেন। সোমবার এনজেপি স্টেশন থেকে গুয়াহাটি-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেসে ওঠেন তিনজন। ট্রেনের জেনারেল কামরায় তাঁরা অবস্থান করছিলেন। পরে মালদহ রেলপুলিশের নজরদারির সময় সংঃ দহজনক আচরণ লক্ষ্য করা হলে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের সময়ই তিনজন স্বীকার করেন যে তাঁরা বৈধ নথি ছাড়া বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছেন। জানা গেছে, সিলেট সীমান্ত পার হয়ে দালালের সহায়তায় তাঁরা ট্রেনে ওঠেন। রেলপুলিশ জানিয়েছে, অবৈধ অনুপ্রবেশের সঙ্গে কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে সীমান্ত এলাকায় সক্রিয় দালালচক্রের খোঁজে তদন্ত চালানো হবে। ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। এই ঘটনায় সীমান্ত নিরাপত্তা এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। রেলপুলিশ যাত্রী নিরাপত্তার স্বার্থে ট্রেনগুলিতে নজরদারি আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। ধৃত তিন মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাদের ভারতে আসার মূল উদ্দেশ্য এবং সম্ভাব্য যোগাযোগ নেটওয়ার্ক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।

ওন্দায় শুরু হলো রুট মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২ মার্চ ঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার আগেই বাঁকুড়ায় এসে পৌঁছাল কেন্দ্রীয় বাহিনী। আজ থেকেই জেলায় শুরু হয়েছে বাহিনীর রুট মার্চ। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, বাঁকুড়ায় মোট ১৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার কথা রয়েছে। তার মধ্যে বর্তমানে ১ কোম্পানি বাহিনী জেলায় এসে পৌঁছেছে। বাকি বাহিনীও ধাপে ধাপে জেলায় আসবে বলে জানানো হয়েছে। সোমবার ওন্দা থানার মাধবপুর, কাদাগোট, লায়দা, বাকুর্পা, ডুমুরিয়া এবং ঘোলকুণ্ডা অঞ্চলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা রুট মার্চ করেন। এলাকায় টহল দেওয়ার পাশাপাশি জওয়ানরা স্থানীয় সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাধারণ মানুষের মনে নিরাপত্তার ভরসা জাগিয়ে তুলতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এদিনের রুট মার্চে উপস্থিত ছিলেন ওন্দা থানার ওসি বিদ্যুৎ পাল এবং পুনিশোল ফাঁড়ির ইনচার্জ শ্রীমন্ত চক্রবর্তী সহ পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা। জেলা প্রশাসনের দাবি, জেলার স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নজরদারি আরও বাড়ানো হবে।

পথশ্রী রাস্তার উদ্বোধন জামালপুরে

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২ মার্চঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ১ নম্বর পঞ্চায়েতের বত্রিশবিঘা গ্রামে

কবরস্থান থেকে ইটভাটা পর্যন্ত প্রায় ২.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি নতুন রাস্তার উদ্বোধন করা হলো সোমবার। পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় নির্মিত এই রাস্তার ব্যয় হয়েছে ৯২ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা। উদ্বোধন করেন তৃণমূল কংগ্রেসের জামালপুর ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন। উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, জেলা জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি তথা পঞ্চায়েত উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মণ্ডল (পাঞ্জাব), প্রধান ডলি নন্দী, অঞ্চল সভাপতি আলিম শেখ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মেহেমুদ খাঁন জানান, গোটা জামালপুর ব্লক জুড়ে প্রতিটি অঞ্চলে পথশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে। কৃষিপ্রধান এই এলাকায় নতুন রাস্তা কৃষকদের পণ্য পরিবহণে যেমন সহায়তা করছে, তেমনি সাধারণ মানুষের যাতায়াতেও উল্লেখযোগ্য সুবিধা এনে দিয়েছে। তিনি বলেন, ''এই ধরনের পরিকাঠামো উন্নয়ন গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করছে এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়নের ধারাকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দিচ্ছে।'' ভূতনাথ মালিক বলেন, ''পথশ্রী প্রকল্প রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে গৃহীত একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। রাজ্যের প্রায় প্রতিটি ব্লকের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এখন ঢালাই বা পিচ রাস্তা নির্মিত হয়েছে।'' তিনি দাবি করেন, নবনির্মিত এই রাস্তা স্থানীয় বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবনে বড় উপকারে আসবে। জামালপুর ব্লকে ধারাবাহিকভাবে রাস্তা উদ্বোধনের ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও জোর চর্চা শুরু হয়েছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই উন্নয়নমূলক কাজ শাসক দলের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করবে বলে মনে করছেন অনেকেই।

বাংলায় ভোট ডিউটিতে এসে কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকের মৃত্যু, পূর্ব বর্ধমানে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ২ মার্চ ঃ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলায় এসে মৃত্যু হল এক কেন্দ্রীয় বাহিনীর আধিকারিকের। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমান জেলায়। মৃতের নাম নগেন্দ্র সিং। তিনি সেন্ট্রাল রিসার্ভ পুলিশ ফোর্স ২১৫ ব্যাটেলিয়ন-এর সাব-ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এবং মৃত্যুর কারণ নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। জানা গেছে, সামনের বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী ইতিমধ্যে মোতায়েন করা হয়েছে। ভোটের আবহে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন এলাকায় বাহিনী রুটমার্চও শুরু করেছে। পূর্ব বর্ধমানেও কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে। বর্ধমান শহরে এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসেছে। তাঁদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট ক্যাম্পের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। রবিবারই ওই বাহিনী বর্ধমান শহরে পৌঁছায় বলে সূত্রের খবর। পরিবার ও সহকর্মীদের সূত্রে জানা যায়, গতকাল সন্ধ্যার পর আচমকাই শারীরিক অসুস্থতা অনুভব করেন নগেন্দ্র সিং। প্রথমে বিষয়টি সাধারণ অসুস্থতা মনে হলেও ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। রাত ন'টার কিছু পরে তাঁকে দ্রুত বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দিলেও শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। রাতের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়। নগেন্দ্র সিংয়ের বাড়ি ছিল বিহারের বৈশালী জেলার সরাই থানা এলাকায়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে কেন্দ্রীয় বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন বলে জানা গেছে। ভোটের নিরাপত্তা দায়িত্ব পালনের জন্যই তাঁকে বাংলায় পাঠানো হয়েছিল। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সহকর্মীদের মধ্যেও গভীর শোকের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এদিকে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, এটি স্বাভাবিক শারীরিক অসুস্থতার ফল হতে পারে। তবে চিকিৎসকরা নিশ্চিতভাবে কিছু জানাননি। তাই সাধারণ মৃত্যু নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে সংশ্লিষ্ট প্রশাসন। মৃত আধিকারিকের পরিবারকেও খবর পাঠানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

বীরভূমে পা রেখেই জল্পনার অবসান করলেন হুমায়ুন কবীর, ১১ আসনে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ২ মার্চ ঃ সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিষ্কারের পর এই প্রথম বীরভূম জেলা শহরে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে অংশ নিলেন জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর। বীরভূমের ইলামবাজারের নবগ্রামে তিনি উপস্থিত হয়ে এক ইফতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। স্থানীয় বহু মানুষ ও সমর্থক সেই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে হুমায়ুন কবীর জানান, বীরভূম জেলার মোট ১১ টি বিধানসভা আসনেই তাঁর দল প্রার্থী দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি বলেন, যদি কোনও রাজনৈতিক দল জোটে আসতে চায়, তাহলে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে কেউ জোটে না এলে জনতা উন্নয়ন পার্টি একাই ১১ টি আসনে প্রার্থী দেবে। জোট প্রসঙ্গে তিনি আরও স্পষ্ট করে জানান, বামেদের সঙ্গে কোনও জোট হবে না। যদিও সিপিএমের সঙ্গে সম্ভাব্য সমঝোতার ইঙ্গিত দেন তিনি। তাঁর কথায়, তৃণমূল কংগ্রেসকে ক্ষমতা থেকে সরানোই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। এদিন বিজেপির রথযাত্রা নিয়েও কড়া সমালোচনা করেন হুমায়ুন কবীর। তিনি বিজেপিকে 'সাম্প্রদায়িক দল' বলে আখ্যা দিয়ে দাবি করেন, আগের রথযাত্রা যেমন কোনও ফল দেয়নি, এবারও দেবে না। বাবরি মসজিদ প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, বাবরি মসজিদ ভেঙেছে বিজেপি। আমি সেই বাবরি মসজিদ তৈরি করব। এভাবেই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে রাজনৈতিক বার্তা দেন জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা। তৃণমূল তাঁকে সাসপেন্ড করার

পরে নতুন রাজনৈতিক দল তৈরির ঘোষণা করেন হুমায়ুন। গত বছরের ২২ ডিসেম্বর ঘটা করে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় সভা করেন ভরতপুরের বিধায়ক। তখনই দলের নাম বলেছিলেন, 'জনতা উন্নয়ন পার্টি'। দিন কয়েক আগে 'জনতা উন্নয়ন পার্টি'র রেজিস্ট্রেশনের জন্য নির্বাচন কমিশনে সুপারিশ করে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও)-এর দফতর। জানা যায়, সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন মঞ্জুর করতে পারে কমিশন।

নাদনঘাটে রুট মার্চ, শান্তি-শৃঙ্খলা খতিয়ে দেখলেন জওয়ানরা

প্রসেনজিত দেবনাথ, কালনা, ২ মার্চ ঃ রাজ্যে নির্বাচন ঘনিয়ে আসতেই ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তাবোধ জোরদার করতেই

শুরু হয়েছে রুট মার্চ। তারই অংশ হিসেবে সোমবার কালনা মহকুমার নাদনঘাট এলাকার রাজীবপুর, ঘোলা ও মালতিপুরে পৌঁছান কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। এদিন সকাল থেকেই ওই এলাকাগুলিতে জওয়ানদের টহল দিতে দেখা যায়। সুশৃঙ্খল পদযাত্রার মাধ্যমে তারা বিভিন্ন গ্রাম ও জনবহুল অঞ্চলে ঘুরে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। শুধু টহলেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গেও কথা বলেন তাঁরা। এলাকায় কোনওরকম অশান্তি, ভয়ভীতি বা সমস্যা রয়েছে কিনা সেই বিষয়েও খোঁজখবর নেন। স্থানীয়দের অনেকেই জানান, কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে তারা অনেকটাই আশ্বস্ত। নির্বাচনের সময় যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই এই রুট মার্চ বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে। জওয়ানরা এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সর্বদা সতর্ক রয়েছেন বলেও বার্তা দেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী দিনগুলিতেও জেলার বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় এই ধরনের রুট মার্চ অব্যাহত থাকবে। উদ্দেশ্য একটাই-সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নির্বাচন সম্পন্ন করা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ভোটার তালিকায় ২৮ মৃত ব্যক্তি সাক্ষাৎ করলেন বিডিওর সঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ২ মার্চ ঃ ভোটার তালিকায় ২৮ মৃত ব্যক্তি সাক্ষাৎ করলেন রামপুরহাট ১ ব্লকের বিডিও অঙ্কুর মিত্রর সাথে। এই ভোটাররা সবাই ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। বিডিও বলেন, দুদিন অপেক্ষা করুন। আগে বিচারাধীন বিষয়গুলো বিচারকরা দেখুন। তারপর আপনাদের ৬ নম্বর ফর্ম পূরণ করতে হবে। রামপুরহাট শহর কংগ্রেস সভাপতি সাহাজাদা কিনু বলেন, আমাদের ওয়ার্ডের একই পরিবারের বয়স্ক মা বাবা পাপ্পা রায়, লালু রায়। এবং তাদের দুই মেয়ে মনা রায়, বিজলী সিনহা রায় সহ মোট চার সদস্য। অন্যদিকে, মমতা বাগদি, মীনাক্ষী দাস, কবিতা মন্ডল, জয়া বারী, চিন্টু বীরবংশী, সুমিতা শর্মা সহ মোট ২৮ জন জীবিত ভোটারকে মৃত বানিয়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। রামপুরহাট ১ ব্লক বিডিও অঙ্কুর মিত্রর কাছে জানতে চাওয়া হয়, এরা কী করবে? বিডিও তাঁর উত্তরে সবাইকে আশ্বস্ত করেছেন। একইভাবে বড়শাল গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন বগটুই পশ্চিম পাড়ার ১৫০ নম্বর পার্টের বাসিন্দা রেজ্জাক সাহেব। কিন্তু তিনি বগটুই পূর্ব পাড়ের ১৫১ নম্বর পার্টের বি এল ও। তিনি বলেন, আমাকে হিয়ারিংয়ে ডাকা হয়েছিল। সবই সঠিক নবুদ জমা দিয়েছিলাম। তবুও আজকের এস আই আর লিস্টে আমাকে বিচারাধীন করা হয়েছে। আমার প্রশ্ন, যদি কমিশনের লোক হয়েও, আমাকে বিচারাধীন করা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ কোথায় যাবেন? শহরের ১২ নম্বর ওয়ার্ডের ১২৫ নম্বর পার্টের বি এল ও সঞ্জয় মণ্ডল জানান, বুথে ৮ জনের নাম নেই। রামপুরহাটের হরিনাথ পুর গ্রামের ১৭৪ নম্বর পার্টের বি এল ও সফিকুল ইসলাম জানান, ২২ জনের নাম ডিলিট হয়েছে। রামপুরহাট ১ ব্লকের ভোটার ১ লক্ষ ৯১ হাজার ৩০০ জন। এখানে ১ হাজারের বেশি নাম বাদ পড়েছে। ১০,০৬২ জনের নাম বিচারাধীন। রামপুরহাট মহকুমায় বিচারাধীন ভোটার সংখ্যা ৯২,২৮৭ জন। মুরারই ২ ব্লকে ভোটার ১ লক্ষ ৭০ হাজার। তার মধ্যে ৪৩৩ জনের নাম বাদ গেছে। ২০ হাজারের বেশি ভোটার বিচারাধীন। মুরারই ১ ব্লকে ভোটার ১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৭৮ জন। তার মধ্যে ৪২০ জনের নাম বাদ গেছে। বিচারাধীন ভোটার হলো ১৪, ৬৩১ জন। ময়ূরেশ্বর ১ এবং ২ ব্লকে বাদ পড়েছে অনেক কম। ময়ূরেশ্বর ১ ব্লকে ১১৫ এবং ২ ব্লকে ১৪৮ জন।

যুবককে খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুর্গাপুর, ২ মার্চ ঃ এক মহিলাকে গালিগালাজ ও হুমকি দেওয়ার প্রতিবাদ করায় কুড়ুলের কোপে এক যুবককে খুন করার অভিযোগ উঠল অন্য এক যুবকের বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম গোপাল দাস। আর অভিযুক্ত যুবকের নাম বিজয় টুডু। জানা গেছে, রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে দুর্গাপুরের পলাশডিহা দক্ষিণ আদিবাসী পাড়া এলাকায়। পুলিশ অভিযুক্ত বিজয় টুডুকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এই ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়েরা। সোমবার সকালে পুলিশকে ঘেরাও করেন এলাকাবাসীরা।

হাতির তান্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২ মার্চ ঃ আবারও লোকালয়ে হাতির হানা। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের পাথরমোড়া গ্রামে হাতির হামলায় ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল বসতবাড়ি ও একটি মোটরবাইক। গতকাল রবিবার মধ্যরাতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। গ্রামবাসীদের সূত্রে জানা গেছে, রবিবার রাতে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তিনটি হাতির একটি দল গ্রামে ঢুকে পড়ে। হাতির দলটি স্থানীয় একটি বাড়িতে চড়াও হয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। হাতির হামলায় বাড়িটির একাংশ, প্রাচীরের দুটি দেওয়াল এবং গোয়ালঘরের একটি অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এমনকি বাড়ির সামনে রাখা একটি মোটরবাইকও দুমড়ে-মুচড়ে দেয় হাতির দলটি। ঘটনার সময় ওই পরিবারের সদস্যরা ঘরের ভেতরেই ছিলেন। হাতির গর্জন ও ভাঙচুরের শব্দে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং প্রাণ বাঁচাতে চিৎকার শুরু করেন। প্রতিবেশীদের দাবি, বরাতজোরে ওই পরিবারের সদস্যরা প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, খাবারের খোঁজে বারবার জঙ্গল থেকে হাতির দল লোকালয়ে চলে আসছে এবং ফসলের পাশাপাশি জানমালের ক্ষতি করছে। তাঁদের দাবি, বন দফতরকে বারবার জানানো সত্ত্বেও তারা নির্বিকার। হাতির গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করতে বন দফতর ব্যর্থ হওয়ায় জঙ্গল সংলগ্ন গ্রামগুলিতে এখন আতঙ্কে দিন কাটছে সাধারণ মানুষের।

Muriganga-1 Gram Panchayat
Pakhirala.Sagarshibpur,South 24 Parganas
E-mail: muriganga1.sagar@gmail.com

Office of the Muriganga-1 Gram Panchayat, Sagar Block,South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. NIT No: 10/NIT/XVFC-Tied/MG1GP/2026 dated 26/02/2026 Last Date of Bid Submission: **07/03/2026, 10:00 Hrs**. Date of Opening: **09/03/2026, 10:00 Hrs** and **NIT No: 11/NIT/XVFC-Untied/MG1GP/2026 dated 26/02/2026** Last Date of Bid Submission: **07/03/2026, 10:00 Hrs**. Date of Opening: **09/03/2026, 10:00 Hrs**. For details Pl. contact the Office of the Muriganga-1 Gram Panchayat, South 24 PGS,.or Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Prodhan
Muriganga-1 Gram Panchayat

OFFICE OF THE BAGHMUNDI GRAM PANCHAYAT
At-GOBINDAPUR::PO-RADHAGOBINDAPUR::PS-BAGHMUNDI ::Dist- PURULIA
Email-pradhan.baghmundi@gmail.com

Notice Inviting Tender No.–10/2025-26
Date of Sale of Tender Form : On any working day from **02/03/2026 to 09/03/2026 (from 11.00 am to 04.00 PM**. Last date of dropping of Sealed Tender Form: On or before **10/03/2026 (upto 1 pm for the last day)**. Date of Opening of Tender: **10/03/2026 (at 2 PM)**. For details visit the office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Baghmundi Gram Panchayat

ABRIDGED TENDER NOTICE
Prodhan, Bewa-I Gram Panchayat,Farakka Murshidabad

eTender is hereby invited by the undersigned of **NIeT No-12/ BEWA-I GP/ 2025-26 dated- 02/03/2026** for **11 nos** work under 15th FC Fund within Bewa-I GP, the last date of submission application is **10/03/2026 up to 14:00 PM.** Details of Tender notice will be available in website & **www.wbetenders.gov.in**, Interested Tenderers may visit at the office of the undersigned in any working day.

Sd/-
Prodhan
Bewa-I GP
Farakka ,Murshidabad.

সিগন্যালিং সম্পদের নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ

ই-টেণ্ডার নং. এসএনটি-৪৪-এলএমজি- ২০২৫-২৬ তারিখঃ ২৬-০২-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ **কাজের নামঃ** এসএসই/এসআইজি/ডিমাপুর/আইসি অধিক্ষেত্রের অধীনের সিগন্যালিং সম্পদের মেরামত, পুনরুদ্ধার/রক্ষণাবেক্ষণের উপায় দ্বারা নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৮২,১০,০৬৩.৯৪/- টাকা। **ডাক সুরক্ষাঃ** ২,৪১,১০০/- টাকা। **ই-টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ২০-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ** ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেণ্ডার প্র-পত্র **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল মিঠু আদক, স্বামী-কিশোর আদক, সাং ও পোঃ- মাশিলা, থানা-সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ১৬।০২।২০২৬ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৮৫৩ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা গীতারানী সিংহ ওরফে গীতারানী সিনহা, স্বামী- সুকুমার সিংহ ওরফে সুকুমার সিনহা এর নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন মাশিলা মৌজায় জে. এল. ২৪ নং ভুক্ত, এল. আর.- ৪৭, ৮৫৪ নং খতিয়ানে এল, আর. ২২৭০, ২২৭২ / ২৪১২ নং দাগে ডাঙ্গা মোট ০২ কাঠা ০৪ ছটাক ১২ বর্গফুট সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতা বিগত ইংরাজী- ১৯।০২।২০২৪ তারিখে হাওড়া- ০২ নং ডিঃ রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫১৩০১০১৮ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতার পক্ষে চন্দ্রশেখর দে পিতা- বিনয়কৃষ্ণ দে, সাং-২৩/ ৪/১ নবনারীতলা ১ম বাই লেন, বাকসাড়া, হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল. আর. ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল নুরাঙ্গিনা খাতুন, স্বামী- নুরজামা তরফদার, সাং- পাঁচপাড়া, পোঃ- রাধাদাসী, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ২১।০১।২০২৬ তারিখে হাওড়া-০২ নং রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫১৩০০২৮০ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা অঞ্জু সাঁপুই, স্বামী- গনেশ সাঁপুই দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন পাঁচপাড়া মৌজায় জে. এল. ৩৭ নং ভুক্ত, এল, আর. ০৫ নং খতিয়ানে এল, আর. ২১৪৩ নং দাগে শালি ০১ কাঠা ০৮ ছটাক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী- ১৬।০৩।২০১৮ তারিখে রানিহাটী রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৪ নং বহির ০০০৮৪ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতাগনের পক্ষে মনোজীত শীট পিতা- অনন্ত কুমার শীট, সাং- পাঁচপাড়া, পোঃ- রাধাদাসী, থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে বি. এল. অ্যান্ড এল, আর. ও. সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

ABRIDGED TENDER NOTICE
Prodhan, Bewa-I Gram Panchayat, Farakka Murshidabad

Invites sealed Tender **NIT No- 11/ 2025-26 dated-02.03.2026** for **15 nos work** under 15th CFC fund within Bewa-I GP. Last date of submission application is **06.03.2026 up to 1:00 PM.** Interested Tenderers may visit at the office of the undersigned in any working day.

Sd/-
Prodhan
Bewa-I GP
Farakka ,Murshidabad.

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে বৈদ্যুতিক কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি/ইএল/২২/২৫-২৬; তারিখ: ২৭-০২-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং. : এপি/ইএল/২২/২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে - বৈদ্যুতিক কাজের জন্য: ধুবড়ি স্টেশনকে "ডি" শ্রেণী থেকে "বি" শ্রেণীর স্টেশনে উন্নীত করার প্রস্তাব। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ১৬,৩৬,৭৪১.১৩/-টাকা; **বায়না মূল্য:** ৩২,৭০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **২৪-০৩-২০২৬** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৫:৩০** টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(জি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

OFFICE OF THE BANUPUR-1 GRAM PANCHAYAT
POST: BANIPUR, P.S.; SANKRAIL, DIST.: HOWRAH

Tender Notice

Banupur-I Gram Panchayat has invited Five (5) Nos of e-Nit for 15 fc Tied, Untied Scheme 3rd call Vide **NIT No: Banu-1/e-Nit/15th Tied-08-1 Nos, Banu-1/e-Nit/15th UnTied-09/3rdcall-1** Nos, Fund on dt-**28/02/2026 for year 2025-2026**, 2 Nos APAS schemes -Tender 4th call and Mplads-1 Nos Scheduled to be open on **11/3/2026 (at 10 AM)** and last date of bid Submission is on **09/3/2026**. For more details, please visit on:-**https://wbetenders.gov.in**

Prodhan
Banupur-1 Gram Panchayat

১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ১ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত অনলাইন সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ভারতীয় সেনা অগ্নিপথ প্রকল্প এবং নিয়মিত ক্যাডার নিবন্ধন

১. ভারতীয় সেনা অগ্নিপথ প্রকল্প এবং নিয়মিত ক্যাডারের জন্য ২০২৬-২৭ সালের নিয়োগ বছরের জন্য অনলাইন সাধারণ প্রবেশিকা পরীক্ষার (CEE) জন্য নিবন্ধন **১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ০১ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত** শুরু হয়েছে। যোগ্য প্রার্থীরা **www.joinindianarmy.nic.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। নিবন্ধন এবং আবেদন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করার ভিডিও ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

২. প্রার্থীদের প্রথমে একটি অনলাইন সিইই -তে অংশগ্রহণ করতে হবে, যা একটি কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা হবে। অনলাইন সিইই- তে অংশগ্রহণের জন্য প্রতিটি প্রার্থীকে ২৫০ /- টাকা পরীক্ষার ফি দিতে হবে। অনলাইন সিইই ২০২৬ সালের জুন মাসে নির্ধারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অনলাইন সিইই-এর জন্য নির্ধারিত তারিখগুলি পরে ঘোষণা করা হবে। অনুগ্রহ করে **www.joinindianarmy.nic.in** দেখুন।

৩. কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, হাওড়া, কলকাতা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা এবং সিকিমের অগ্নিবীর জিডি (মহিলা সামরিক পুলিশ) জেলার প্রার্থীরা কলকাতার রিক্রুটিং অফিস (সদর দপ্তর) এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। **যোগাযোগ নম্বর** ০৩৩২২২৩৬৮৮১।

OFFICE OF THE LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT
UNDER HURA PANCHAYAT SAMITY
P.O. – LAKHANPUR, P.S. – HURA, DIST – PURULIA (W.B.), PIN – 723104

E-Tender No: WBPUR/HURA/PRADHAN LAKHANPUR GRAM PANCHAYAT/(CFC)/NIT(e)-13/2025-26

E-tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of Construction of Community Hall. Last date of Submission of Bid(Online) 06/03/2026 at 6.55 PM. Bid Opening Date (online) **09/03/2026 at 11.00 AM**. For details please visit website **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. Invites Short notice Quotation for the work of Temporary Electrical Installation work for Accommodation of CAPF/SPF at different accommodation centers for WBLA General Election 2026 under CPC/Hooghly Rural Police District, Hooghly. (Phase-II).."
NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-30 of 2025-26
Bld submission closing date: 06/03/2026 upto 02.30 P.M.
Corrigendum If any will be published in website only.
Details of N.I.T.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br-X, KMC** invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following work: **NIT No.: X/100/APAS/269/1/2025-2026 (4th Call)** Name of work : **Construction of bus stand near 96B Raja S C Mullick Road in Ward 100, Br-X (APAS Schme ID : APAS/01/152/269/0001).** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,47,745.78.** Earnest Money : **Rs. 9,000.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **12.03.2026 - 5 p.m.** Date and time of opening of bid : **14.03.2026 - 5 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **05.03.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-III, KMC** invites online percentage rate e-tenders under two bid system for the following work: **NIT No.: KMC/EE-III/34/48/25-26 (1st Call)** Name of work : **Repairing of damaged passage and footpath to make the same free of potholes and to prevent dust at 29B Chaulpatty Road and surrounding areas in Ward No-34.** Estimated Cost : **Rs. 3,68,222.00.** Earnest Money : **Rs. 7,500.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **12.03.2026** up to **5 p.m.** Date and time of opening of tender : **14.03.2026** on or after up to **5 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **05.03.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-VII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No.: KMC/VII/065/046/2025-2026/R Name of work : **Maintenance of drainage system at different places in W/65.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 2,98,945.74.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days**.
2. NIT No.: KMC/VII/067/APAS/01/149/121/0002 Name of work : **Construction & repairing of latrine at 8, 8A, B.D.M Bari Lane & it's surrounding in W/67.** Estimated Cost (Including GST & CESS): **Rs. 3,49,969.86.** Earnest Money : **Rs. 7,000.00**. Period of Completion : **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **12.03.2026** up to **5 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on : **14.03.2026** at **5 p.m**. (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **05.03.2026** at **(5 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://wbtenders.gov.in/nicgep/app** (for Sl. No. 1) and **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app** (for Sl. No. 2).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-IX, KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works:
1. NIT No.: KMC/IX/077/264/2025-2026 (2nd Call) Name of work : **Repairing of potholes and ancillary work at different road in Ward No. 77.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,617.66.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **356 Days**.
2. NIT No.: KMC/IX/077/242/2025-2026/UTTARAN Name of work : **Repairing of bustee toilets at 1E/H/11, 1E/H/12, Ibrahim Road, 70/H/4, 73/H/3, Dr. Sudhir Bose Road and its surrounding areas in Ward No. 77.** Estimate Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,99,724.64.** Earnest Money : **Rs. 6,000.00**. Period of Completion : **60 Days**. Last date and time of submission of bid: **09.03.2026 - 2 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on : **11.03.2026 - 2 p.m**. (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **02.03.2026 (5 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil), Br-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work: **NIT No.: KMC/EE(C)/BR-V/040/34/2025-2026/UTTARAN** Name of work : **Repairing to bustee sewer and sewer appurtanance at Siddheswar Chandra Lane and other uttaran areas in Ward No.-040.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 4,36,386.30.** Earnest Money : **Rs. 9,000.00**. Period of Completion : **30 Days**. Last date and time of submission of bid: **16.03.2026 - 11 a.m.** Date and time of opening of tender : **18.03.2026 - 11 a.m**. The bid forms and other details are available on and from **02.03.2026 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work: **NIT No.: KMC/EE(C)/Br-XV/139/146/2025-2026/D** Name of work : **Restoration of C/C & I.P.S. passage near H/No. U-71/3, U-121, U-159/8, Q-602/3, Slaughter House Road and M.S. Dargha Bye Lane, in Ward No.-139, Br-XV.** Estimated Cost (Including GST & CESS) : **Rs. 2,85,529.39.** Earnest Money : **Rs. 5,800.00**. Period of Completion : **45 Days**. Last date and time of submission of bid: **16.03.2026 - 2 p.m.** Date of opening of tender : **18.03.2026 - 2 p.m**. The bid forms and other details are available on and from **06.03.2026 (5 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in**

2354/25-26

যুদ্ধের জেরে এখনও দুবাইয়ে আটকে সিন্ধু

সংবাদ সংস্থা, দুবাই, ২ মার্চঃ প্রায় তিনদিন ধরে দুবাইতে আটকে রয়েছেন ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের রানি পিভি সিন্ধু। ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের জেরে দুবাই থেকে বেরতে পারছেন না তিনি। ফলে ঐতিহ্যবাহী অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপে হয়তো নামা হবে না তাঁর। এই টুর্নামেন্টে কোনওদিনই সাফল্য পাননি সিন্ধু। এবারও হয়তো যুদ্ধের কারণে অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে তাঁর। অল ইংল্যান্ড শুরু হতে চলেছে মঙ্গলবার, ৩ মার্চ থেকে। ঐতিহ্যশালী এই টুর্নামেন্ট খেলতে দুবাই হয়ে বার্মিংহ্যামে যাওয়ার কথা সিন্ধুর। কিন্তু শনিবার দুবাই পৌঁছনোর পরেই ঘোরতর সমস্যায় পড়েন অলিম্পিকে দু'বার অলিম্পিক পদকজয়ী ভারতীয় তারকা। যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে ইংল্যান্ডগামী বিমান বাতিল করে দেওয়া হয়। এমনকী আমেরিকা-ইজরায়েলের আক্রমণ আছড়ে পড়ে দুবাই বিমানবন্দরেও। নিজের সাপোর্ট স্টাফের সঙ্গে সেখানে আটকে পড়েছেন সিন্ধুও। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে কবে বিমান চলাচল স্বাভাবিক হবে, কবে দুবাই ছেড়ে বেরতে পারবেন তিনি-কোনওটাই নিশ্চিত নয়। ফলে প্রশ্ন উঠছে, ঐতিহ্যশালী এই টুর্নামেন্টে কি এবার আদৌ নামতে পারবেন সিন্ধু? কারণ টুর্নামেন্টের প্রথম দিন অর্থাৎ মঙ্গলবারই অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ীর প্রথম ম্যাচ রয়েছে।

থাইল্যান্ডের সুপানিদা কাতেথংয়ের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলার কথা ছিল সিন্ধুর। কিন্তু সেখানে পৌঁছনোটা তাঁর পক্ষে কার্যত অসম্ভব। সূত্রের খবর, ইরানের যুদ্ধ পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে বিশ্ব ব্যাডমিন্টন সংস্থাও। কারণ সিন্ধুর মতো একাধিক ব্যাডমিন্টন তারকাই আটকে পড়েছেন বিশ্বের নানা প্রান্তে। অনেকেই অবশ্য ঘুরপথে পৌঁছে গিয়েছেন ইংল্যান্ডে। সিঙ্গাপুর বা আফ্রিকা হয়ে তাঁরা গিয়েছেন টুর্নামেন্টে অংশ নিতে। তবে যুদ্ধের জেরে অনেকেই হয়তো সঠিক সময়ে ইংল্যান্ড পৌঁছতে পারবেন না। সেকথা মাথায় রেখে সূচি অদলবদলের কথাও ভাবছেন টুর্নামেন্টের আয়োজকরা। তবে এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি, তাতে বার্মিংহ্যামে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন লক্ষ্য সেন। অতীতে এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেও হেরেছেন তিনি। এছাড়াও একঝাঁক তরুণ ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্টে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবেন। আয়ুষ শেট্টি, মালবিকা বানসোর, উন্নতি হুডারা নামবেন। এছাড়াও সাত্ত্বিকসাইরাজ রণকিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি, তৃষা জোলি-গায়ত্রী গোপীচাঁদ, ধ্রুব কপিলআ-তানিশা ক্রাস্টো, রোহন কাপুর-রুথবিকা শিবানী গাড্ডের জুটি খেলবেন এই টুর্নামেন্টে।

উত্তপ্ত মধ্যপ্রাচ্য, কাতারে ফাইনালিসিমা হবে তো!

সংবাদ সংস্থা, কাতার, ২ মার্চঃ মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান যুদ্ধ পরিস্থিতির জেরে স্পেন ও আর্জেন্টিনার মধ্যে নির্ধারিত ফাইনালিসিমা ম্যাচ স্থগিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আগামী ২৭ মার্চ কাতারের দোহায় অবস্থিত লুসেইল স্টেডিয়ামে এই হাইভোল্টেজ ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তবে নিরাপত্তা পরিস্থিতির অবনতির কারণে কাতার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আপাতত অনির্দিষ্টকালের জন্য সব টুর্নামেন্ট স্থগিত ঘোষণা করেছে। সম্প্রতি

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের বিমান হামলার পর ইরান পাল্টা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় উপসাগরীয় অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায়। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, সৌদি আরব এবং কাতার-সহ একাধিক দেশে নিরাপত্তা সতর্কতা জারি হয়েছে যার সরাসরি প্রভাব পড়েছে ফুটবলের সূচিতে। তবে ফাইনালিসিমার এই ম্যাচটি যৌথভাবে আয়োজন করার কথা উয়েফা এবং কনমেবলের। তবে ম্যাচ স্থগিত রাখা হবে কি না, সে বিষয়ে এখনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন আয়োজকরা।

ফাইনালিসিমা ম্যাচে মুখোমুখি হওয়ার কথা ইউরো চ্যাম্পিয়ন স্পেন ও কোপা আমেরিকা জয়ী আর্জেন্টিনার। বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে রয়েছে স্পেনের তরুণ তুর্কি লামিন ইয়ামাল এবং আর্জেন্টিনার কিংবদন্তি লিওনেল মেসির দ্বৈরথ। কিন্তু উত্তেজনার জেরে এই হাইভোল্টেজ ম্যাচ এখন ঝুঁকির মুখে। তবে বিশ্বকাপের আগে মেসি এবং ইয়ামালকে নিয়ে কোনওভাবেই ঝুঁকি নিতে চাইছে না ফেডারেশনগুলি। কাতারের সিদ্ধান্তের আগে থেকেই এশিয়ান ফুটবলের কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটছে। বাহরিন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন সমস্ত ম্যাচ স্থগিত করেছে। পাশাপাশি এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশন তাদের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ এলিট, এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর কোয়ার্টার ফাইনাল এবং এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগের ম্যাচগুলো পিছিয়ে দিয়েছে। এই পরিস্থিতি মধ্যপ্রাচ্য জুড়ে ফুটবলের ওপর বড় প্রভাব ফেলেছে। তবে খেলোয়াড় ও দর্শকদের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েই আয়োজকরা সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানানো হয়েছে। ফাইনালিসিমা ম্যাচের ভবিষ্য বর্তমানে নির্ভর করছে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি এবং উয়েফা, কনমেবল ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের ওপর। নিরাপত্তা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে ম্যাচ পিছিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ইরানের মাটিতে আমেরিকা ও ইজরায়েলের যৌথ অভিযানের পর থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ওই হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেই-সহ একাধিক শীর্ষ নেতার মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। পাল্টা ইরানও লাগাতার ড্রোন ও মিসাইল হামলা শুরু করেছে। কুয়েত, বাহরিন ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আকাশসীমা দিয়ে উড়ে আসা একের পর এক ইরানি মিসাইল রুখে দিচ্ছে মার্কিন ডিফেন্স সিস্টেম। এদিন কুয়েতে ভেঙে পড়েছে একাধিক মার্কিন যুদ্ধবিমান। সোমবার কুয়েতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে এই খবর জানানো হয়েছে। তবে দুর্ঘটনায় বিমানকর্মীদের কোনও প্রাণহানি ঘটেনি। ঠিক কতগুলি বিমান ভেঙে পড়েছে বা সেগুলি কোন মডেলের, সে বিষয়ে কুয়েত প্রশাসনের তরফে খোলসা করে কিছু জানানো হয়নি। দুর্ঘটনার কারণ নিয়েও ধোঁয়াশা। কুয়েত সেনাবাহিনীর তরফে সোশ্যাল মিডিয়া 'এক্স' হ্যান্ডেলে জানানো হয়েছে, 'প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মুখপাত্র নিশ্চিত করেছেন যে আজ সকালে বেশ কিছু মার্কিন সামরিক বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। তবে বিমানে থাকা সমস্ত ক্রু সদস্য সুরক্ষিত আছেন।' বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দ্রুততার সঙ্গে বিমানকর্মীদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বর্তমানে তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। পাশাপাশি প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা চলছে।

বিশ্বকাপের পরই মেগা শো, দেশের জার্সিতে রো-কো!

নিজস্ব প্রতিবেদন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শেষ হতেই ভারতীয় ক্রিকেটে শুরু হতে চলেছে মেগা শো। বিসিসিআই ঘোষণা করে দিল, আগামী ৬ জুন থেকে ঘরের মাঠে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ১টি টেস্ট ও ৩টি ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলবে ভারত। তবে এই সিরিজ বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-২৭ মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। বিশ্বকাপের পরেই শুরু হচ্ছে আইপিএল। মে মাসের শেষ পর্যন্ত চলবে বিশ্বের সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ। তারপরই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরবে ভারতীয় দল। সূচি অনুযায়ী, প্রথমে হবে একটি টেস্ট ম্যাচ, যার আয়োজন করা হবে নিউ চণ্ডীগড়ের মুল্লানপুরে মহারাজা যাদবেন্দ্র সিং পিসিএ স্টেডিয়ামে। এটি হবে এই মাঠের ইতিহাসে প্রথম টেস্ট ম্যাচ। ফলে ঐতিহাসিক গুরুত্বও থাকছে এই লড়াইয়ে। ভারত ও আফগানিস্তান এখনও পর্যন্ত একটিই মাত্র টেস্ট ম্যাচ খেলেছে। ২০১৮ সালে বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচে ভারতের

অধিনায়ক অজিঙ্কা রাহানে ছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ২৬২ রানে জয় পায় ভারত। মুরলী বিজয় ও শেখর ধাওয়ান সেঞ্চুরি করেন সেই ম্যাচে। এখনও পর্যন্ত রানের ব্যবধানের হিসাবে সেটিই ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম জয় হিসেবে নথিভুক্ত। এ বারের একটি মাত্র টেস্ট ম্যাচের পরই মেগা শো। ওয়ান ডে সিরিজের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হতে চলেছে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির প্রত্যাবর্তন। দুই তারকাই বর্তমানে টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট ক্রিকেট থেকে সরে গিয়ে বর্তমানে শুধুমাত্র ওয়ান ডে ক্রিকেটই খেলছেন। ২০২৭ সালের ওয়ান ডে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে ভারত আরও বেশি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলতে চলেছে। আর সেই প্রস্তুতির প্রথম ধাপই হল এই আফগানিস্তান সিরিজ। তিনটি ওয়ান ডে ম্যাচের প্রথমটি অনুষ্ঠিত হবে যথাক্রমে ১৪ জুন ধর্মশালায়। ১৭ জুন লখনউতে এবং ২০ জুন চেন্নাইতে পরের দুটি ম্যাচ। এই ভেন্যুগুলির মধ্যে একমাত্র চেন্নাই-ই বিশ্বকাপের ভেন্যু তালিকায় ছিল। আইপিএলে খেলার কারণে ম্যাচে রোহিত ও কোহলি জুটি ফর্মেই থাকবে বলে মনে করা হচ্ছে। গত বছর অস্ট্রেলিয়া সফরে দীর্ঘ বিরতির কারণে যে জড়তা দেখা গিয়েছিল, এ বার তা হওয়ার সম্ভাবনা কম। রশিদ খানের নেতৃত্বে আফগানিস্তান দলও আগের থেকে শক্তিশালী। সীমিত ওভারের ক্রিকেটে তারা ইতিমধ্যেই শক্ত প্রতিপক্ষ হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করেছে। ফলে বিশ্বকাপের উত্তেজনার পরপরই ভারত-আফগানিস্তান সিরিজেও জমবে আরেকটি রোমাঞ্চকর অধ্যায়।

বিশ্বকাপে ফ্লপ করায় সলমন-বাবরদের 'শাস্তি' পিসিবি-র

সংবাদ সংস্থা, ইসলামাবাদ, ২ মার্চঃ আরও একটা আইসিসি-র টুর্নামেন্ট, আরও একবার পাকিস্তানের হতাশাজনক পারফর্ম্যান্স। গ্রুপ পর্ব থেকে কোনওরকমে সুপার এইটে উঠেছিল পাকিস্তান। কিন্তু এই পর্বে তিন ম্যাচের মধ্যে দু'টিতেই হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছে পাকিস্তান। চাপের মুখে পারফর্ম করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণেই যে এই ব্যর্থতা, সেটা মেনে নিয়েছেন পাক অধিনায়ক সলমন আলি আঘা। কিন্তু এই হার এত সহজে মেনে নিতে পারেনি মহসিন নকভির নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। তাই বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকা প্রত্যেক ক্রিকেটারকে 'শাস্তি' দিচ্ছে পিসিবি। আর্থিক জরিমানার মুখে পড়েছেন

পাক ক্রিকেটাররা, এমনটাই প্রকাশ একাধিক রিপোর্টে। টুর্নামেন্টে দলের ব্যর্থতার পরে ক্রিকেটারদের পারফর্ম্যান্স নিয়ে খুঁটিনাটি বিচার করা খুবই চেনা ছবি ক্রিকেটদুনিয়ায়। তবে ক্রিকেটারদের শাস্তি হিসেবে আর্থিক জরিমানা দিতে হচ্ছে, এমন ঘটনা কার্যত বিরল। একাধিক রিপোর্টে প্রকাশ, পাকিস্তানি মুদ্রায় ৫০ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে প্রত্যেক ক্রিকেটারকে। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ১৬ লাখ ২০ হাজার টাকার সমান। আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু ঘোষণা না করলেও, এই জরিমানায় মাথায় হাত পড়েছে অনেক পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের, এমনটাই প্রকাশ একাধিক রিপোর্টে। পাকিস্তানের ক্রিকেট বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে সি ও ডি গ্রেডে থাকা ক্রিকেটারদের চাপ বাড়ল এই জরিমানার কারণে। কেন্দ্রীয় চুক্তি এবং আইসিসি থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ বাবদ তাঁদের মোট বার্ষিক আয় ১০ থেকে ২০ লাখের মধ্যে (পাকিস্তানি মুদ্রায়)। এই দুই গ্রেডে থাকা ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা দেওয়া কঠিন বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে ক্রিকেটারদের দায়সারা মনোভাবে যে পিসিবি আর সন্তুষ্ট নয়, সেটা স্পষ্ট হয়েছে এই পদক্ষেপে।

ডিফেন্ডারদের গোলে চেলসিকে হারাল আর্সেনাল

ফিনিশিংয়ে সুবিধা করতে পারলেন না আক্রমণ ও মাঝমাঠের কেউ। দলের প্রয়োজনে এগিয়ে এলেন উইলিয়াম সালিবা ও ইউরিয়েন টিম্বার। দুই ডিফেন্ডারের গোলে চেলসিকে হারিয়ে দিল আর্সেনাল।

সংবাদ সংস্থা, লন্ডন, ২ মার্চঃ এমিরেটস স্টেডিয়ামে রবিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে বেশ খানিকটা সময় ১০ জন নিয়ে খেলা চেলসিকে ২-১ গোলে হারিয়েছে আয়োজকরা। আসরে প্রথম দেখায় গত নভেম্বরে চেলসির মাঠে ঘুরে দাঁড়িয়ে ১-১ ড্র করেছিল আর্সেনাল। এবার আর কোনো ভুল করেনি তারা। ম্যানচেস্টার সিটির চেয়ে আবার পাঁচ পয়েন্টে এগিয়ে গেল মিকেল আর্তেতার দল। সিটি অবশ্য একটি ম্যাচ কম খেলেছে। ২৯ ম্যাচে ১৯ জয় ও সাত ড্রয়ে ৬৪ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল। ২৮ ম্যাচে পেপ গুয়ার্দিওলার দলের পয়েন্ট ৫৯। তিন ও চার নম্বর দল ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও অ্যাস্টন ভিলার পয়েন্ট সমান ৫১ করে। পজেশন রাখায় পিছিয়ে থাকলেও, বেশিরভাগ সময় আক্রমণে আধিপত্য করে আর্সেনাল। যদিও প্রথমার্ধে প্রতিপক্ষকে খুব বেশি পরীক্ষায় ফেলতে পারেনি তারা। এই অর্ধে কেবল দুটি প্রচেষ্টা লক্ষ্যে রাখতে পারে দলটি, তার প্রথমটিতে কিছুটা ভাগ্যের ছোঁয়ায় গোল পেয়ে যায় তারা। ২১তম মিনিটে কর্নারে গাব্রিয়েল মাগালিয়াইসের হেড পাস গোলমুখে পেয়ে হেড করেন

সালিবা, বল গোললাইনের সামনে চেলসির ডিফেন্ডার মামাদুর গায়ে লেগে জালে জড়ায়। এবারের লিগে এই নিয়ে নবমবার কর্নার থেকে গোল করে ম্যাচে এগিয়ে গেল আর্সেনাল। একটু পরই অবশ্য ভাগ্যের অন্য রূপ দেখে আর্সেনাল। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে দলটি করে বসে আত্মঘাতী গোল। এর আগের মিনিটেই অবশ্য গোল খেতে পারতো তারা কর্নারে ডেক্লান রাইসের বাহুতে লেগে বল যাচ্ছিল জালে, অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় ঝাঁপিয়ে এক হাত দিয়ে বল বাইরে পাঠান দাভিদ রায়া। ওই কর্নারে বল হেডে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করেন তাদের ডিফেন্ডার পিয়েরো ইনকাপিয়ের কিন্তু বল চলে যায় জালে। কিছুই করার ছিল না গোলরক্ষক রায়ার। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণে জোর দেয় চেলসি। এতে জমে ওঠে লড়াই। যদিও আরেকটি গোলের অপেক্ষা আর শেষ হয়নি তাদের। উল্টো ৬৬তম মিনিটে আবার সেট পিস থেকেই দ্বিতীয়বার এগিয়ে যায় আর্সেনাল। রাইসের কর্নারে হেডে গোলটি করেন ডাচ ডিফেন্ডার টিম্বার। কিছুক্ষণের মধ্যে চেলসির আবার ঘুরে দাঁড়ানোর আশায় বড় চোট লাগে। তিন মিনিটের মধ্যে দুটি হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন পর্তুগিজ উইঙ্গার পেদ্রো নেতো। একজন কম নিয়েও বেশ আত্মবিশ্বাসী ফুটবল খেলে চেলসি। গোলের জন্য মরিয়া চেষ্টা করতে থাকে তারা। যোগ করা সময়ে দারুণ একটি সুযোগও তৈরি হয়। আলেহান্দ্রো গার্নাচোর শটে বল এক ড্রপে একটু বাঁক নিয়ে জালে জড়াতে যাচ্ছিল, অসাধারণ নৈপুণ্যে ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন রায়া। প্রিমিয়ার লিগে টানা দুই ড্রয়ের পর এবার হেরে গেল চেলসি। আসরে এটা তাদের সপ্তম পরাজয়। ২৮ ম্যাচে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে ষষ্ঠ স্থানে আছে দলটি। তাদের চেয়ে ৩ পয়েন্ট বেশি নিয়ে পঞ্চম স্থানে লিভারপুল।

আলবেনিয়ায় আটকে ভারতের মহিলা কুস্তি দল

সংবাদ সংস্থা, তিরানা, ২ মার্চঃ পশ্চিম এশিয়া জুড়ে বাজছে সাইরেন। একের পর এক মিসাইল, ড্রোন হামলা চালাচ্ছে ইরান, ইজরায়েল, আমেরিকা। সেই তালিকায় যোগ দিয়েছে ইরান সমর্থিত লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লা। তেহরানের পাশে দাঁড়িয়েছে হিজবুল্লা। পাল্টা লেবাননে হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি। ঘাত-প্রতিঘাতের খেলায় মেতে উঠেছে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি। এই আবহে দুবাই, আবু ধাবি, ইরান, ইজরায়েল সহ

একাধিক আকাশসীমা বন্ধ রাখা হয়েছে। আলবেনিয়ায় আটকে পড়েছে ভারতের মহিলা কুস্তি দল। আলবেনিয়ার তিরানায় অনুষ্ঠিত মুহামেত মালো ২০২৬। এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে আলবেনিয়ার তিরানায় গিয়েছে ভারতের ১৬ জন মহিলা কুস্তিবিদ, সাপোর্ট স্টাফরা। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের জেরে তাঁদের ফেরার বিমান বাতিল করা হয়েছে। পরিস্থিতি অশান্ত হওয়ার আগে ইভেন্ট শেষ হয়ে যাওয়ায় ভারতে ফিরে এসেছে পুরুষ দল। দলের প্রধান কোচ বীরেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, ''আমাদের বিমান বাতিল হওয়ার পর, ক্রীড়ামন্ত্রী ও ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের থেকে ফোন পাই, আমাদের কোনও সমস্যা হচ্ছে না। ভারতের কুস্তি ফেডারেশন আমাদের জানিয়েছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত কোনও সমস্যা হবে না।'' এবার মুহামেত মালো ২০২৬ ইভেন্টে ৪৮ সদস্যের দল পাঠিয়েছে ভারত। পুরুষ ও মহিলাদের ফ্রিস্টাইল ডিভিশনে সুযোগ পেয়েছিলেন ১৬ জন করে। গ্রিসো-রোমান ক্যারিগরিতে সুযোগ পান ১৬ জন। তাঁদের মধ্যে সুজিত কলকল সোনা জিতে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। অনূর্ধ্ব ২৩ ফর্ম্যাটের চ্যাম্পিয়ন ছিলেন তিনি। পুরুষদের ৬৫ কেজি ফ্রিস্টাইল বিভাগে সোনা জিতেছেন। এছাড়া ৩টি রুপো ও ৩টি ব্রোঞ্জ জিতেছে ভারত।

দুই গোলে পিছিয়ে পড়েও মেসির জাদুতে মায়ামির দারুণ জয়

সংবাদ সংস্থা, ফ্লোরিডা, ২ মার্চঃ মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) মরসুমের প্রথম ম্যাচে লস অ্যাঞ্জেলেস এফসির কাছে ২-০ গোলে হেরেছিল ইন্টার মায়ামি। আজ সোমবার সকালে অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষেও ২৪ মিনিটের মধ্যে ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়েছিল লিওনেল মেসির দল। এই স্কোরলাইনে শেষ হয়েছে ম্যাচের প্রথমার্ধও। অর্থাৎ নতুন মরসুমের প্রথম ১৩৫ মিনিটে ৫-০ গোলে পিছিয়ে ছিল মায়ামি। বিরতিতে যাওয়ার সময় মেসি ও তাঁর সতীর্থদের চোখে মুখে হতাশা ও অসহায়ত্বের ছাপ ছিল স্পষ্ট। কিন্তু পরের ৪৫ মিনিটেই ঘটল দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন। মেসির নেতৃত্বে প্রতিপক্ষের ওপর দাপট দেখিয়ে মায়ামি করে এক এক করে মোট চার গোল, দুটিই মেসির। প্রথমে দুই গোলে পিছিয়ে পড়া ইন্টার মায়ামি শেষ পর্যন্ত পর্যন্ত মাঠ ছাড়ে ৪-২ গোলের অবিশ্বাস্য জয় নিয়ে। চলতি মরসুম নতুন খেলোয়াড় টানার পর মায়ামিকে আগের চেয়ে শক্তিশালী মনে করা হচ্ছিল। কিন্তু মাঠের খেলায় সেই পরিবর্তনের ছাপ দেখা যাচ্ছিল না। লস অ্যাঞ্জেলেস ম্যাচের পর আজও শুরুতে বেশ ভুগেছে তারা। যার সুযোগ নিয়েই মার্কো পাসালিক ১৮ মিনিটে এগিয়ে দেন অরল্যান্ডোকে। ২৪ মিনিটে মার্টিন ওজেডা ব্যবধান দ্বিগুণ করলে বিপদ আরও বাড়ে মায়ামির। দলকে ম্যাচে ফেরাতে বিরতির পরপর দলে পরিবর্তন আনেন হাভিয়ের মাচেরানো। লেফটব্যাক নোয়া অ্যালেনের

জায়গায় নামান আক্রমণভাগের খেলোয়াড় মাতেও সিলভেত্তিকে। এই সিদ্ধান্তই বদলে দেয় ম্যাচের দৃশ্যপট। ৪৯ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে ২০ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন তরুণ সিলভেত্তির অসাধারণ এক শটে ব্যবধান কমায় মায়ামি। এরপরই দেখা মেলে মেসি জাদুর। ৫৭ মিনিটে গোছানো এক আক্রমণে অরল্যান্ডো বক্সের কাছাকাছি পৌঁছে যান মেসি। এ সময় তাঁর সামনে তৈরি হয় ছয় ফুটবলারের দেয়াল। আর সেই দেয়ালকে ফাঁকি দিয়েই বাঁ পায়ের নিখুঁত শটে বল জালে পাঠিয়ে বছরের প্রথম গোলটি করেন মেসি। ম্যাচে আসে ২-২ সমতা। এরপর ইন্টার মায়ামি যেন আরও ধারালো হয়ে ওঠে। ৮৫ মিনিটে মেসির সহায়তায় বল পেয়ে গোল করেন তালিসকো সেগোভিয়া। এরপর ৯০ মিনিটে আবারও মেসি জাদু। বক্সের বাইরে থেকে ফ্রি-কিকে দারুণ এক শটে মায়ামিকে এগিয়ে দেন ৪-২ গোলে, ফ্রি-কিকে এটি তাঁর ৭০তম গোল। এমএলএসের নিয়মিত মরসুমে প্রথম ৫৫ ম্যাচে মেসির গোলসংখ্যা এখন ৫২। এর মধ্যে শেষ ৪৯ ম্যাচেই মেসি করেছেন ৫১ গোল। সব মিলিয়ে তাঁর ক্যারিয়ার গোল এখন ৮৯৮। যার অর্থ, ৯০০ গোলের জাদুকরী সংখ্যা থেকে আর মাত্র ২ গোল দূরে মেসি। ম্যাচ শেষে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে ইন্টার মায়ামির কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো অ্যাপল টিভিকে বলেন, ''গত মরসুমে অরল্যান্ডো আমাদের জন্য খুব কঠিন প্রতিপক্ষ ছিল। দলটি শক্তিশালী, তাদের কোচও দারুণ। এখানে জিততে হলে আমাদের নিখুঁত ম্যাচ খেলতে হতো। (আমরা জানতাম) তারা আমাদের ওপর চাপ তৈরি করবে। খেলোয়াড় হিসেবে আমি এমন ম্যাচ উপভোগ করতাম।'' আগামী শনিবার ওয়াশিংটনের অডি ফিল্ডে ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে নিজেদের পরের ম্যাচ খেলবে মায়ামি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com